শিরোনাম ঃ "ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ও আলী ইবন মুহাম্মাদ ঃ জীবন ও কর্ম"।

মুহাম্মাদ ছাইদুল হক

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ঃ "ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ও আলী ইবন মুহাম্মাদ ঃ জীবন ও কর্ম"।

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মুহাম্মাদ ছাইদুল হক
রেজি ঃ ৭৭ (৯৪-৯৫)
ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ডিসেম্বর '৯৯

382759

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ঃ "ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ও আলী ইবন মুহাম্মাদ ঃ জীবন ও কর্ম"।

মুহাম্মাদ ছাইদুল হক
এম.ফিল গবেষক

তত্ত্বাবধানে

মুহাম্মদ আবদুল মালেক
অধ্যাপক, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় বাবাজান মরহুম কারী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ
এবং মেঝ ভাই মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল বাশার
আখন্দ-এর রূহের মাগফিরাত কামনায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ ছাইদুল হক-এর এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভ তার নিজস্ব গবেষণার ফল। আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এই অভিসন্দর্ভ জমা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্ত সে পূরণ করেছে।

তত্ত্বাবধায়ক

২৮/১২/১৯

(মুহাম্মদ আবদুল মালেক)

অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায় ঃ ইবনুল আছীর ভ্রাতৃদ্বয়ের সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইবনুল আছীর–আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর জীবনী

তৃতীয় অধ্যায় ঃ হাদীছ শাস্ত্রে ইবনুল আছীর–আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর অবদান

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইবনুল আছীর–আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইবনুল আছীর–আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ প্রণীত গ্রন্থসমূহের তালিকা ও গ্রন্থ পরিচিতি

দ্বিতীয় খন্ড

প্রথম অধ্যায় ঃ ইবনুল আছীর–আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর জীবনী

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে ইবনুল আছীর–আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর অবদান

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইবনুল আছীর–আলী ইবন মুহাম্মাদ প্রণীত গ্রন্থসমূহের তালিকা ও গ্রন্থ পরিচিতি

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইবনুল আছীর–আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ও শাগরেদবৃন্দ

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইবনুল আছীর–আলী ইবন মুহাম্মাদ ভ্রাতৃদ্বয়ের সমসাময়িক কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, মুহাদ্দিছ ও ফিক্‌হবিদ।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

আল-বিদায়াহ	ঃ	আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া
আস-সুবকী	ঃ	তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব আস-সুবকী
ওয়াফিয়্যাত	ঃ	ওয়াফিয়্যাতুল আই'আন ওয়া আম্বাহু আবণুইয যামান
কুশফুয যুনূন	ঃ	কাশফুয যুনূন 'আল আসমাইল কুতুবি ওয়াল ফুনূন।
খতীব	ঃ	হাফিয আবূ বাক্‌র আহমাদ ইবন আলী ওরফে আল-খাতীব আল-বাগদাদী
খ্রি.	ঃ	খ্রিষ্টীয় সন
হি.	ঃ	হিজরী সন
খ.	ঃ	খণ্ড
জ.	ঃ	জন্ম
মৃ.	ঃ	মৃত্যু
তা. বি.	ঃ	তারিখ বিহীন
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
আয-যাহাবী	ঃ	আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন ওরফে ইমাম যাহাবী (র)
(রা)	ঃ	রাদিআল্লাহু আনহু
(র)	ঃ	রহমাতুল্লাহি আলায়হি
সং	ঃ	সংস্করণ
সুয়ূতী	ঃ	হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র)
সাম'আনী	ঃ	আবদুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ আস-সাম'আনী
হামাভী	ঃ	আবূ আবদিল্লাহ য়াকূত আল-হামাভী
ইবন কাছীর	ঃ	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইবন শায়খ আবূ হাফ্‌স শিহাবুদ্দীন ওরফে হাফিয ইবন কাছীর (র)
ইবন খাল্লিকান	ঃ	কাযী আহমাদ ওরফে ইবন খাল্লিকান

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

এই অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববরেণ্য দুই মনীষী যথাক্রমে ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ও আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদভাবে পর্যালোচনা করা। তাই এর শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে 'ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ও আলী ইবন মুহাম্মাদ ঃ জীবন ও কর্ম'।

এ দু'জন মনীষী ছিলেন হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন খ্যাতিমান হাদীছ বিশারদ এবং মেঝ ভ্রাতা ছিলেন প্রথিতযশা ঐতিহাসিক। আলোচনার সুবিধার্থে ইবনুল আছীর ভ্রাতৃদ্বয়ের বিষয়টিকে দুই খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ইবনুল আছীর আলী ইবন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আলোচনা।

প্রথম খণ্ড

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবদ্দশায় সাহাবা কিরাম কর্তৃক যৎসামান্য হাদীছ গ্রন্থবদ্ধ হলেও হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে হাদীছ সংকলনের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায় এবং মুহাদ্দিছগণ হাদীছ যাচাই বাছাই-এর ক্ষেত্রে প্রধান মাপকাটি রূপে 'ইসনাদ'কে অগ্রাধিকার দেন। কিন্তু ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ হাদীছের কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দাবলীর ও বাক্যাংশের মর্মোদ্ধার করণার্থে একখানা কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার নাম দেন 'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার'। এ কাজকে তাঁর হাদীছ শাস্ত্রে অতুলনীয় অবদান মনে করা হয়।

এ ছাড়াও তিনি সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে 'সিহাহ সিত্তা' থেকে দ্বিরুক্তি বিহীন (তাকরার মুক্ত) একটি প্রামাণ্য হাদীছ গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার নাম দেন 'জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল'। এটি আরবী বর্ণমালার আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রায় দশ হাজার হাদীছ আছে।

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর এ অনন্য অবদান ব্যাপক গবেষণার দাবি রাখে। কিন্তু আমাদের জানা মতে এ যাবত কোন গবেষক তাঁর বিস্ময়কর অবদান মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ব্রতী হন নি এবং তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। অথচ বিশ্ববরেণ্য এ মনীষীর জীবন চরিত আমাদের চলার পথে যেন এক ধ্রুব নক্ষত্র। এসব কথা বিবেচনায় এনে এবং গবেষণার জন্য এক ভাইয়ের জীবনেতিহাস যথেষ্ট হবে না ভেবে দুই ভাইকে একত্রে থিসিসের জন্য আমরা নির্বাচন করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণা কর্ম সূচনা করতে গিয়ে আমরা নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হই। কারণ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর মনীষীদের নিখুঁত জীবন চরিত উপস্থাপন করা অত্যন্ত শ্রম সাধ্য ব্যাপার। ইবনুল আছীর-এর জীবন সমুদ্রের যৎসামান্য তথ্যই তৎকালে রচিত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। ফলে তাঁদের দুই ভাইয়ের শৈশব-কৈশোর-যৌবন ও কর্মবহুল জীবনের অনেক তথ্যই আমাদের অজ্ঞাত। এমনকি ব্যাপক অনুসন্ধানের পরেও আমরা তাঁদের পিতৃ পরিচয় এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারিনি। তাঁদের জীবন চরিত এবং কর্মজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত কোন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়নি। কাজেই আমরা অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করেছি ঐতিহাসিক ও জীবনী গ্রন্থকারগণের মূল গ্রন্থবালী থেকে এবং দুস্প্রাপ্যতার কারণে ঐ সকল মূল গ্রন্থের সাহায্যে রচিত পরবর্তী কালের গ্রন্থাবলী থেকে।

হাদীছ, তাফসীর, আরবী ব্যাকরণ, অংক প্রভৃতি শাস্ত্রে ইবনুল আছীর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরটি বলে জানা যায়। এগুলোর কতক বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অজ্ঞাত অবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে এবং কতক কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। তাঁর বৃহৎ কলেবর গ্রন্থাবলীর আলোকেই হাদীছ শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অবদানের বিভিন্ন দিক যথাসম্ভব আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

তাঁদের জীবন কথা লিখতে গিয়ে আমরা যেমন বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছি তেমনি তাঁদের লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকেও উপাত্ত গ্রহণ করেছি।

থিসিসের বিষয় বস্তুর প্রথম খন্ডকে আলোচনার সুবিধার্থে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করে প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়টি হচ্ছে 'ইবনুল আছীর ভ্রাতৃদ্বয়ের সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা'। ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ উপযুক্ত পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এ অধ্যায়কে কয়েকটি স্তরে সাজিয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য ইবনুল আছীর—'আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর জীবনী' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর বংশ, পরিবার, জ্ঞান, কর্মোদ্দীপনা ইত্যাদি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমরা এখানে তাঁর জীবন-চরিত আলোচনা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি 'হাদীছ শাস্ত্রে ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর অবদান'। মহানবী (সা) এর যামানা থেকে হাদীছ সংকলনের যে ধারাহিকতা অব্যাহত থাকে ইবনুল

Dhaka University Institutional Repository

আছীর সংকলিত 'জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল' এবং দুর্বোধ্য ও কঠিন শব্দসমূহের সমাধান গ্রন্থ 'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার' গ্রন্থদ্বয় অনন্য সংযোজন। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর এ সকল অবদান মূল্যায়ন করাই এ অধ্যায় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, সপ্তম হিজরী পর্যন্ত যত মনীষী হাদীছ শাস্ত্রে প্রভূত অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই মূল হাদীছের পূর্বে 'সনদ' বর্ণনার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সংগত কারণেই, কিন্তু ইবনুল আছীর 'সনদ' বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে মূল হাদীছ সংকলন করে দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণে এগিয়ে এসেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়টি হচ্ছে 'ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ এর উল্লেখযোগ্য 'শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ'। হাদীছ সংগ্রহ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ও বিশেষজ্ঞ আলিমগণের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করা ছিল তদানীন্তন যুগে অনস্বীকার্য বিষয়। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনুল আছীর এর অবদান নিরূপণের উদ্দেশ্যে এ অধ্যায়ে আমরা তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের তালিকা প্রদান করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়টি হচ্ছে 'ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ প্রণীত গ্রন্থসমূহের তালিকা ও গ্রন্থ পরিচিতি'। এ অধ্যায়ে তাফসীর, হাদীছ, অংক, আরবী ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থরাজি সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি।

২য় খণ্ড

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর যুগ থেকে হাদীছ বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে শঠ প্রকৃতির কিছু লোক হাদীছের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটাতে অপচেষ্টা চালায়। এ সব মনগড়া (মাওদূ) হাদীছ রচনাকারীদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করার জন্য যে সব মনীষী গ্রন্থ রচনা করেন ইবনুল আছীর—আলী ইবন মুহাম্মাদ তাঁদের অন্যতম। তিনি এ লক্ষ্যে 'উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে প্রায় সাড়ে আট হাজার রাবীর জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। তাঁর আরেকটি অনবদ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'আল-কামিল ফিত তারীখ'। এতে পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে ৬২৮ হি./ ১২৩০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের বিশ্বের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর এ বিস্ময়কর অবদান নিঃসন্দেহে গবেষণার বিষয় হতে পারে। জীবনী গ্রন্থ ও ইতিহাস শাস্ত্র প্রভৃতি মিলিয়ে ইবনুল আছীর—আলী ইবন মুহাম্মাদ প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা আটটি বলে জানা যায়। কতক পাণ্ডুলিপি হয়ত বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে আছে, কতক পাণ্ডুলিপি আকারে, কতক পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছে এবং কতক কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। দু'টি গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

কিছুই জানা যায় না। তাঁর এ গ্রন্থদ্বয় এবং অপরাপর মূল জীবনী গ্রন্থ থেকে বেশির ভাগ তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি।

অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর দ্বিতীয় খণ্ডকে আলোচনার সুবিধার্থে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করে প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি 'ইবনুল আছীর—আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর জীবনী'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি 'আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে ইবনুল আছীর-এর অবদান'। ইবনুল আছীর বিরচিত 'উসদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবা' এবং 'আল-কামিল ফিত তারীখ' অনন্য সংযোজন। জীবন চরিত এবং ইতিহাস শাস্ত্রে উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয় তাঁকে চির অমর করে রেখেছে। জীবন চরিত ও ইতিহাস শাস্ত্রে তাঁর অবদান পর্যালোচনা করাই এ অধ্যায় স্থাপনের উদ্দেশ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'ইবনুল আছীর—আলী ইবন মুহাম্মাদ প্রণীত গ্রন্থসমূহের তালিকা ও গ্রন্থ পরিচিতি'। এ অধ্যায়ে আমরা তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করতে চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'ইবনুল আছীর—আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর উল্লেখ্যযোগ্য উস্তাদ ও শাগরেদবৃন্দ'। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ইবনুল আছীর—আলী ইবন মুহাম্মাদ অনেক মহান ব্যক্তির দ্বারস্থ হন এবং একদল যোগ্য ছাত্র রেখে যান। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে আমরা চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়টি হচ্ছে 'ইবনুল আছীর—আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ও আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর সমসাময়িক কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক, ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, মুহাদ্দিছ ও ফিকহাবিদ'। ইবনুল আছীর ভ্রাতৃদ্বয় যে সব মনীষীর সাহচর্য লাভ করে নিজ জীবন নিখাদ সোনায় পরিণত করেছিলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সে দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে তাঁদের সমসাময়িক কয়েকজন খ্যাতিমান মনীষীর পরিচয় তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি।

বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভের তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা অনেক গুণীজনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে সাহায্য নিয়েছি। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ এসহাক, কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এ. এইচ. এম ইয়হাইয়ার রহমান, ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী, ড. খন্দকার আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর প্রমুখ। আমি তাঁদের ঋণ অকপটে স্বীকার করছি। এ ছাড়া বহু প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা আমি অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেছি। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক

Dhaka University Institutional Repository

(মতিঝিল, ঢাকা), কল্যাণপুরস্থ দারুসসালাম কওমী মাদ্রাসা গ্রন্থাগার অন্যতম। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি আহরণ করতে অবাধ সুযোগদানের জন্য গ্রন্থগার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে ঋণ অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করছি।

গবেষণা কাজে আমাকে যাঁরা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তাঁর হলেন আমার মেঝ সহোদর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের প্রাক্তন উপ-পরিচালক মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল বাশর আখন্দ ও বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ এমদাদুল্লাহ। দুষ্প্রাপ্য উপাদান সংগ্রহে যাঁরা অকৃপণ ভাবে অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা হলেন পরম শ্রদ্ধাভাজন জনাব নূরুল ইসলাম খলীফা (এ.ভি.পি. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, কুষ্টিয়া শাখা) এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের প্রকাশনা কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞ আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা। তাঁদের ঋণ পরিশোধ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

গবেষণা নির্দেশক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুল মালেক। তিনি আমার জন্য যেভাবে শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন তার তুলনা বিরল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কোন দিনই এ ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এ ছাড়া একই বিভাগের আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এ.বি.এম হাবীবুর রহমান চৌধুরী, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. আ.র.ম আলী হায়দার, সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আনসার উদ্দীন ও ড. মুহাম্মাদ রুহুল আমিন অন্যতম। এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আবু বকর সিদ্দীক ও সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, শায়খুল হাদীছ মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দেদী এবং হাফেয মাওলানা মুজীবুর রহমান প্রমুখের পরামর্শ ও উৎসাহ সাত্যিই আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছে।

দেশের আরও অনেক সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এ ক্ষেত্রে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু জাফর সাহেব-এর কথা বার বার স্মরণ করছি। নানাবিধ প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার সময় যে সব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

মুহাম্মাদ ছাইদুল হক
এম.ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইবনুল আছীর ভ্রাতৃদ্বয়ের সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

আব্বাসী খিলাফাতের পতন যুগ ঃ

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ এবং আলী ইবন মুহাম্মাদ–এই দুই ভাই একত্রিশতম আব্বাসী খলীফা আল-মুকতাফী লি আমরিল্লাহর (খিলাফতকাল ঃ ৫৩০-৫৫৫ হি./১১৩৫-১১৬০ সন) যুগে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ছত্রিশতম খলীফা আল-মুস্তানসির বিল্লাহর (খিলাফতকালে ৬২০-৬৪১ হি./১২২৬-১২৪৩ সন) যুগে ইনতিকাল করেন।

আব্বাসী খিলাফত ৫০৮ বছর (১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ সন) পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। কিন্তু একশ বছর পর দশম আব্বাসী খলীফা আল-মুতাওয়াককিলের (২৩২-২৪৭ হি./৮৪৭-৮৬১ সন) যুগ থেকেই আব্বাসী খিলাফতের পতনের সূচনা হয়।[১] পরবর্তী চারশ বছর তাঁরা বিভিন্ন সামন্ত রাজাগণের সাহায্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁদের পতনের মূলে ছিল পরবর্তী খলীফাগণের সীমাহীন দুর্বলতা, অযোগ্যতা, অনৈতিকতা এবং সর্বোপরি তাদের উপর তুর্কী সেনাদের অনভিপ্রেত একচ্ছত্র প্রভাব। উল্লেখ্য যে, আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুরাসানী ও পারসিকদের অবদান ছিল অতুলনীয়। ফলে খিলাফতের প্রাথমিক যুগে

---

১. মুহাম্মাদ খিদরী বেক ঃ মুহাদারাবাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ (আদ-দাওলাতুল আব্বাসিয়্যাহ, দারুল ফিকরিল আরাবী, তাঃ বিঃ) পৃ. ৪৮৪। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন খালদূন (র) বলেন ঃ

ان الدولة فى الغالب لا تعدوا اعمار ثلاثة اجيال والجيال هو عمر شخص واحد من العمر الوسط فيكون أربعين الذى هو انتهاء النمو النشوء الى غايته قال تعالى حتى إذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة – ولهذا يجرى على السنة الناس فى المشهور ان عمر الدولة مأة سنة ٠

অর্থাৎ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব তিনটি প্রজন্মের বয়স সীমা অতিক্রম করে না। একটি প্রজন্মের বয়স সীমা হয় এক ব্যক্তির মধ্যম বয়সের সমপরিমাণ আর এর পরিমাণ হচ্ছে চল্লিশ বছর। এ পরিমাণ সময়ে সে সমৃদ্ধি লাভের চূড়ান্ত সীমায় পৌছে। আল্লাহ বলেন, ক্রমে মানুষ পূর্ণ শক্তি লাভ করে এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় (সূরা আল-আহকাফ ঃ ১৫)। এ কারণে মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, একটি সাম্রাজ্যের বয়স হচ্ছে একশ বছর। (ইবন খালদূন ঃ মুকাদ্দামা, ৪সং, দারুল কলম , বৈরূত, লেবানন, ১৯৮১) পৃ. ১৭০-৭১।

Dhaka University Institutional Repository

খুরাসানীগণ সেনাবাহিনীতে এবং পারসিকগণ প্রশাসনে একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ করেন।[২] এর ফলে আব্বাসী খিলাফতের শেষ দিকে খলীফাগণের নাম শুধুমাত্র মুদ্রায় অংকিত থাকত এবং খুতবায় উচ্চারিত হতো। প্রশাসনিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ায় খলীফাগণের জীবনের প্রতিও তাদের পক্ষ থেকে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হয়। তারা একজন খলীফাকে হত্যা করে আরেকজনকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করত[৩], তবে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি অক্ষুন্ন ছিল বলে অনুমান করা হয়। কারণ ধর্মীয় উপাধি 'আমীরুল মুমিনীন' হিসেবে তাঁরা সারা বিশ্বে সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

ইবনুল আছীর-এর সময়ে ইরাকের রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

উমায়্যা রাজ বংশের পতনের পর ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশে সর্বমোট ৩৭ জন খলীফা ৭৫০-১২০৮ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। উমায়্যা রাজবংশের পতনের পর আব্বাসীয়দের উত্থানের সাথে সাথে কেবল শাসক শ্রেণীরই পরিবর্তন ঘটেনি, প্রশাসনে ও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।[৪]

ইবনুল আছীর যখন খলীফা আল-মুকতাফী লি আমরিল্লাহর সময় (৫৩০-৫৫ হি./১১৩৫-৬০ সন) জন্ম গ্রহণ করেন তখন আমরা আব্বাসী খিলাফতের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, বিধ্বস্থ প্রশাসনের উপর খলীফার নিজ চরিত্র ও যোগ্যতা এবং সুলতান মাসঊদের ইনতিকালের সাথে সাথে সালজূকীদের পতনের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাগদাদে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেন। সুলতান মাসঊদের প্রিয় ভাজন মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ বাগদাদ করতলগত করতে চেয়েও বিফল মনোরথ হন এবং খলীফা তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেন।

বায়তুল মাকদিস ও সিরিয়া খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রণাধীন। হালবের (আলেপ্পো) প্রশাসক সুলতান নূরুদ্দীন যাংগী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং অনেক শহর-বন্দর নিজ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসেন। খ্রিষ্টানরা রোমকদের সাহায্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক সৈন্য জড়ো করে কিন্তু খলীফা তাদের পর্যুদস্ত করেন।

---

২. জুরজী যায়দানঃ তারীখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী, ১খ,. ২সং, (মুআসসাসাতু দারিল হিলাল, ১৯৬৮), পৃ. ৯৪।

৩. মুহাম্মাদ আহসান উল্লাহ ঃ খিলাফতের ইতিহাস (অনু. মোঃ আবদুল জব্বার সিদ্দীকী, ১৪০০ হি/১৯৮০ সন, ২য় প্রকাশ ১৪০৩ হি./১৯৮৩ সন), পৃ. ১৪৬-৫৭।

৪. পি. কে. হিট্টি ঃ History of the Arabs পৃ. ৫০০। (প্রফেসর মোঃ হাসান আলী চৌধুরী ঃ ইসলামের ইতিহাস, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১সং ১৯৮৬)।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা যখন চতুর্মুখী বাধা কাটিয়ে ওঠেন তখন নূরুদ্দীন যাংগীকে মিসর ও সিরিয়ার কর্তৃত্ব গ্রহনের নির্দেশ দেন। যাংগী সিরিয়ার পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং মিসরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখল করে নেন। এ সময় খ্রিষ্টানরা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ফাতেমীয়রা অপরাজেয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফাতেমীয়রা নূরুদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করলে অতি সহজে মিসর করতলগত হয়। এতে সন্তুষ্ট হয়ে খলীফা আল-মুক্তাফী নূরুদ্দীন যাংগীকে মালিকুল আদিল এবং শিরকূহকে আল-মালিকুল মানসূর উপাধিতে ভূষিত করে সিরিয়া ও মিসর এবং যাংগীকে মক্কা ও মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন।

পরিশেষে পূর্ণ কর্তৃত্ব নূরুদ্দীনের হাতে চলে আসে। ফলে তিনি শিরকূহকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন। শিরকূহ'র ইনতিকালের পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দীন ইবন ইউসুফ ইবন নাজমুদ্দীন মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। তিনি তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে মিসরবাসীর অন্তর জয় করেন। ফলে মিসরে জাঁকজকমপূর্ণ আয়্যুবী প্রশাসনের বুনিয়াদ রচিত হয়।

* গাযনাবী খিলাফতের অবসান এবং ঘুরী সালতানাতের উত্থান ঃ

৫৪৩ হি./১১৪৮ সনে আফগানিস্তান, ভারত ও পাকিস্তানে ঘুরী সালতানাতের পতন ঘটে। এ সালতানাতে যিনি সর্ব প্রথম আসীন হন তিনি ছিলেন একজন মুক্তদাস-মুহাম্মাদ ইবন হুসায়ন। তিনি বাহরাম শাহ ইবন গাযনাবীর কন্যাকে বিয়ে করেন এবং গাযনাবী খিলাফতের উত্তরাধিকারী রেখে যেতে সমর্থ হন। ঘুরী সালতানাত ৬১৩ হি./১২১৬ সন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহর (খিলাফতকালে ৫৫৫-৬৬ হি./১১৬০-৭০ সন) রাজত্বে শক্তিধর উযীর ও সভাসদদের অধিপত্য থাকায় রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে খলীফার ভূমিকা পৃথক করা দুরূহ ব্যাপার। সিংহাসনে আরোহণের পর খলীফা বিখ্যাত হাম্বলী উযীর ইবন হুবায়রাকে স্বীয় পদে স্থায়ী করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকায় তাকে উৎখাত করা হয় এবং তার প্রতিপক্ষ তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে (৫১০ হি./১১৬৫ সন)। স্বল্প সময়ের জন্য তার পুত্র ইয়্যুদ্দীনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার পর খলীফা ওয়াসিত-এর নাজির ইবনুল বালাগীকে উযীর নিযুক্ত করেন। এই মনোনয়ন অপ্রিয় হওয়ায় খলীফার রাজত্বে পরবর্তী বছরসমূহ অশান্তির মধ্যে কাটে। খলীফা ও ইবনুল বালাগর হাতে নিজেদের নিরাপত্তাহীনতার আশংকায় আদুদ্দীন ও তাঁর সঙ্গী খলীফার মামলুক কুতবুদ্দীন কায়ময খলীফা ও তাঁর উযীরকে হত্যা করে। উল্লেখ্য যে, আল-মুস্তানজিদকে বলপ্রয়োগ করত হাম্মামখানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর ইনতিকাল না হওয়া পর্যন্ত সেখানে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় (৫৬৬ হি./১১৭০ সন)।[৫]

---

৫. ইঃ বিঃ কোষ, পৃ. ৩৬০, শিরোনাম ঃ আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহর ইনতিকালের (৫৬৬ হি./১১৭০ সন) পর আল মাস্তাদিব আমরিল্লাহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর শাসনামল (৫৬৬-৭৫ হি./১১৭০-৭৯ সন) নয় বছর স্থায়ী হলেও সময়কালটি মোটেও সুখকর ছিল না। এ সময় খলীফা আল-মুস্তানজিদের হত্যাকারীরা নিজেদের মধ্যে ভীষণ কলহ-বিবাদে লিপ্ত হয়। ফলে খলীফা আল-মুস্তাদী আদুদ্দীনকে উযীর পদে বসাতে বাধ্য হন। কিন্তু আমীর কায়মাযের প্ররোচনায় ৫৬৭ হি./১১৭১ সালের পূর্বেই তিনি পদচ্যুত হন। ৫৭০ হি./১১৭৫ সালে কায়মায খাজাকী জহীরুদ্দীন ইবনুল আত্তারকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন কিন্তু তিনি কালীফার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর আমীর কায়মায খলীফার প্রাসাদ অবরোধ করেন। খলীফা জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এদিকে আমীর কায়মাযের বাড়ী লুণ্ঠিত হলে তিনি আত্মগোপন করেন এবং কিছু দিন পর প্রাণত্যাগ করেন। ফলে আদুদ্দীন পুনরায় উযীর পদে বরিত হন। এদিকে খলীফা ৫৭৫ হি./১১৮০ সনে ইনতিকাল করেন।[৬] আন-নাসির লি দীনিল্লাহ (খিলাফতকাল ঃ ৫৭৫-৬২২ হি./১১৭৯-৮০-১২২৫ সন) আব্বাসী খিলাফতের একমাত্র খলীফা যিনি সাম্য নীতি প্রয়োগে সক্ষম হয়েছিলেন। খলীফার ধর্মীয় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সার্বিক ভাবে এই নীতি পরিচালিত হয়েছিল। পূর্বের সালজূক সাম্রাজ্যের পার্থিব ক্ষমতা ধারণের কারণে পতন শুরু হওয়ায় খলীফা এই নীতি গ্রহণে উদ্যোগী হন। যে গোলযোগ সাম্রাজ্যের সর্বশেষ পতন ঘটিয়েছিল, খলীফা তার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পতনোন্মুখ সালজূক সাম্রাজ্যের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী খাওয়রিজমশাহ তাকাশকে সর্বশেষ সালজূক সুলতান ২য় তুগরিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করতে দ্বিধা করেননি। রায়্যিতে সালজূকদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে। সেখানে যুদ্ধরত অবস্থায় তুগরিল নিহত হন।

দুই মিত্র শক্তির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে সালজূক সাম্রাজ্য বিভক্তির চুক্তি আরম্ভ হয়। খলীফা পারস্যের প্রদেশসমূহের সম্প্রসারণের কাজে সুযোগের সদ্ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করেন। অপরদিকে খাওয়ারিজম শাহ ধর্মীয় ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে সমগ্র সালজূকের কর্তৃত্ব গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাকাশ যখন পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধরত তখন খলীফার উযীর ইবনুল কাসসাব খুযিস্তান ও ইরানের একটি প্রদেশ জয় করতে সক্ষম হন (৫৯১ হি./১১৯৫ সন)। তবে তাকাশ প্রত্যাবর্তন করে তার সেনাদলকে সম্পূর্ণ রূপে তাড়িয়ে দেন (৫৯২ হি./১১৯৬ সন)। ফলে খলীফা তাঁর বিজয়াভিযান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

---

৬. ইঃ বিঃ কোষ, শিরোনাম ঃ আল-মুস্তাদী ফি আমরিল্লাহ পৃ. ৩৬০।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে খাওয়ারিজম শাহ খলীফার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ৬১৪ হি./১২১৭ সালে তিনি পারস্য ও ইরাক আক্রমণ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে খলীফাকে ধ্বংস করার জন্য আলিমগণের ফতোয়ার সুযোগ গ্রহণ করেন। উক্ত ফতোওয়ায় তারা খলীফা আন-নাসিরকে খিলাফতের অযোগ্য ঘোষণা করেন এবং তিরমিযের অধিবাসী আলী সমর্থক আলাউল মুলুককে ইমাম নিয়োগ করেন। খলীফা আলোচনার প্রস্তাব দিয়েও ব্যর্থ হন। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে তিনি খলীফার প্রতি আঘাত হানতে পারেননি।

খলীফা আসন্ন পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্য মোঙ্গল শাসক চিঙ্গীষ খানকে খাওয়ারিজম শাহের মুকাবিলায় আহবান জানান। ৬১৬ হি./১২১৯ সনে চিঙ্গীষ খান কর্তৃক খাওয়ারিজম শাহ বাগদাদে অভিযান পরিচালনার সূত্রে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করেন। তিনি মোঙ্গলদের হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে পলায়নকালে কাস্পিয়ান সাগরের একটি দ্বীপে মৃত্যু বরণ করেন (৬১৭ হি./১২২০ সন)। ফলে খলীফা তাঁর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্জন করেন এবং সাময়িকভাবে তার প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পান।

বহু চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক জীবন কাটে। অতঃপর তিনি ৬২২ হি./১২২৫ সালে ৭০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইবনুল আছীর তাকে প্রজাপীড়ক বলে চিত্রিত করেছেন।[৭]

খলীফা আল্লা মুস্তানসির বিল্লাহর (খিলাফতকাল ঃ ৬২৩-৪০ হি./১২২৬-৪২ সন) রাজত্বকালের ঘটনা প্রবাহ খুব একটা স্পষ্ট নয়। কারণ তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থ ইবনুস সাঈ (মৃ. ৬৭৪ হি./১২৭৬ সন) প্রণীত 'ইতিবারুল মুস্তাবসির ফী আখবারিল মুস্তানফির নামের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুপুঙ্খ বিবরণ যা পরবর্তী গ্রন্থকারগণ যেমন ইবন কাছীর (বিদায়া) এবং আল-ইরবিলী (খুলাসাত ২৮৭-৮) উল্লেখ করেন এবং ইবনুল নাজ্জার (৬৪৩ হি./১২৪৫ খ্রি.) প্রণীত বাগদাদের ইতিহাস আয-যাহাবী ও আস-সুয়ূতী এটি হতে ব্যবহার করেন।

ইবন ওয়াসিল উল্লেখ করেন যে, আল-মুস্তানসির এর রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেনাপতি ইকবাল।

তাঁর রাজত্বকালে মোঙ্গল আক্রমণের দরুন অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। খলীফা ছিলেন সামান্য ভূখণ্ডের শাসক। খলীফা ইরবীল অবরোধের জন্য সেনাপতি ইকবাল আশ-শারাবী-এর নেতৃত্বে

---

৭. ইঃ বিঃ কোষ ঃ শিরোনাম ঃ আন-নাসির লি দীনিল্লাহ, পৃ. ৬৬-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ করে। মোদ্দাকথা তাঁর রাজত্বকাল মোটেও শান্তির মধ্যে কাটেনি।[৮]

খলীফা আল-মুস্তাসিম বিল্লাহ পিতার মৃত্যুর পর খলীফা নির্বাচিত হন। কিন্তু মোঙ্গলদের থেকে আসন্ন বিপদ মুকাবিলা করার মেধা কিংবা শক্তি কোনটিই তাঁর ছিল না। তাঁর উপদেষ্টাদের অধিকাংশই ছিল মদ্যপ। ৬৫৩ হি./১২৫৫ সালে মোঙ্গল নেতা খান হুলাগূ দাবি করেন যে, মুসলিম শাসক শ্রেণীকে আলামূতের ইসমাঈলী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু খলীফা এ বিষয়ে কোন গুরুত্বই দেননি। ফলে ৬৫৫ হি./১২৫৭ সালে একটি মোঙ্গল দূত প্রতিনিধি দল আগমন করে এবং দাবি জানায় যে, আল-মুস্তাসিমকে হয় নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করতে হবে এবং আপোষ আলোচনার জন্য সশরীরে হুলাগুর নিকট উপস্থিত হতে হবে অথবা তার পক্ষে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে। খলীফা এসব দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানালে হুলাগু তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেন। অপর বর্ণনা মতে, আল-মুস্তাসিম হুলাগূকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, অপর দিকে হুলাগু খলীফার প্রাচীন নগরী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি খলীফা প্রেরিত অপর একটি দূত দলের সাক্ষাৎ লাভ করেন, যার মাধ্যমে তাকে একটি বাৎসরিক উপঢৌকন প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু এ মিশন ব্যর্থ হয়। ৬৫৬ হি./১২৫৮ সাল নাগাদ মোঙ্গল বাহিনী বাগদাদ নগরীর তোরণদ্বারে এসে উপস্থিত হয়। খলীফা হুলাগূর সাথে আপোষ আলোচনার প্রস্তাব দেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। অতঃপর খলীফাকে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং বাগদাদ নগরী লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্থ হয়। দশ দিন পর হুলাগূ খলীফা ও তাঁর আত্মীয়দের হত্যা করেন। এ ভাবে বাগদাদে আব্বাসী খিলাফতের অবসান ঘটে।[৯]

সামাজিক অবস্থা ঃ

উমায়্যা রাজবংশ আরবীয় গোত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু আব্বাসী যুগে সকল আরব আভিজাত্যের অবসান ঘটে। এই আব্বাসী বংশের মধ্যে আস-সাফ্ফাহ, আল-মাহদী, হারুনুর রশীদ এবং আল-আমীন প্রমুখের বাহুতে আরবী শোনিতধারা প্রবাহমান ছিল। অপরাপর খলীফাগণ অনারবীয় মাতৃগর্ভজাত ছিলেন। এই যুগে আরবগণ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক মিশ্র জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

---

৮. ইঃ বিঃ কোষ ঃ শিরোনাম ঃ আল-মুস্তানসির বিল্লাহ ঃ পৃ. ৩৬৬-৬৮।

৯. ইঃ বিঃ কোষ ঃ শিরোনাম ঃ আল-মুস্তানসিব বিল্লাহ ঃ পৃ. ৪৩০।

Dhaka University Institutional Repository

উমায়্যা যুগের ন্যায় আব্বাসী যুগেও নারীদের উচ্চ মর্যাদা ছিল। তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। খলীফা মাহ্দীর স্ত্রী খাইজুরান, মাহদী তনয়া উলায়্যা, খলীফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী যুবায়দা প্রমুখ নারীগণ রাজকার্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উলায়্যা কর্তৃক সমাজে শির আবরণের পদ্ধতি এবং পরবর্তীকালে পর্দা প্রথা প্রচলিত হওয়ায় নারী স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হয় বলে ঐতিহাসিকগণ দাবি করেন।[১০]

সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে তাদের সাথে সদাচরণ করা হতো। এই যুগে সর্বশ্রেণীর অমুসলিম পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত। এই যুগের লোকেরা মোজা, টুপি, সার্ট, ফতুয়া ও জ্যাকেট পরিধান করত।

প্রথম দিকের আব্বাসী খলীফাগণ ধর্মপরায়ণ ও সুদক্ষ হলেও আমাদের আলোচ্য যুগের খলীফাগণ সামাজিক উৎসবে মদ্যপানের আয়োজন করত। নর্তকীরা নাচ এবং গায়িকারা গান পরিবেশন করে সভাকে প্রাণবন্ত করে রাখত। পলো, হকি, শিকার, কুস্তি, ঘোড়া দৌড়, দাবা খেলা প্রভৃতি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল। খলীফা ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসী জীবন কাটাত।[১১]

ইরাকের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

আব্বাসী যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং জ্ঞানানুশীলন বিশ্বসভ্যতায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। এজন্য ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে 'স্বর্ণযোগ' বলে অভিহিত করেছেন। আব্বাসী খলীফাগণ নতুন দেশ জয় করার অভিপ্রায় ত্যাগ করে জ্ঞানাহোরণে সুদূর প্রসারী অভিযান শুরু করেন। ফলে তারা ধ্বংস ও বিলুপ্ত প্রায় ইরাক, মিসর, পারস্য ও গ্রীসের প্রাচীন সাহিত্য, সভ্যতা ও কৃষ্টিকেই শুধু রক্ষা করেননি বরং নব জীবন দান করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। খলীফাগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, উসূল, আকাঈদ, মানতিক, চিকিৎসা বিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে বহু নতুন আবিষ্কার দ্বারা মুসলিম পণ্ডিতগণ মানবীয় জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করে তোলেন এবং দার্শনিক আলোচনা দ্বারা চিন্তার জগতে

---

১০. পি. কে. হিট্টি ঃ History of the Arabs, পৃ. ৩৩৩।

১১. প্রফেসর মোঃ হাসান আলী ঃ ইসলামের ইতিহাস (আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রকাশনায় ঃ মোঃ আইয়ুব আলী এম. এ. ২/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা), ১সং জানুয়ারি, ১৯৮৬ পৃ. ৫১৭-৫১৮।

Dhaka University Institutional Repository

নতুনত্ব সৃষ্টি করেন। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম পাণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে গেছেন তার উপর ঐতিসাহিকগণ তাদের মন্তব্য দিয়েছেন।[১২]

আব্বাসী যুগে নিযামিয়া, আযামিয়্যা এবং আল-মুস্তানসিরিয়া মাদ্রাসা 'দারুল উলূম' নামে খ্যাত ছিল। রাজধানী শহর ছাড়াও অন্যান্য শহরে দারগাহ বিদ্যমান ছিল।

আব্বাসীয় খলীফা মানসূর, হারুনুর রশীদ এবং আল মামূনের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রীক, সিরীয়া, পারসিক, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনুদিত হওয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। খলীফা মানসূরের নির্দেশে আল-ফাজারী পাক-ভারতের বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্র 'সিদ্ধান্ত' এবং গল্প পুস্তক 'হিতে পদেশ' আরবীতে অনুবাদ করেন। খলীফা হারুনুর রশীদের আমলে ফাযল ইবন নাওবক্ত ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ফরাসীগ্রীক ভাষা হতে জ্যোতি র্বিদ্যা ও অংক শাস্ত্র বিষয়ক বহু অমূল্য গ্রন্থাবলী আরবীতে অনুবাদ করেন। খলীফা আল-মামূন প্রতিষ্ঠিত (২১৫ হি./৮৩০ সন) 'বায়তুল হিকমাহ' জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে[১৩]। খলীফা মামূন ছিলেন মুক্ত বুদ্ধি-বিবেক এবং স্বাধীন চিন্তা-চেতনার ধারক। তিনি শুধু মুতাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের একজন তুখোড় প্রবক্তা[১৪] তার পরবর্তী খলীফা আল-মু'তাসিম এবং আল-ওয়াছিক বিল্লাহ ও মুতাযিলা মতবাদের অনুসারি ছিলেন। এ সকল খলীফার যুগে হাদীছ চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এসময় মু'তাযিলা মতবাদের অনুসারী না হওয়ায় অনেক মুসলিম মনীষী অমানবিক নির্যাতনের শিকার হন। খলীফা মুতাওয়াককিলের সময় (২৩৪ হি./৮৪৯ সন) এ সম্পর্কিত অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায় এবং হাদীছ অনুশীলনের পথ সুগম হয়[১৫] এবং মুহাদ্দিছগণ সামাররা নগরীতে হাদীছ চর্চার আমন্ত্রণ লাভ করেন। এভাবে পুনরায় হাদীছ চর্চা শুরু হয়।[১৬]

---

১২. ঐতিহাসিক সেডিলট (Sadillot) বলেন, 'The vast lilrature Which existed during this period. The maltiforious productions of genius, the precious inventions-all of which attest a marvellous activity of intellect, Justify the opinion that the Arabs were our masters in everything'. 'এই যুগের বিশাল সাহিত্য প্রতিভার বহুমুখী স্ফূরণ ও মূলবান আবিষ্কারসমূহ-এর প্রতিটি অদ্ভূত জ্ঞান-চর্চার স্বাক্ষর বহন করে এবং আরবগণ যে প্রতিটি বিষয়ে আমাদের প্রভূ ছিলেন তা যথাযথভাবে প্রতিপন্ন করে।' (সূত্র ঃ প্রফেসর মোঃ হাসান আলী চৌধুরী ঃ ইসলামের ইতিহাস, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৫২২।)

১৩. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ১ম সং, (ইঃ ফাঃ বাঃ প্রকাশনা, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ সন) পৃ. ২।

১৪. আহমাদ আমীন ঃ দুহাল ইসলাম, ৩ সং, (মাকতাবাতুন-নাহদাহ ওয়াল মিসরিয়্যাহ, কায়রো), পৃ. ১৬; ইবনুল আছীর ঃ আত-তারীখুল কামিল, ৬খ, (দারু সাফির, বৈরূত, ১২৮৪/১৮৭১), পৃ. ৪২৩।

১৫. আহমাদ আমীন ঃ যুহাল ইসলাম, ৩খ., (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৮২।

১৬. সুয়ূতী ঃ তারীখুল খুলাফা, পৃ. ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের আলোচ্য যুগে আব্বাসী খলীফাগণ প্রশাসনিক, নৈতিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত অদক্ষতার পরিচয় দিলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অবদান খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এ পর্যায়ে আমরা ইবনুল আছীর-এর সময়ে ইরাকের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

খলীফা আল-মুক্তাফী লি আমিরল্লাহ ইরাকের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। একজন সুবিচারক, শিক্ষানুরাগী, প্রজানুরঞ্জক এবং বীর পুরুষ হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তাঁর সময়ে খ্যাতিমান মনীষী আবুল কাসিম ইসফাহানী, আল্লামা যামাখশারী, কাযী ইয়াদ মালিকী, আল-মিশাল ওয়ান নিহান প্রণেতা শাহ্‌রাস্তানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খলীফা আল-মুস্তানজিদের আমলে হাম্বালী মাযহাবের অব্যাহত বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র)-এর প্রতি খলীফা সম্মান প্রদর্শন করতেন বলে ইবনুল জাওযী তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রতি রজব মাসে খলীফা একটি বার্ষিক আনন্দ উৎসবের আয়োজন করতেন এবং সেখানে ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সূফীদের আমন্ত্রণ জানানো হতো। খলীফা একজন কবি ও জ্যোতির্বিদ হিসেবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তুদেলা'র বেনজামিন তার বিদ্বজ্জনোচিত খ্যাতির সমর্থন করেন। তিনি ১১৬০-এর দশপে বাগদাদ পরিদর্শন করেন এবং পাণ্ডিত্য ও য়াহূদীদের প্রতি সহিষ্ণুতার জন্য আল-মুস্তানজিদের প্রশংসা করেন।[১৭] তাঁর সময়ের খ্যাতিমান মনীষীদের মধ্যে শায়খ আবদুল কাদির জীলানী, আনসাব প্রণেতা সাম'আনী এবং শায়খ আবুন নাজীব সুহরাওয়ার্দী (র) ছিলেন অন্যতম।[১৮] এ সময়ের খ্যাতিমান মনীষীদের মধ্যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবন আসাকির, আবুল 'আলা হামদানী ও ইবন খাশ্‌শাব-এর নাম ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৯] খলীফা আন-নাসির লি দীনিল্লাহ ধর্মীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামের অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। ইমামী শী'আ উপদলের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বলে জানা যায়। তিনি দরবারে কেবল আলী পন্থীদের আমন্ত্রণ জানাতেন।[২০] এ সময়ের মনীষীদের মধ্যে শায়খ জালালুদ্দীন আল-আম্বারী, আবদুল হক ইশবীলী আবুল কাসিম নাজ্জারী হানাফী, ফখরুদ্দীন ফারদী, হিদায়া প্রণেতা ইমাম মারগীনানী, ইমাম কাযী খান, ইবনুল জাওযী, শায়খ আবদুল গণী মুকাদ্দিসী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইবনুল আছীর অন্যতম।[২১]

---

১৭. ইঃ বিঃ কোষ ঃ শিরোনাম-আল মুস্তানজিদ বিল্লাহ, পৃ. ৩১৬।
১৮. মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান ঃ তারীখে ইসলাম, ২খ. পৃ. ১৮৮।
১৯. মুফতী আমীমুল ইহসান ঃ তারীখে ইসলাম, ২খ. পৃ. ১৯০।
২০. ইঃ বিঃ কোষ ঃ (প্রাগুক্ত), শিরোনাম ঃ আন-নাসির লি দীনিল্লাহ, পৃ. ৬৬।
২১. মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান ঃ তারীখে ইসলাম, ২খ. পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা আল-মুস্তানসির বিল্লাহ তাঁর পিতামহ আন-নাসির-এর ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন অসাধারণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বাগদাদে মুস্তানসিরিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন উৎসে অট্টালিকা ও এই সৌধের অভিষেক উৎসবের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে হাওয়াদিছ আল-জামি'আ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খলীফার নির্দেশক্রমে ৬২৫ হি./১২২৭ সনে মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। ৬৩১/৭ এপ্রিল ১২৩৪ সনে সরকারীভাবে মুস্তানসিরিয়া উদ্বোধন হয়। অন্যতম ঈওয়ান-এর কেন্দ্র স্থলের ভবন শীর্ষক হতে খলীফা এর কার্যকলাপ অবলোকন করেন।[২২]

মুস্তানসিরিয়া চারটি মাযহাবের গৃহ সংস্থান করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের একজন নেতৃস্থানীয় আলিম প্রতিনিধিত্ব করেন। ইবন বাততূতার বিবরণ অনুসারে প্রতিটি মাযহাবের নিজস্ব ভবন ছিল। সৌধটিতে একটি দারুল হাদীছ, একটি দারুল কুরআন, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল, হাম্মামখানা ও রন্ধনশালা অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুস্তানসিরিয়া গ্রন্থাগারটি গড়ে তুলতে স্বয়ং খলীফা জড়িত ছিলেন। খলীফা গ্রন্থাগারে ফিক্‌হ ও বিজ্ঞানের মূল্যবান গ্রন্থ দান করেন। আল-মুস্তানসিরের আমন্ত্রণে নিঃসন্দেহে একই নগরের ৫ম/১১শ শতাব্দীর নিযামিয়া মাদ্রাসার খ্যাতি নিষ্প্রভ করার উদ্দেশ্যে মুস্তানসিরিয়াতে কাজ করার জন্য মর্যাদাবান বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গকে আনয়ন করা হয়। তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইবনুস সাঈ (মৃ. ৬৭৪ হি./১২৭৫ সন) যিনি কিছু দিন গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করেন।[২৩] ইবনুন নাজ্জার নামে একজন খ্যাতিমান মনীষী তথায় প্রধান শাফিঈ প্রফেসর ছিলেন।[২৪]

মুস্তানসিরিয়া একজন খলীফা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম মাদ্রাসা। এটি সার্বজনীন সুন্নী মাদ্রাসা। একাধিক মাযহাবের জন্য পরিকল্পিত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ইতঃপূর্বেকার বিদ্যমান রীতির উপর একটি সাহসী পদক্ষেপ এবং চার মাযহাবের সকল প্রয়োজন মিটাতে আরো চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সকল মাযহাবের প্রতি তিনি সহনশীল ছিলেন বলে ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেন। তিনি শী'আদের সমাধি সৌধ পরিদর্শন করেন। অধিকন্তু আন-নাসির-এর পুনরুজ্জীবিত খিলাফতের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন শিহাবুদ্দীন উমার আস-সুহরাওয়ার্দী (মৃ. ৬৩২ হি./১২৩৪ সন)। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বাগদাদের প্রখ্যাত সূফী হিসেবে আল-মুস্তানসিরের শিক্ষায় তার প্রভাব ছিল এবং খলীফা থাকাকলীনও এ প্রভাব অব্যাহত ছিল।

---

২২. ইবন কাছীর ঃ বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (প্রাগুক্ত), ১৩খ., পৃ. ১৪৯।
২৩. ইবনুল ইমাদ ঃ শাযারাত, (প্রাগুক্ত), ৫খ., পৃ. ৩৪৩।
২৪. আল-কুতুবী ঃ ফাওয়াতুল ওয়ফায়াত, ২খ., পৃ. ৫২২।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা-মুক্তাফী প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের জামিউল কাসর আল-মুস্তানসির পুনরুদ্ধার করেন এবং নামাযের পর শিক্ষার্থীরা যাতে বসে আলাপ-আলোচনা করতে পারে তজ্জন্য তিনি কতিপয় বেঞ্চ স্থাপন করেন। তিনি একজন বিদ্যানুরাগী হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি প্রচুর দান-খয়রাত করতেন।[২৫]

তাঁর সময়ের খ্যাতিমান মনীষীদের অন্যতম হলেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী, শায়খে আকবর মুহয়্যিদ্দীন, আবুল কাসিম রাফিঈ, য়াকূত হামাভী, আল্লামা সুকাকী (سکاکی) আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান, উসদুল গাবাহ প্রণেতা ইবনুল আছীর আল-আমাদী আল-উসূবী(الامدی الاصوبی) আমর ইবনুল ফারিদ, আবুল আব্বাস উরফী, আবুল খাত্তাব ইবন দাহইয়া, খাজা আরেফ রিওগিরী (ریوگری) ।[২৬]

বিভিন্ন বিষয়ে আব্বাসী খলীফাদের অবদান ঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞান ঃ আব্বাসী যুগে মুসলমানগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। চিকিৎসাবিদগণের মধ্যে আলী আত-তাবারী, আল-রাজী এবং ইবন সীনার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। আলী আত-তাবারী নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চিকিৎসা শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তিনি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। আল-রাজী বাগদাদ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি গ্রীক, পারসিক এবং ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হুনায়ন ইবন ইসহাকের শিষ্য ছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে ইবন সীনা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত 'আল-কানূন' গ্রন্থটিকে "চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল" বলা হতো। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার গ্রন্থখানা ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন হলে আজও আল-রাজী ও ইবন সীনার প্রতিমূর্তি বিদ্যমান আছে।

দর্শন শাস্ত্র ঃ আব্বাসী যুগে আরবগণ দর্শন ও অধিবিদ্যা চর্চা করতেন। আল-কিন্দী, আল-ফারাবী, আল-গাযালী ও ইবন সীনা দার্শনিকগণের দিকপাল ছিলেন। আল-কিন্দী (৮১৩-৭৪ খ্রি.) মুসলিম দর্শনের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সামঞ্জস্য বিধান করেন। তিনি একাধারে রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ ও চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ২৬৫ খানা গ্রন্থের রচয়িতা। আল-ফারাবী ৭০টি ভাষা জানতেন। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা শতাধিক। ইউরোপীয়রা ফারাবীকে 'প্রাচ্যের এরিষ্টটল' বলে উপাধি দেয়। ইমাম গাযালী (র) 'কিমিয়ায়ে

---

২৫. ইঃ বিঃ কোষ ঃ (ইঃ ফাঃ বাঃ প্রকাশনা), শিরোনাম, আল-মুস্তানসির বিল্লাহ, পৃ. ৩৬৬-৬৮।

২৬. মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান ঃ তারীখে ইসলাম, ২খ. পৃ. ২০০।

Dhaka University Institutional Repository

সাআদাত' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইবন সীনা (র) ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কবি, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, জ্যামিতিক, ভাষাবিদ ও সঙ্গীতজ্ঞ। শ্রেষ্ঠ পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবেও তিনি অনন্য।

আরবী ও ফারসী সাহিত্য ঃ এ যুগে আরবী ও ফারসী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আরবী সাহিত্যে আবুল ফারাজ, ইবন খাল্লিকান, আবূ নাওয়াস, উতবী ও আবূ তামাম শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। পারসিক কবিদের মধ্যে ফিরাওসী, আনওয়ারী, ফরীদুদ্দীন আত্তার, জালালুদ্দীন ও আল-মুতানাব্বী ছিলেন বিখ্যাত। উইসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু ও আলিফ-লায়লা এ যুগেই রচিত হয়েছিল।

রসায়ন শাস্ত্র ঃ এযুগে রসায়ন শাস্ত্রেও অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন মুসলিম মনীষীবৃন্দ। ঐতিহাসিক Humbolt বলেন, 'আধূনিক রসায়ন শাস্ত্র মুসলমানদেরই আবিস্কার বলা যায় এবং এদিক থেকে তাঁদের কৃতিত্ব অদ্বিতীয়।' আল-রাজী, জাবির ইবন হায়্যান ও ইবন সীনা রসায়ন শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। জাবির ইবন হায়্যান কেবল রসায়নের উপর পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁকে 'Father of modern physics' বলা হয়।

গণিত শাস্ত্র ঃ গণিত শাস্ত্রে আরবদের অবদান অতুলনীয়। প্রখ্যাত গণিতবিদ আল-জাবির এবং আল-খাওয়ারিজমী আর্কিমিডিস ও টলেমীর সূত্রাবলীয় অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দান করেন এবং অংকের বহু মৌলিক দিক আবিস্কার করেন। আল-জাবির-এর নামানুসারে 'এ্যালজাবরা' নামকরণ হয়েছে। আল-খাওয়ারিজমী প্রণীত কিতাবুল জাবার ওয়াল মুকাবালা ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হওয়ায় ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য পুস্তক ছিল। এ ছাড়াও আল-বিরুনী ও উমার খৈয়াম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ছিলেন।

ইতিহাস ঃ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আব্বাসী যুগ নবযুগের সূচনা করেছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটসের পর সম্ভবত আরবরাই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বালাযূরীর 'ফতূহুল বুলদান' তাবারীর 'আখবারুর রাসূল ওয়াল মুলুক' ও ইবনুল আছীরের 'আল-কামিল' এবং মাসঊদির 'সুরুজুয-যাহাব' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক মাসঊদী তাঁর প্রতিভার জন্য 'প্রাচ্যের হিরোডোটাস' খিতাবে ভূষিত হন। এ যুগের অপরাপর ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ইবন ইসহাক, উতবী হামাদানী, ওয়াকিদী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ভূগোল শাস্ত্র ঃ হজ্জ যাত্রা, নৌ-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন কারণে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার প্রয়োজনেই মুসলমানদের ভূগোল শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। তারা সর্বপ্রথম দিগ দর্শন ও দূরবীণ যন্ত্রের আবিষ্কার করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। আল-খাওয়ারিজমী একশজন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় পৃথিবীর একটি মানচিত্র অংকন করেন। শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ইয়াকূবী 'কিতাবুল বুলদান' প্রণয়ন করে 'মুসলিম ভূগোলের জনক' উপাধিতে বিভূষিত হন। এই যুগের অপর তিন জন ভূগোলবিদ হলেন, য়াকূত, আল-ইদরীসী ও যাকারিয়্যা।

এই যুগে পুরুষের সাথে নারীরাও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতা করতেন। বিশেষত সঙ্গীতে তারা অপ্রত্যাশিত সফলতা অর্জন করেন। রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাঁদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

মোদ্দাকথা, এ ভাবে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করে এ যুগের মুসলমানগণ সমগ্র বিশ্বকে মুখরিত ও সঞ্জীবিত করে তুলে হতবাক করে দিয়েছিলেন।[২৭]

---

২৭. প্রফেসর মোঃ হাসান আলী চৌধুরী ঃ ইসলামের ইতিহাস। আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রকাশনায় ঃ মোঃ আইয়ুব আলী এম. এ. ২/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০৯), ১সং. জানুয়ারি, ১৯৮৬, পৃ. ৫২১-৫২৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবনুল আছীর আল-মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর জীবনী

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল কারীম ইবন আবদুল ওয়াহিদ আশ-শায়বানী আল-জাযারী আল-মাওসিলী ছিলেন একাধারে তদানীন্তন আরব জাহানের খ্যাতিমান হাদীছ বিশারদ, আনইজ্ঞ, বৈয়াকরণ, কুরআন মাজীদের ভাষ্যকার, প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও শ্রেষ্ঠ আলিম। 'ইবনুল আছীর' নামে তাঁরা তিন ভাই বিশ্বে সমধিক পরিচিত। অধ্যাপনা, গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আরব মুসলমানদের মধ্যমণি। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আল-ইনসাফ ফিল জামিঈ' বায়নাল কাশফ ওয়াল কাশশাফ, জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল ও আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার' অন্যতম। এ গ্রন্থসমূহ তদানীন্তন সময়ে যেমন মহাআলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আজও এর আবেদন সার্বজনীন। আরব জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার এবং আল্লহার দীনের উৎকর্ষ বিধানের ক্ষেত্রে এবং মানসিক বিপ্লব সাধনে তিনি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

'ইবনুল আছীর' নামে পরিচিত তিন সহোদর ইরাকের 'জাযীরা ইবন উমার' নামক স্থানের অধিবাসী। তাঁরা আরব বিশ্বের সর্বাধিক সমাদৃত পণ্ডিত এবং গ্রন্থকারদের পথিকৃৎ। এ অংশে আমরা তিন সহোদর-এর মধ্যে বড় ভাই 'আল্লামা ইবনুল আছীর–আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর জীবন ও কর্ম বিষয়ে আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

ইবনুল আছীর[১]-এর পূর্ণ নাম আল-মুবারক ইবন আবুল কারাম মুহাম্মাদ[২] ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল কারীম ইবন আবদুল ওয়াহিদ আশ-শায়বানী[৩] আল-জাযারী[৪] আল-মাওসিলী[৫] আশ-শাফিঈ[৬]। তাঁর

---

১. ইবনুল আছীর ঃ বিশ্ব ইতহাসে ইরাকের জাযীরা ইবন উমার-এর তিন ভ্রাতা যতাক্রমে মাজদুদ্দীন আবুস সা'আদাতা আল-মুবারক ইবন মুহাম্মাদ, ইয্যুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ও যিয়াউদ্দীন আবুল ফাত নাসরুল্লাহ ইবনুল আছীর নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই তিন ভাই ছাড়া আরো কয়েকজন গ্রন্থকার ইবুনল আছীর নামে খ্যাতি অর্জন করেন। যথা ঃ ইমাদুদ্দীন (আলী কাযী) ইসমাঈল ইবন তাজুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন আহমাদ ইবনুল আছীর আল-হালাবী আশ-শাফিঈ (র) (মৃ. ৬৯৬ হি./১২৯৬ খ্রি.)। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম জানা যায়। যথা 'ইবরাতু উলিল আবসার ফী মুলূকিল আমসার (এ গ্রন্থে তিনি খিলাফত ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

চমৎকার তথ্য পরিবেশেনকরেন), শারহু কাসীদা ইবন আবদূন এবং আহকামুল আহকাম শারহু উমদাতিল হাকিম অন্যতম। অপর বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন, ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল (মৃ. ৬৯৯ হি.১২৯৯ খ্রি.)।

(সারকীস ঃ মু'জামুল মাতবূ'আত, ১খ, পৃ. ৩৮, আস-সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা, ৫খ, পৃ. ১৫৩; যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফফায, ৪খ, পৃ. ১৯১)।

মু'জামুল মাতবূ'আত প্রণেতা সারকীস আল্লামা ইবনুল আছীর (র) এর পিতার নামের পূর্বে 'আবুল কারাম' শব্দদ্বয় অতিরিক্ত যোগ করেছেন। (মু'জামুল মাতবূ'আত ১খ. পৃ. ৩৪)।

তবে আমাদের মতে, আল্লামা ইবনুল আছীর (র) এর পিতার নামের পূর্বে 'আবুল কারাম' ব্যতীত বর্ণনাগুলো অধিক বিশুদ্ধ। কারণ 'আবুল কারাম' শব্দদ্বয় কেবল একজন বিশেষজ্ঞের বর্ণনায় পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে 'আবুল কারাম' শব্দদ্বয় ব্যতীত বর্ণনা একাধিক সূত্রে পাওয়া যায়।

২. আরব জাহানের অন্যতম ভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব ইবনুল আছীর ভ্রাতৃত্রয়ের পিতা মুহাম্মাদ (র) এর জীবন-কর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তিনি তাঁর সময়ের একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন, কেবল এতটুকু তথ্যই পাওয়া যায়।

৩. আশ-শায়বানী ঃ 'শায়বান' একটি বিখ্যাত গোত্র। যেমন, বাক্র ইবন ওয়াইল গোত্র। তিনি হচ্ছেন শায়বান ইবন যাহল ইবন ছা'লাবা ইবন উক্কাবা ইবন সা'ব ইবন আলী ইবন বাক্র ইবন ওয়াইল ইবন কাসিত ইবন হানব ইবন আফসা ইবন দামা 'ইবন জুদায়লা ইবন আসাদ ইবন রবী'আ ইবন নাযার ইবন সা'দ ইবন 'আদনান। আল্লামা ইবনুল আছীর (র) কে এ বিখ্যাত গোত্রের দিকে সম্বোধন করে 'আশ-শায়বানী' বলা হয়।

বনু তামীম ইবন শায়বান বসরীর ভাই হলেন আল-আখদার ইবন আজলান আশ-শায়বানী। তিনি আবূ বাক্র হানাফী থেকে, তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি উবায়দুল্লাহর চাচা ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান বসরী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান আল-বিস্তী তদীয় 'কিতাবুছ ছিকাত' -এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন।

ইসলামী জ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে আশ-শায়বানী নামে কয়েকজন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন আলী ইবন মাখলাদ ইবন শায়বান আন-নীশাপূরী আল-মাখলাদী আশ-শায়বানী অন্যতম। তাঁকে তাঁর উর্ধ্বতন পিতামহের দিকে সম্বোধন করে শায়বানী বলা হয়।

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন ফারকাদ বাণু শায়বানের মাওলা। তিনি ১৩২ হি./৭৪৯-৫০খ্রি. ওয়াসিত-এ জন্ম গ্রহণ করেন এবং কূফা নগরীতে প্রতিপালিত হন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং আইন সম্বন্ধীয় যুক্তি তর্কে মূলনীতি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মিস'আর ইবন কিদাম, সুফিয়ান আছ-ছাওরী (মৃ. ১৬১ হি.৭৭৭ খ্রি.), উমার ইবন যার, মালিক ইবন মিগওয়াল, মালিক ইবন আনাস আবূ 'আমর আল-আওযায়ী (মৃ. ১৫৭ হি./৭৭৩ খ্রি.), জাম'আ ইবন সালিহ, বুকায়র ইবন 'আমর থেকে হাদীছ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ, আবূ সুলায়মান মূসা ইবন সুলায়মান আল-জুরজানী, হিশাম ইবন উবায়দুল্লাহ আর-রাযী, আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইবন সালাম, ইসমাঈল ইবন তাওবা, আলী ইবন মুসলিম আত-তূসী, আবূ হাফস আল-কাবীর, খালাফ ইবন আয়্যুব (র) অন্যতম। ফিক্হ শাস্ত্রের উপর শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে তিনি প্রধানত ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর নিকট ঋণী। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি প্রধানত ইমাম আবূ ইউসুফ (র) কে ছাড়িয়ে যেতে থাকেন। ফতে ইমাম আবূ ইউসুফ তাঁর জন্য সিরিয়ার বা বিচারপতির একটি পদ প্রদানের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু শায়বানী উক্তপদ প্রত্যাখ্যান করেন।

খলীফা হারূনুর রশীদ ১৮০ হি./৭৯৬ খ্রি. আর-রাক্কাকে রাজধানীতে পরিণত করে উক্ত সনেই তিনি শায়বানীকে আর-রাক্কার কাযী নিযুক্ত করেছিলেন (তাবারী, ৩খ. পৃ. ৬৪৫)।

খারেজীদের এক বিরাট জনগোষ্ঠী শায়বানী নামে পাওয়া যায়। যেমন, শায়বান ইবন সালামা আল-খারেজী, আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উকবা ইবন হুমাম ইবনুল ওয়ালীদ ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল হিমারিস ইবন সালামা ইবন সামীর ইবন আসাদ ইবন হুমাম ইবন মুররা ইবন যাহল ইবন শায়বান ইবন যাহ্ল আশ-শায়বানী আল-কূফী, আবু 'আমর আশ-শায়বানী'।

ইবনুল আছীর বলেন, শায়বানী শব্দটি শায়বান ইবনুল আতিক ইবন মু'আবিয়ার দিকে সম্বোধিত। ইনি কিন্দা গোত্রভুক্ত। অন্যান্যরা হলেন, আল-হারিছ ইবন সাঈদ ইবন কায়স ইবনুল হারিছ ইবন শায়বান আল-কিন্দীয়

Dhaka University Institutional Repository

আশ-শায়বানী। এ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা)-এর নিকট এসেছিলেন। তারা হলেন শায়বান ইবন মুহরিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবনুন নাদর ইবন কিনানা। অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আদ-দাহ্হাক ইবন কায়স ইবন খালিদুল আকবার ইবন ওয়াহব ইবন ছা'লাবা ইবন ওয়ায়িলা ইবন আমর ইবন শায়বান আল-ফিহরী আশ-শায়বানী, হাবীব ইবন মাসলামা ইবন মালিকুল আকবার অন্যতম।
(আস সারাখসীর শারহু সিয়ারিল কাবীর-এর ভূমিকা ; আল-কারদাবী মানাকিবুল ইমামিল আযম, (হায়দরাবাদ, ১৩২১ হি./১৯০৩ খ্রি.) ২খ. পৃ. ১৪৬-৬৭)
আস-সাম'আনী (পূর্ণনাম আবূ সা'দ আবদুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন মানসূর আত-তামীমী আস-সাম'আনী), তবে তিনি আস-সাম'আনী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। (আল-আনসাব লিস-সাম'আনী, দারুল জিনান, বৈরূত, প্রথম প্রকাশ ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.) ৩খ., পৃ. ৪৮৩-৮৬।
আল-জাযারী ঃ 'আল-জাযারী' শব্দটি আল-জাযীরাহ-এর দিকে সম্পর্কিত। একে 'জাযীরা ইবন উমার' বলা হয়। এখানে আল-মাওসিল সানজার, হাররান (حران) এবং রিক্কাসহ অনেক বিশাল বিশাল এলাকা অবস্থিত। আল-জাযীরাহ দাজলা (তাইগ্রীস) ও ফুরাত (ইউফ্রেটিস) এর মধ্যস্থানে অবস্থিত বিধায় একে আল-জাযিরাহ (দ্বীপ) বলা হয়। আল-জাযারী নামে আরো কয়েজন খ্যাতিমান মনীষীর নাম জানা যায়। যেমন, আবূ সাঈদ মূসা ইবন আ'যূন আল-জাযারী, আবদুল কারীম আল-জাযারী, আবূ আলী সালিহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাবীব ইবন হাস্‌সান ইবনুল মুনযির আল-আসাদী আল-বাগদাদী আল-জাযারী, আবুল ফাদ্‌ল মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আত্‌তাফ আল-হামদানী আল-জাযারী (র) অন্যতম (সাম'আনী ঃ আল-আনসাব, ২খ., পৃ. ৫৫-৫৬)।

তুর্কী ভাষায় Cezire-i-Ibn Omar অথবা Cizre হচ্ছে জাযীরাহ ইবন উমার। বর্তমান তুরস্ক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী সীমান্ত শহর। কথিত আছে যে, এটি আল হাসান ইবন উমার ইবনিল খাত্তাব আত্-তাগলিবী (মৃ. আনু. ২৫০ হি./৮৬৫ খ্রি.) কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং তাঁর নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়। এর নির্মাতা রূপে আহলে বারকাঈদ-আবদুল আযীয ইবন উমার-এর নাম উল্লেখ করা হয়। (ইবনুল আছীর ঃ আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার, ১খ., পৃ. ৯১)। আর্দাশীর বাবাকানকে ও এর নির্মাতা রূপে উল্লেখ করা হয়। এই শরটিকে প্রাচীন বাযাবদা-এর সাথে একই সূত্র গাঁথা বলা হয়েছে যে স্থানে মহাবীর আলেকজাণ্ডার তাইগ্রীস নদী অতিক্রম করেন। পরবর্তীকালে এটি ছিল রোমক অভিযানের অগ্রবর্তী স্থানসমূহের অন্যতম। এটি দিয়ার রবী'আর (দ্র. ৩৭.১৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৪২.৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) ৪০০ মিটার উচ্চতায় এবং মাউন্ট জুদী (দ্র.) এর পশ্চিমে বোহতান-সু এর সঙ্গম স্থলের ১২৫ কিলোমিটার নিম্ন দিকে অবস্থিত, জাযীরা ইবন উমার দাজলা (তাইগ্রীস)-এর তীরে এমন স্থানে অবস্থিত যে স্থানটির দূরত্ব ফুরাত নদী (ইউফ্রেটিস) হতে সর্বাধিক। Taures গিরিখাত হতে উদ্ভূত হয়ে দাজলার পর জাযীরার উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করে। এ অঞ্চলটি সমতল হওয়ায় নদীটি এখানে ধীর গতি সম্পন্ন। নগরটি নির্মিত হয়েছিল নদীর একটি বাঁকে এবং এই বাঁকের দুই প্রান্ত সংকীর্ণতম স্থানে একটি খাল দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। কথিত আছে যে, আল-হাসান ইবন উমার এ খালটি খনন করেন। এর ফলে নগরটির অবস্থান একটি দ্বীপে পরিণত হয়ে জাযীরা (দ্বীপ) নাম প্রাপ্ত হয়। স্রোতের বেগে খালটি দাজলার প্রধান খাতে পরিণত হয় এবং নগর বেষ্টনকারী নদীর পূর্বতন ধারা কালক্রমে শুকিয়ে যায়। শহরটিতে একটি সেতু ছিল এবং এটি ছিল একটি নৌবন্দর। এ স্থান থেকেই দাজলা নদীটি নাব্য ছিল এবং মাওসিল অভিমুখে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। স্বচ্ছ পানি সরবরাহের ফলে সৃষ্ট ফলের বাগান দ্রাক্ষাকুঞ্জ সমৃদ্ধ অঞ্চলের নদী বন্দর হিসেবে জাযীরা ইবন উমার ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র।

অতীত গৌরবের সাক্ষী স্মৃতিসৌধমণ্ডিত এ শহরের জনসংখ্যা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হ্রাস পেতে থাকে। মুসলিম কুর্দ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান সমন্বয়ে এর জনসংখ্যা ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ৯৫৬০ হতে ১৯৪০ সনে ৫৫৭৫ এসে দাঁড়ায়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে-এর জনসংখ্যা ছিল ৬৪৭৩। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে শহরটিতে মাটির ইঁটের তৈরী বিশাল বিশাল প্রাচীর ছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে শহরটিতে ১০টি হাসপাতাল, ১০টি হাম্মাম, আটটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও অটুট ছিল, ত্রিশটি সাবীল পথিকদের জন্য পানীয় সরবরাহের স্থান) এবং উনিশটি মসজিদ ছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ধর্মীয় ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এ শহরের সক্রিয় ভূমিকার দৃষ্টান্ত মিলে চারটি শাফিঈ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এ ছাড়াও শহর প্রাচীরের বাইরে ছিল সূফীগণের দুটি খানকাহ। প্রধান মসজিদ ব্যতীত পরবর্তী শতাব্দীতে আমীর বদরুদ্দীন লূলূ অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে Cuinet-এর

Dhaka University Institutional Repository

মতে কর্মচঞ্চল বাণিজ্যিক কেন্দ্রটিতে অবশিষ্ট ছিল ৫টি সরাইখানা, ১টি খিলানযুক্ত বাজার, ১০৬টি ছোট দোকান এবং ১০টি কফিখানা এবং কয়েকটি খ্রিষ্টান গির্জার অবস্থিতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জাযীরা ইবন উমার-এর সামান্য নিচে একটি সুন্দর সেতুর ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান। এর ৮ মিটার দীর্ঘ একটি খিলান এখনও দণ্ডায়মান। আরতুফিদ আমলের কীর্তি হিস্ন কায়ফা সেতুর ন্যায় এ সেতুটির স্তম্ভে রাশি চক্রের চিহ্নাবলী খোদাই করা আছে। নদীর উজানে বাতমান সূতে মারদীনের আমীর তিমরতাশ নির্মিত অপর একটি সেতু বর্তমান।

দীর্ঘ দিন যাবত কুর্দ আমীরগণের কর্তৃত্বাধীনে জাযীরা ইবন উমার মধ্যযুগে কিছুটা গুরুত্বের অধিকারী ছিল। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে এটি ছিল মাওসিলের অধীনস্ত একটি এলাকা। মালিক শাহ-এর প্রাক্তন মামলূক শামুদ দাওলা জাকারমিশ ৪৯৫ হি./১১০২ সনে এর গভর্নর থাকার পর ৫ হি//১১শ শতাব্দীতে তা মারওয়ানীগণের অধিকারে চলে যায়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাবীতে তা ছিল যাংগীগণের অধীন এবং তাঁরা ৫৪১ হি./১১৪৬ সনে ইযযুদ্দীন আবূ বাক্‌র আদ-দুবায়সীকে গভর্নর রূপে নিয়োগ করেন। ৫৫৩ হি./১১৫৮ সনে বাশনাবী কুর্দগণের অধিকারভুক্ত এ অঞ্চলটি কুতবুদ্দীন মাওদূদ ইবন যাংগী অধিকার করে নেন। ৬ষ্ঠ এবং ৭ম হি./১২শ এবং ১৩শ শতাব্দীতের দুটি পরিবার এ শহরের গৌরব বৃদ্ধি করে। (সামআনী ঃ আল-আনসাব, ২খ., পৃ. ৫৫-৫৬; য়াকুত ঃ মুজামুল বুলদান ২খ., পৃ. ১৩৮)।

৫. আল-মাওসিলী ঃ শহরটির নাম মাওসিল। সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় মাওসিলী ব্যবহৃত হয়েছে। মাওসীল জাযীরা ইবন উমারের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এটি দাজলা (তাইগ্রীস) ও ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। কারো কারো মতে, মাওসিল টাইগ্রিসের পশ্চিম তীরে এবং পশ্চিম নিনেভহ-এর বিপরীতে অবস্থিত উত্তর ইরাকের একটি শহর। ইসলামের প্রাথমকি যুগে আল-জাযীরা প্রদেশের পূর্বাংশ গঠনকারী দিয়ার রাবী'আর রাজধানী এবং ইরাক প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। এ স্থানে বিশ্ববরেণ্য বেশ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির জন্ম হয়। আবূ যাকারিয়া য়াযীদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াস আল-আযাদী আল-মাওসিলী (র) তাঁদের অন্যতম। কারো কারো মতে, দাজলা ও ফুরাতের মধ্যভাকে অবস্থিত বিধায় এ শহরটির নামকরণ হয় মাওসিল। মাওসিলের অধিবাসী না হওয়া সত্ত্বেও কিছু লোককে মাওসিলের দিকে সম্বোধন করে মাওসিলী বলা হয়। আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন মাহান ইবন বাহমান মাওসিলী এঁদের অন্যতম।

আল-মাওসিল শহরটি তাইগ্রিসের নিকটবর্তী শুকনো তৃণাবৃত ও নিস্পাদপ পশ্চিম মালভূমি যা নদীটির পলল সমভূমি হতে অভিক্ষিপ্ত, তার পার্শ্বস্থ শাখায় অবস্থিত। এর দেওয়ালের পাশেই পাথর, শেলেট পাথর প্রভৃতির খনি অবস্থিত যা হতে দালান ও পাকা বাড়ী নির্মাণ ও আস্তর সামগ্রী পাওয়া যেত। আয়তনে প্রায় ৩ বর্গ কি. মি. এবং ইতঃমধ্যে উল্লিখিত প্রাচীর ও তাইগ্রিস পরিবেষ্টিত শহরটির অবস্থান ক্রমশ নগর দুর্গ হতে দক্ষিণ দিকে ঢালু হয়ে গেছে। দক্ষিণ-পূর্বে মধ্যযুগের ন্যায় গাছাপালা বেষ্টিত উপশরটি বিস্তৃত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বস্থ যে স্থানে প্রাচীরটি নদী পর্যন্ত পৌছেছে তার একটু উপরে নৌকা সেতুর বাঁধানো ঘাট (Bridge of Boats), তবে প্রাচীন কালে শহরটির অস্তিত্ব ছিল কি-না তা জানা যায় না।

মুসলিম ঐতিহাসিকগণ একে প্রাচীনকালের একটি শহর বলে উল্লেখ করেন। রিওয়ানদ ইবন বেওয়ারসপ (Rewand Bewarasp) আজদাহাক এটি প্রতিষ্ঠিত করেন বলে কথিত আছে। অপর একটি বর্ণনা মতে, এর পূর্বেকার নাম ছিল 'খাওলান'। আল-মাওসিলের পারসিক প্রাদেশিক শাসকের উপাধি ছিল বূর্যআরদাশীরান শাহ। সবশেষে বারবাহলুল বলেন, এক প্রাচীন পারস্য রাজা একে বিহ-হোরমিয-কাওয়ায নাম প্রদান করেন। আছুর বিশপ এলাকার প্রধান নগরী হিসেবে আল-মাওসিল নিনেভহ-এর স্থান দখল করে।

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর শাসনামলে উতবা ইবন ফারকাদ (রা) কর্তৃক নিনেভহ দখল (২০ হি./৬৪১ খ্রি.) করার পর আরবগণ তাইগ্রিস অতিক্রম করেন, যার ফলে পশ্চিম তীরের নগর দুর্গের সেনাগণ জিয়্যা কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে আত্মসমর্পণ করে এবং যেখানে খুশী গমনের অনুমতি লাভ করে। একই খলীফার আমলে উতবা আল-মাওসিলের সেনাপ্রধানের পদ হতে পদচ্যুত হন এবং হারছামা ইবন আরফাজা আল-বারিকী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আল-মাওসিলকে একটি সেনা শহরে পরিণত করেন। সেখানে তিনি একটি জামি' মসজিদ ও নির্মাণ করান (য়াকূত ঃ মু'জাম, ৫খ., পৃ. ৬৮২-৪)।

আল-মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যুর পর খারিজী মুসাবির আল-মাওসিল এলাকার একটি অংশ দখল করে নেয় এবং আল-হাদীছাকে তার সদর দফতর করেন। আল-মাওসিলের তখনকার শাসক খুযাই আকাবা ইবন মুহাম্মাদকে

Dhaka University Institutional Repository

তাগলিবি আয়্যুব ইবন আহমাদকে পদচ্যুত করেন এবং স্বীয় পুত্র হাসানকে তদস্থলে নিযুক্ত করেন। ২৪৫ হি./৮৬৮ সনে আবদুল্লাহ ইবন সুলায়মান আল-মাওসিলের শাসক নিযুক্ত হন। খারিজীগণ তাঁর নিকট শহরটি ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং মুসাফির এর দখল গ্রহণ করেন।

আল-মাওসিলের অধিকাংশ ঘর তুফা বা মার্বেল পাথরের তৈরী, গম্বুজাকৃতির ছাদ বিশিষ্ট। পরবর্তীকালে এখানে আরেকটি জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয় যা তাইগ্রিসকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং সম্ভবত এ ইমারতই হামদুল্লাহ আল-মুস্তাওফী কর্তৃক (অনু. ৭৪০ হি./১৩৩৯-৪০ খ্রি.) প্রশংসিত হয়েছিল।

কথিত আছে যে, এখানে হযরত ইউনুস (আ) থাকতেন এবং নিনেভহর জনগণকে আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াত দিতেন। সেখানে একটি মসজিদের চতুপার্শ্বে হামদানী হাসিরুদ-দাওলা হাজীদের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করিয়েছিলেন। অর্ধ মাইল দূরে একটি মসজিদসমূহের আরোগ্য নিকেতন আয়ন ইউনুস (عين يونس) প্রস্রবন অবস্থিত। সম্ভবত শাজারাতুল য়াকতীন ও এখানে অবস্থিত যা ইউনুস (আ) রোপন করেছিলেন বলে কথিত আছে। হযরত জিরজীস (আ) এর সমাধি শহরের পূর্বাংশে অবস্থিত। মুসলিম পুরাকাহিনী মতে তিনি আল-মাওসিলে শাহাদাত বরণ করেন।

আল-মাওসিলের বস্ত্র বিশেষভাবে খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। এ শহরের নাম হতেই ইরাজী মুসলিন (Muslin) ও ফরাসী মৌসেলিন শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি, যদিও স্বর্ণ ও রৌপ্য সূতার তৈরি মুসোলিনো বস্ত্র সম্পর্কিত মার্কোপোলের উল্লেখ হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এই সৌখিন বস্ত্রসমূহ বর্তমান কালের পাতলা ও সূক্ষ্ম সূতী বস্ত্র হতে ভিন্ন ছিল।

ইউরোপীয় পর্যটকগণ প্রায়ই আল-মাওসিলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতেন এবং তাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তা উল্লেখ করতেন। তারা প্রায়ই এর অপরিচ্ছন্ন সড়ক এবং মুসলিম ও প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিস্টান চার্চের মধ্যকার সম্প্রসারিত বিবাদের জন্য বিরূপ মন্তব্য করতেন।

খ্রিষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর শুরু হতে আল-মাওসিলের সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক গুরুত্ব স্পষ্টতই হ্রাস পাচ্ছিল। কারণ ১২৮৬ হি./১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সুয়েজখাল উদ্বোধনের সাথে সাথে আল-মাওসিল এবং এর প্রাচীন বাণিজ্যিক অংশীদার আলেপ্পো ও দামিশকের মধ্যকার স্থল পথের বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অধিকাংশ সময় ব্যাপী ইরাকী রণক্ষেত্রে বসরা ও বাগদাদ বিলায়েতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু আল-মাওসিল তুলনামূলকভাবে খুব কমই আক্রান্ত হয়। ১৯২০-৩২, ১৯৩২-৫৮ খ্রিষ্টাব্দের Mandate ও রাজতন্ত্রের অধীনে আল-মাওসিলের মর্যাদা ক্রমশ হ্রাস পেতে তাঁকে। কারণ তখন নতুন ইরাক রাষ্ট্রের উদ্বোধন হয় এবং বাগদাদ উক্ত রাষ্টের রাজধানী হয়। ফলে স্বাধীন প্রাদেশিক কেন্দ্র হিসেবে এর গুরুত্ব অনিবার্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে। আল-মাওসিলকে আরো চারটি প্রদেশে (আল-মাওসিল, সুলায়মানিয়া, কিরকূক ও ইরবিল) বিভক্ত করা হয়। এ প্রেক্ষাপটেও শহরটি মোটামুটি এর সুনাম অম্লান রাখতে সক্ষম হয়।

আল-মাওসিল শেষ পর্যন্ত (১৩৫৮ হি./১৯৩৯ খ্রি.) অবশিষ্ট ইরাকী রেলওয়ে ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হয় এবং ১৩৬৬ হি./১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের পর হতে ইরাকী বিমান পথের সংযোগ লাভ করে। ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আল-মাওসিলকে দুটি নতুন প্রদেশ নিনেভহ (নীনাওয়া) ও দূহূক-এর বিভক্ত করা হয়।

শহরটি এর ঐতিহ্যগত সাম্প্রদায়িক ও ধর্মী বিভিন্নতার অধিকাংশ নিদর্শন এখনও ধারণ করে আছে এবং আধুনিক নগর পরিকল্পনার বিভিন্ন আকর্ষণহীন প্রকাশভঙ্গির অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও এর মধ্যযুগীয় ছাপ এখনও স্পষ্ট পৃথকভাবে দৃশ্যমান। সাম'আনী ঃ আল-আনসাব, (দারুল জিনান, বৈরূত, লেবানন, প্রথম প্রকাশকাল ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ), ৫খ., পৃ. ৪০৭-৮ ; য়াকূত ঃ মু'জামুল বুলদান, ৫খ., পৃ. ২২৩-২৫।

৬. আশ-শাফিঈয়্যা ঃ ইমাম শাফিঈ (র)। তাঁর পূর্ণনাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস। ইনি 'শাফিঈ মাযহাবের' প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে।

তিনি ১৫০ হি./৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে গায্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃ বিয়োগ ঘটে। তাঁর মাতা তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি খুবই দারিদ্র্য অবস্থায় বহুকাল অতিবাহিত করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হতে প্রাচীন আরবী কবিতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানার্জন করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তিনি 'কিতাবুল উম্ম'-এ যুহায়র, ইমরুল কায়স, জারীর প্রমুখের কবিতা উদ্ধৃত করেন। বিশ বছর বয়ক্রমকালে তিনি ইমাম মালিক ইবন আনাস (র)-এর নিকট গমন করেন। ১৭৯ হি./৭৯৬ খ্রি. ইমাম মালিক ইবন আনাস (র)-এর নিকট ইনতিকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি ৩০ রজব ২০৪ হি./২০ জানুয়ারী ৮২০ খ্রি. ফুসতাতে ইনতিকাল করেন। তাঁকে মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে বাণু আবদুল হাকামের গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। উল্লেখ যে,

Dhaka University Institutional Repository

উপনাম আবুস সা'আদাত, উপাধি মাজদুদ্দীন। তবে তিনি বিশ্ব সভ্যতায় 'ইবনুল আছীর' নামে অধিক পরিচিত।

ঐতিহাসিকগণ সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ তিনি ৫৪৪ হি./১১৪৯ খ্রিস্টাব্দে জাযীরা ইবন উমার নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ইবন তাগরী বিরদী (মৃ. ৮৮৫ হি./১৪৮০ সন) তাঁ জন্ম সন বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁর এ অভিমত গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ৫৪৪ হি./১১৪৯ সনে যে ইবনুল আছীর জন্ম গ্রহণ করেছেন এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষা জীবন

ইবনুল আছীর-আবুস সা'আদাত আল-মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর শৈশবকাল জাযীরায় অতিবাহিত হয় এবং শিক্ষার খড়িও প্রথম সেখান থেকেই শুরু হয়। তিনি ৫৬৫ হি./১২৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মাওসিলে গমন করেন। সেখানে অবস্থান কালেই তিনি কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ, আরবী ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন[৭] এবং অনেক প্রমাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন[৮]।

ইবনুল আছীর–আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ভাষা তত্ত্ব ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। তদানীন্তন খ্যাতিমান পণ্ডিতগণের নিকট তিনি এসব বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি বাগদাদের প্রথিতযশা বৈয়াকরণ আল্লামা নাসিহউদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ সাঈদ ইবনুদ দাহ্হান, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবন সাদূন আল-মাগরিবী আল-কুরতুবী, আবুল হায্ম মাক্কী আর-রাইয়ান এবং ইবন শুবাহ আল-মাকছী (র) প্রমুখের নিকট আরবী ভাষায় গভীর দক্ষতা অর্জন করেন।[৯] দীনী শিক্ষা তথা বিশষত হাদীছ শাস্ত্রের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। সেসময় তিনি নিজ শহরের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছগণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁদের নিকট হাদীছ শুনেন। অতঃপর তিনি ৫৬৫ হি./১১৬৯ সনে মাওসিল গমন করেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিছগণের দলভুক্ত হন।

ইবনুল আছীর মাযহাব গত দিক থেকে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন বিধায় তাঁকে শাফিঈয়্যা বলা হয়। ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী ঃ (আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীয়িল ইসলামী, (বাংলা সংস্করণ) প. ৪৮১-৮৪)।

৭. ইবনুল ইমাদ ঃ শাজারাতুয যাহাব (কায়রো, ১৩৫ হি./১৯৩৯) ৭খ., পৃ. ২২।

৮. ইবন কাছীর ঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (কায়রো, ১৩৫৮ হি./১৯৩৯ খ্রি.) ১৩খ., পৃ. ৫৪।

৯. সুয়ূতী ঃ বুগইয়াতুল উয়াত ফী তাবাকাতিল লুগাবিঈন ওয়ান নুহাত, (কায়রো, ১৩২৬ হি.) পৃ. ৩৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ মাওসিলের হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ বিশেষত খতীব মাওসিল আবুল ফাদ্‌ল আত-তুসী ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সাদূন আল-কুরতুবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন।[১০]

এ ছাড়াও তিনি স্থানীয় হাদীছ বিজ্ঞানীদের নিকট হাদীছ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে বাগদাদ চলে যান। আবুল কাসিম সাহিবে ইবনুল খাল্ল, ইবন কুলায়ব, আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবন সুকায়না (র)[১১] থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় মাওসিলে চলে আসেন এবং হাদীছ বর্ণনা ও নির্দেশনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁর নিজ পুত্র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, শিহাব আল-ফূযী, ইমাম তাজুদ্দীন আবদুল মুহসিন ইবন মুহাম্মাদ, আশ-শায়খ ফখরুদ্দীন ইবনুল বুখারীসহ একদল শিক্ষার্থী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেননি।

ইবনুল আছীর তাঁর ছাত্রদের শুধু হাদীছ বর্ণনা ও নির্দেশনাই দান করেননি বরং তিনি হাদীছ বর্ণনায় Izaza Method প্রবর্তন করেন। অতঃপর তিনি গ্রন্থ রচনা ও হাদীছ শাস্ত্রের কাজে আত্মনিয়োগ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।[১২] হাদীছ শাস্ত্রে একাজ ছিল তাঁর অতুলনীয় অবদান। একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিছ হিসেবে তিনি হাদীছের কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ করেন। এতে হাদীছ সমালোচনা এবং পাদটীকা সান্নিবেশিত হয়।

কর্মজীবন

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবনু মুহাম্মাদ তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মবহুল জীবনে দুর্লভ গুণাবলী দ্বারা প্রশাসনসহ সর্বমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ফলে কর্মময় জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরও প্রশাসনের পদস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর প্রথম জীবন রাজকীয় পত্র লেখক হিসেবে আরম্ভ করেন।[১৩]

য়াকূত (র) বলেন, ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ এর ভাই আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সায়ফুদ্দীন আল-গাযী ইবন মাওদূদ প্রথমে আমার ভাইকে কোষাধ্যক্ষ এবং পরে প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি মাওসিলে চলে আসেন। মন্ত্রী জালালুদ্দীন

---

১০. সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা আল-কুবরা, (কায়রো), ৫খ., পৃ. ১৫৩।
১১. সূয়তী ঃ (প্রাগুক্ত) পৃ. ১৭
১২. সুবকী ঃ (প্রাগুক্ত) পৃ. ১৫৩
১৩. সুবকী ঃ (প্রাগুক্ত) পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী ইবন জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মানসূর আল-ইসফাহানী তাঁকে তাঁর বিশেষ দূত নিয়োগ করেন। তারপর তিনি মাওসিলের উপরাষ্ট্রপতি আমীর কায়মায আল-খাদিম আয-যাঈনীর প্রধান সচিব নিযুক্ত হন এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট সরকারী চিঠিপত্র প্রেরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অল্প দিনের ব্যবধানে তিনি তাঁর নিকট উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তাঁর এ সুখ্যাতিতে অন্যান্য সভাসদ ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে। ফলে তিনি কারাপ্রকোষ্টে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু আদালত কর্তৃক তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং বেকসূর খালাস পেয়ে স্বপদে পুনঃ আসীন হন। আমীর মুজাহিদুদ্দীন কায়মাযের ইনতিকাল (৫৮৯ হি./১১৯৩ খ্রি.) পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন।[১৪]

অতঃপর ইয্যুদ্দীন মাসঊদ ইবন মাওদূদ এবং পরে তদীয় পুত্র নূরুদ্দীন আরসালান শাহ এর সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[১৫]

কথিত আছে যে, নূরুদ্দীন আরসালান শাহ সর্বপ্রথম তাঁর Vizier বদরুদ্দীন লু-লুর মাধ্যমে ইবনুল আছীরকে মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর আরসালান শাহ স্বয়ং তাঁর বাসভবনে যান এবং তাঁকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তুইবনুল আছীর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উক্ত পদ গ্রহণে তাঁর অপরাগতার বিষয় জানিয়ে দেন।

য়াকূত (র) বলেন, আমার নিকট ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ আমার ভাই আবুস সা'আদাত মাজদুদ্দীন (র) বর্ণনা করেন, নূরুদ্দীন আরসালাহ শাহ বেশ কয়েকবার আমাকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকি। এমনকি তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং আমাকে উক্ত পদে আসীন করার নির্দেশ দেন। ফলে আমি কাঁদতে থাকি। একথা শুনে তিনি আমার নিকট আসেন এবং ক্রন্দরত দেখতে পান। তিনি তাঁকে বলেন, আমার কাছে সংবাদ যে ভাবে পৌঁছেছে প্রকৃত অবস্থা কি ঠিক তাই? আপনি যা অপছন্দ করছেন আমার জানা মতে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের কেউ তা অপছন্দ করতে পারে এমন কেউ নেই। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। আমার সমগ্র জীবন বিদ্যা চর্চায় ব্যয় করেছি এবং এ বিষয়ে আমার সুখ্যাতি আছে। আমি জানি, আপনি যদি আমাকে সুবিচার

---

১৪. য়াকূত ঃ ওয়াফিয়্যাতুল আইয়ান, ৩খ., পৃ. ২৪৭, ২৮৯ ; উমার রিদা কাহহালা মু'জামুল মুআল্লিফীন ১৭/৭২; আবদুল কাদির আল-আর নাউত সম্পাদিত ইবনুল আছীর প্রণীত জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল গ্রন্থের ভূমিকা, (কায়রো), ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ খ্রি., পৃ. ১২।

১৫. যাহাবী ঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২১খ., পৃ. ৪৯১।

Dhaka University Institutional Repository

করার নির্দেশ দেন, তবে তার হুবহু হক আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই আমাকে ক্ষমা করুন। তাঁর এ সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছলে সবাই তাঁকে ধিক্কার দেন। কিন্তু একজন্য তিনি এতটুকু দুঃখিত হননি।[১৬] এভাবে তাঁর সমগ্র জীবন দুনিয়া বিমুখিতার মধ্যে অতিবাহিত হয় এবং একাগ্রচিত্তে তিনি দীনী ইল্‌ম চর্চায় নিরত থাকেন।

শিক্ষায়তন ঃ

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ বৃদ্ধ বয়সে Chronic disease (করোণিক রোগে) আক্রান্ত হন। ফলে তাঁর হাত-পা ফুলে যায়। এ অবস্থায় তিনি নিজ বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর জীবনে স্থবিরতা নেমে আসেনি। তিনি নিজে লিখতে না পারলেও তাঁর অনুগামীরা তাঁর মুখ থেকে শুনে বিশাল বিশাল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেকালে তাঁর বাড়ীটি ছিল বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী মহলের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গভীর আসক্ত ইবনুল আছীর তাঁর বাড়ীতে আগত অভ্যাগতদের ইল্‌ম চর্চার কাজে জুড়ে দিয়েছিলেন। ফলে শেষ বয়সে নির্জনে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন অতিবাহিত করতে চাইলে ও তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সরকারের দৃষ্টিতে তাঁর বাড়ীটি একটি উচু মাপের শিক্ষায়তন হিসেবে দৃষ্টি আবর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তিনি একবার সাহিবুল মাওসিলকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

ان زلت البغلة من تحته * فان فى زلتها عذرًا
حملها من علمه شاهقًا * ومن ندى راحته بحرًا

ইবন খাল্লিকান (র) বলেন, ইবনুল আছীর-এর ভাই ইয্‌যুদ্দীন আবুল হাসান আলী বলেছেন ঃ আমার ভাই অচল হয়ে গেলে আমরা তাঁর সুচিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত করি। চিকিৎসা চলতে থাকে। কিন্তু তার রোগ তখনো পুরোপুরি ভাল হয়নি। কিন্তু তিনি পরিবারের সদস্যদের কাছে এ মর্মে অনুরোধ জানান যে, ডাক্তারের পারিতোষিক পরিশোধ করে যেন বিদায় দেয়া হয। রোগ পুরোপুরি ভাল না হওয়ার পূর্বেই কেন তিনি ডাক্তার বিদায়ের পরামর্শ দিচ্ছেন এ বিষয়ে তাঁর কাছে জানাতে চাওয়া হলে বলেন, আমি অচল হয়ে পড়ায় অসংখ্য খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীর যাতায়াত আমার কাছে অব্যাহত থাকে। কিন্তু আমার আশংকা হয়, যদি আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠি, তবে তাঁরা আমার কাছে আসবেন না বরং তাঁদের কাছে আমাকে যেতে হবে। এ কারণে আমি উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইয্‌যুদ্দীন বলেন,

---

১৬. ইবনুল আছীর ঃ আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার-এর ভূমিকা, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

আমারা তাঁর আবদার মেনে নিয়ে ডাক্তারের পাওনা পরিশোধ করে বিদায় দিয়ে দেই। এরপর তিনি আর বেশি দিন বেঁচে থাকেননি। অবশিষ্ট জীবন তিনি স্বাধীনভাবে অতিবাহিত করেন।

গ্রন্থ রচনা ঃ

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ বৃদ্ধ বয়সে বার্ধক্যজনিত বাচালতা পরিহার করতে না পারলেও ইল্‌ম চর্চার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহে এতটুকু প্রভাব ফেলতে পারেনি।[১৭] ফলে তিনি মাওসিলের একটি গ্রামে Ribat তৈরী করেন। এ স্থানটি ছিল তাঁর সময়ের জ্ঞান-তাপস, সূফী-সাধক ও উচ্চ পদস্থ লোকদের পদচারণায় ধন্য। তিনি Ribat কে Casr-e-Harb (সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) নামে অভিহিত করেন। তিনি নিজ বাড়ী ও Ribat মাওসিলবাসীদের সৌজন্যে উৎসর্গ করেন।[১৮]

ইবন খাল্লিকান (র) বলেন, আমার জানা মতে তাঁর গ্রন্থরাজি মূলত করোণিক রোগে আক্রান্ত থাকা অবস্থায়ই প্রণীত হয়। কারণ সেসময় তিনি সর্বক্ষণ পড়া-লেখার কাজে নিরত থাকার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন এবং একদল বিশেষজ্ঞের দ্বারা তাঁরা যাবতীয় বিষয় লিখে রাখার সুব্যবস্থা করেন।[১৯]

বৈবাহিক জীবন ঃ

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ আদৌ বিবাহ করেছেন কি-না কিংবা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেও তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল কি-না সে বিষয় আমাদের জানা মতে ইতিহাস একান্তভাবে নীরব।

ইনতিকাল ঃ

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ (৬০৬ হি./১২১০ খ্রি.) যিলহাজ্জ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মাওসিলে ইনতিকাল করেন[২০]। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। অন্যমতে ৬৩ বছর[২১]। তাঁকে রিবাতের নিকটবর্তী Darb al-Durj-এ সমাধিস্থ করা হয়।

---

১৭. আন-নিহায়া ঃ ভূমিকা অংশ, পৃ. ১১।
১৮. সুবকী ঃ (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৫৪ ; ওয়াফিয়্যাত, ৪খ., পৃ. ১৪১-১৪৩।
১৯. আন-নিহায়া ঃ ভূমিকা অংশ, পৃ.১১।
২০. যাহাবী ঃ দুয়াল ইসলাম, (হায়দরাবাদ, ১৩৬৫ হি./১৯৪৫ খ্রি.) পৃ. ৮৪।
২১. যাহাবী ঃ (প্রাগুক্ত), পৃ. ৮৪: অন্য বর্ণনায় ৬২ বছর-এর স্থলে ৬৩ বছর এসেছে। আয-যাহাবী ঃ সিয়ার, ২১খ., দুয়াল ইসলাম, ২খ., পৃ. ৮৫: ইবনুল ইমাদ শাযারাতুয যাহাব, ৫খ., পৃ. ২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হাদীছ শাস্ত্রে ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর অবদান

হাদীছ ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। এ কারণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই হাদীছ সংরক্ষণের প্রতি সাহাবা কিরামের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তবে কুরআন মাজীদের আয়াতের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় মহানবী (সা) প্রথমতঃ হাদীছ লিখে রাখতে নিষেধ করেন।[১]

তখন সাহাবা কিরাম হাদীছ তাঁদের স্মৃতি পটে ধারণ করে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে হাদীছ মুখস্থ করে অন্যদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিতেও অনুপ্রাণিত করেন।[২]

তাঁর বিশেষ অনুমতিতে এ সময়েও কোন কোন সাহাবা হাদীছ গ্রন্থবদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) বলেন ঃ

---

১. ডঃ সুবহি আস সালিহঃ উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, (দারুল ইলম, বৈরূত, ১৯৮৪ইং) ১৫খ., পৃ. ২০। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ সাঈদ খদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القران فليمحه وحدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار .

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আমার নিকট থেকে হাদীছ লেখবে না। যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কুরআন মাজীদের আয়াত ব্যতীত কিছু লিখেছে সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা এখন আমার নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করতে পারো। এতে কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে নিজ ঠিকানা নির্ধারণ করে নিল। ইমাম মুসলিম ঃ সহীহ মুসলিম, (গোলাম আলী এণ্ড সন্স, লাহোর ১৩৭৬ হি./১৯৫৬ সন) ২খ., পৃ. ৪২২।

২. يقول نصر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه .

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির মুখ আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনেছে, অতঃপর তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে এবং হুবহু অপরের কাঝে পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে। আর কতক জ্ঞানের বাহক নিজেরাই জ্ঞানবান নয়।

মুহাম্মাদ ইবন ঈসাঃ জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় ঃ বাবু মা জাআ ফিল হিসসি আলা তাবলীগিস সিমা, (মুখতার এণ্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, ইউ.পি ইণ্ডিয়া,) ২খ., পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমি মহানবী (সা) এর নিকট শ্রুত প্রত্যেকটি কথাই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে লিখে রাখতাম। কুরাইশ বংশীয় সাহাবা কিরাম আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। তারা আমাকে বলেন ঃ

تكتب كل شيئ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم فى الرضا والغضب

'তুমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুখে যা-ই শুনতে পাও তা সবই লিখে রাখ অথচ তিনি একজন মানুষ। তিনি কখনো সন্তোষ আবার কখনো ক্রোধের মধ্যে থেকে কথা বলেন'।

হযরত আদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) বলেন, অতঃপর আমি হাদীছ লেখা বন্ধ করে দেই এবং একদিন মহানবী (সা)-এর খিদমতে বিষয়টি উল্লেখ করি এবং বলি ঃ

يا رسول الله ان قريشًا يقول تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو بشر يغضب كما يغضب البشر .

'হে আল্লাহর রাসূল! কুরাইশরা বলে, তুমি মহানবী (সা) এর সব কথাই লিখছ? অথচ তিনি একজন মানুষ। সাধারণ মানুষের মতই তিনি কখনো কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন।" মহানবী (সা) আমার কথা শ্রবণের সাথে সাথে নিজের দুই ঠোটের দিকে ইশারা করে বলেন,

اكتب فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه الا الحق .

'তুমি লিখতে থাক। যে মহান সত্তার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন মুষ্টিবদ্ধ তাঁর শপথ! এই মুখ থেকে সত্য কথা ছাড়া কিছুই বের হয় না।[৩]

এ আদেশ শোনার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) মহানবী (সা) কে জিজ্ঞেস করেন ঃ

يا رسول الله اكتب كل ما اسمع منك .

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট হতে যা কিছু শুনতে পাই তা সবই কি লিখে রাখব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আবদুল্লাহ (রা) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ 'ক্রোধ ও সন্তোষ' উভয় অবস্থায় বলা সব কথাই লিখব? তখন তিনি চূড়ান্তভাবেই জানিয়ে দেন যে, হ্যাঁ, এ সকল অবস্থায়ই আমি প্রকৃত সত্য ছাড়া আর কিছুই বলি না।[৪]

---

৩. সুনানুদ দারিমী, মুকাদ্দামা।

৪. জামিউ বায়ানিল ইলম লি ইবন আবদিল বারর, ১খ. পৃ. ৭১; মুস্তাদরাকে হাকেম ১খ., পৃ. ১০৫; তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ লি ইবন কুতায়বা, পৃ. ৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) মহানবী (সা) এর সকল বাণী লিখে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন মহানবী (সা) নিজেই তার নামকরণ করেন 'আস-সাহীফাতুস সাদিকাহ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর মতে এ গ্রন্থে এক হাজার হাদীছ আছে।[৫]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও সাহাবা যুগেই 'মুসনাদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নামে একটি প্রামাণ্য সংকলন রচনা করেন।[৬]

হযরত আনাস ইবন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ ও ইবন আব্বাস (রা) ও হাদীছ লিখে রাখতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এর গোলাম কুরায়ব ইবন আব্বাস (রা) এর সংগৃহীত এক উট বোঝাই হাদীছ পেশ করেন।[৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) মহানবী (সা) এর ইনতিকালের পর অপর একখানা সংকলন প্রনয়ন করেন। এক ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায় স্বয়ং মহানবী (সা) তা প্রণয়ন করার জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন[৮]। এর নাম ছিল 'সহীফায়ে ইয়ারমূক'।[৯]

সাহাবা কিরাম প্রথমত কুরআন মাজীদ মুখস্থ করতেন এবং পরে তাঁরা ইলমুল হাদীছ ও মুখস্থ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তখনও তাঁরা কুরআনের সাথে হাদীছের মিশ্রণের আশংকায় হাদীছ লিখে রাখার সাধারণ অনুমতি মহানবী (সা) থেকে লাভ করেননি। তবে ইসলামের ব্যাপক প্রসার, ইসলামী ভূ-খণ্ডের বিস্তৃতি, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সাহাবা কিরামের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া, বিপুল সংখ্যক প্রবীণ সাহাবার ইনতিকাল এবং ধীরে ধীরে মানুষের স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি কারণে মহানবী (সা) এর পক্ষ থেকে তাঁরা হাদীছ লিছে রাখার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ফলে মুহাদ্দিছগণ হাদীছ গ্রন্থবদ্ধ করার প্রতি গভীর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। যেমন, আবূ শাহ য়ামানী (রা) মহানবী (সা) এর নির্দেশে তাঁর খুতবা লিখে রাখেন। বিপুল সংখ্যক সাহাবী একাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম নাসাঈ ও দারিমী (র) এ বিষয়ে দীর্ঘ বিবরণ পেশ করেন।

---

৫. ইবনুল আছীর ঃ উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফঅতিস সাহাবা, (দারু ইহইয়াত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, লেবনান, ১৩৭৭ হি./১৯৫৭ খ্রি.) ৩খ., পৃ. ২৩৩-২৩৪।

৬. ইবন সা'দ ঃ তাবাকাত, ৭খ., পৃ. ৫১।

৭. ইবন সা'দ ঃ তাবাকাত, (প্রাগুক্ত), ৫খ., পৃ. ২১৬।

৮. ইবন আবদুল বারর ঃ ইস্তীয়াব, ২খ., পৃ. ৩৩৯।

৯. ইবন হাজার ঃ তাহযীবুত তাহযীব, ২খ. পৃ. অজ্ঞাত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পর্যায়ে যারা ইলমুল হাদীছ গ্রন্থবদ্ধ করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন ইমাম আবদুল মালিক ইবন জুরায়য ও ইমাম মালিক ইবন আনাস (র) তাঁদের অন্যতম।

কথিত আছে যে, 'কিতাবু ইবনি জুরায়য'[১০] প্রথম লিখিত হাদীছ গ্রন্থ। কারো কারো মতে, মুওয়াত্তা মালিক, কারো কারো মতে, আর-রাবী ইবন সাবীহ (র)[১১] সর্বপ্রথম ইলমুল হাদীছ গ্রন্থবদ্ধ করেন এবং তাতে অনুচ্ছেদ স্থাপন করেন।

অতঃপর খলীফা ইবন আবদুল আযীয (র)[১২] (মৃ. ১০১হি./৭২০ সন) একশ হিজরীর শুরুতে সরকারী উদ্যোগে হাদীছ সংকলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

---

১০. ইবন জুরায়য (র) এর পূর্ণ নাম আবদুল মালিক ইবন আবদুল আযীয ইবন জুরায়য আল-উমরী। তিনি একজন বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত ফিকহবিদ। কিন্তু তিনি হাদীছে মুরসাল ও মুদাল্লাস বর্ণনা করতেন। তিনি ১৫০ হি./৭৬৭ সনে ইনতিকাল করেন অথবা আরো পরে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তরাধিক।

১১. আর-রাবী ইবনুস-সাবীহ ঃ তিনি বসরার আস-সাদী গোত্রের লোক। তিনি সত্যনিষ্ঠ কিন্তু স্মৃতি শক্তিতে খুবই দুর্বল। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান 'আবিদ। উল্লেখ্য যে, ইবন জুরায়য (র) সর্বপ্রথম মককায়, ইবন ইসহাক অথবা ইমাম মালিক মদীনায়, আর-রাবী ইবনুস সাবীহ অথবা সাঈদ ইবন আবূ আরূবাহ অথবা হাম্মাদ ইবন সালামা বসরায়, সুফিয়ান আছ-ছাওরী কূফায়, ইমাম আওযায়ী সিরিয়ায়, মা'মার য়ামানে, জারীর ইবন আবদুল হামীদ রা-এ, ইবনুল মুবারক (র) খুরাসানে হাদীছ গ্রন্থবদ্ধ করেন। তাঁরা সবাই ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতকের লোক।

১২. হযরত উমার ইবন আবদুল আযীয (র) এর উপনাম আবূ হাফ্স, উমায়্যা বংশীয় অষ্টম খলীফা। তাঁর মা উম্মু 'আসিম লায়লা খুলাফায়ে রাশেদূনের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর (খিলাফতকাল ১৩হি./৬৩৪ সন থেকে ২৪ হি./৬৪৪ সন) দৌহিত্রী। তাঁর পিতা আবদুল আযীয (৬৫ হি./৬৮৪ সন হতে মৃত্যু ৮৫ হি./৭০৪) পর্যন্ত মিসরের গভর্নর ছিলেন। উমার ইবন আবদুল আযীয (র) ৬৩ হি./৬৮২ সন (ইবন সা'দ ঃ তাবাকাত, ৫খ, পৃ. ৩৩০), ভিন্নমতে ৬১ হি./৬৮০-৮১ সনে (আহমাদ যাকী, উমার ইবন আবদুল আযীয (র), পৃ. ৯) মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে মিসরে শৈশব অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। অতঃপর তাঁকে মদীনায় প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে তিনি কুরআন, হাদীছ, ফিকহ, আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন মদীনার বিশিষ্ট আলিম ও মুহাদ্দিছগণের নিকট তিনি দীনী বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তা ছাড়া তিনি বিশিষ্ট সাহাবী আনাস ইবন মালিক (রা) (মৃ. ৯০ হি./৭০৮ সিন) হতে হাদীছ বর্ণনা করেন।

তিনি প্রথমে খুনাসিরা -এর শাসক নিযুক্ত হন। অতঃপর ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক (খিলাফতকাল ৮৬-৯৭ হি./৭০৫-৭১৫ সন) ৮৭ হি./৭০৫ সনে তাঁকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কোন অন্যায় করতে দেয়া হবেনা- এই শর্তে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন। (মুঈনদ্দীন নাদবী ঃ তাবিঈন, পৃ. ৩১৯) মদীনায় আসার পর তিনি যেখানকার দশজন বিশিষ্ট ফকীহকে আহবান করে দেশ পরিচালনায় তাঁকে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেন (ইবন সা'দ, ৫খ., পৃ. ৩৪৪)। মদীনায় তিনি অনেক জনহিতকার কাজ সম্পাদন করেন। এর মধ্যে সম্প্রসারণ ও সজ্জিতকরণ সহ মসজিদুন নবীর পুণনির্মাণ তাঁর অমর কীর্তি। ওয়ালীদ ৯৩হি./৭১১ সনে তাঁকে পদচ্যুত করতেন। সুলায়মান ইবন আবদুল মালিক (খিলাফত কালে ৯৭-৯৯ হি./৭১৫-৭১৭ সন) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। সুলায়মান (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ সন) উমার ইবন আবদুল আযীয (র) কে খলীফা মনোনীত করেন।

তিনি খুলাফায়ে রাশেদূনের (১১-৪০ হি./৬৩২-৬৬০ সন) এর নীতিতে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। (ইবন সা'দ ঃ তাবাকাত, ৫খ., পৃ. ৩৯৩)।

Dhaka University Institutional Repository

কাযী আবূ বাক্‌র ইবন মুহাম্মাদ ইবন হায্‌মকে তিনি লিখেন ঃ

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء .

'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীছগুলো লক্ষ্য করে লিখে রাখ। কারণ আমি দীনী জ্ঞান প্রকাশিত না হওয়া এবং পৃথিবী থেকে দ্বীনের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিদায়ের ভয় করি।'

অনুরূপ ভাবে তিনি ইমাম ইবন শিহাব যুহরীকেও পত্র লিখেন। (ইমাম বুখারী ঃ আল-জামিউস সহীহ, ২সং, করাচী, ১৩৮১ হি./১৯৬১ সন, ১খ, পৃ. ২০)।

এ ফরমান সরকারীভাবে জারী করার পর হাদীছ সংগ্রহে যিনি সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন হিজায এর খ্যাতিমান আলিম মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব আয-যুহরী আল-মাদানী (র) (মৃ. ১২৪ হি./৭২৪ সন)।[১৩]

এরপর মক্কায় ইবন জুরায়জ (র) (মৃ. ১৫০ হি./৭৬৭ সন), মদীনায় ইবন ইসহাক (র) (মৃ. ১৫১ হি./৭৬৮ সন), অথবা ইমাম মালিক ইবন আনাস (র) (মৃ. ১৭৯ হি./৭৯৫ সন), বসরার রাবী ইবন সাবীহ (র) (মৃ. ১৬০ হি./৭৭৬ সন), অথবা সাঈদ ইবন আবূ আরূবাহ (র) (মৃ. ১৫৬ হি./৭৭২ সন), কূফায় সুফিয়ান আছ-ছাওরী (র) (১৬১ হি./৭৭৮ সন), সিরিয়ায় ইমাম আওযাঈ (র) (মৃ. ১৫৬ হি./৭৭৩ সন), রায়-এর জারীর ইবন আবদুল হামীদ (র) (মৃ. ১৮৮ হি./৮০৩ সন), ইয়ামানে মা'মার

প্রভাবশালী উমায়্যা ব্যক্তিবর্গ যাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিতগত করেছিল তিনি তা প্রকৃত মালিকদের নিকট ফেরৎদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে গোত্রপতিরা তাঁর প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে। (ইবন সা'দ ঃ তাবাকাত, ৫খ, পৃ. ৩৮৪)।

সুবিচার ও ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে কর ধার্য করার ফলে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয় এবং একমাত্র ইরাক হতে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ দিরহাম বাৎসরিক রাজস্ব আদায় হয়। তাঁর আমলে জনগণের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। ফলে দান-খয়রাত গ্রহণ করার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। সংখ্যালঘুরা পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করত। বিচার, সামাজিক কাজকর্ম ও উপার্জন লাভের ক্ষেত্রে তাদেরকে মুসলিম নাগরিকদের সমতুল্য বিবেচনা করা হতো। (ইবন সা'দ ঃ তাবাকাত, ৫খ. পৃ. ৩৮০।)

খলীফা থাকাকালে বায়তুল মাল থেকে তিনি কোন ভাতা গ্রহণ করতেন না। (ইবন সা'দ, ৫খ, পৃ. ৪০০)। তিনি ইনতিকালের সময় সন্তান-সন্ততির জন্য বিশেষ কিছুই রেখে যাননি (তাবিঈন, পৃ. ৩৫০-৫১)।

তিনি তিন সপ্তাহ যাবত অসুস্থ থেকে ৩৯ বছর বয়সে মতান্তরে ৪০ বছর বয়সে ১০১ হি./৭১৯ সনে ইনতিকাল করেন। (ইবন সা'দঃ তাবাকাত, ৫খ, পৃ. ৪০৫-৬)।

তিনি দ্বিতীয় উমার নামে ইতিহাস খ্যাত। তাঁকে হিজরী ১ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলা হয় (ইবন কাছীর ঃ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৯খ, পৃ. ২০৭)। একদল মুহাদ্দিছের মতে তিনি খুলাফায়ে রাশেদূনের অন্তর্ভুক্ত এবং ৫ম খলীফা (আবূ দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব ফিত তাফদীন তাবিঈন, পৃ. ৩৪৮)।

১৩. ড. সুবহি আস সালিহ ঃ উলূমুল হাদীছ ওয়া মুস্তালাহুহু, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

(র) (মৃ. ১৫৩ হি./৭৭০ সন) এবং খুরাসানে আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) (মৃ. ১৮১৮ হি./৭৯৭ সন) হাদীছ সংগ্রহ করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতকের হাদীছ বিশারদ। তবে তাঁদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন তা জানা যায়নি। তাঁদের সংকলিত গ্রন্থে সাহাবা কিরামের বাণী এবং তাবিঈদের ফাতাওয়াও সংমিশ্রিত ছিল।[১৪]

এ শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছে, ইমাম মালিক ইবন আনাস (র) (মৃ. ১৭৯ হি./৭৯৫ সন) এর মুওয়াত্তা, ইমাম শাফিঈ, (র) (মৃ. ২০৮ হি./৮২৩ সন) এর মুসনাদ এবং মুখতালাফুল হাদীছ, ইমাম আবদুর রায্যাক (র) (মৃ. ২১১ হি./৮২৬ সন)এর আল-জামি', শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (র) (মৃ. ১৬০ হি./৭৭৬ সন) এর মুসান্নাফ, সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) (মৃ. ১৯৮ হি./৮১৪ সন) এর মুসান্নাফ এবং লায়ছ ইবন সা'দ (র) (মৃ. ১৭৫ হি./৭৯১ সন) এর মুসান্নাফ।[১৫]

হিজরী তৃতীয় শতক যদিও হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ[১৬] ছিল কিন্তু তারপর থেকে অদ্যাবধি হাদীছ সংকলনের কাজ পুরোদমে চলছে। বিশেষ হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে যে সকল মনীষী হাদীছ সংকলনের দুরূহ কাজ আঞ্জাম দেন ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ তাঁদের অন্যতম পুরোধা[১৭]।

বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

হাদীছ শাস্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। এ কারণে তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলোও ছিল পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইবনুল আছীর এ সকল বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

---

১৪. আল্লামা আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহ কুনুযিস সুন্নাহ, পৃ. ২১।

১৫. আল্লামা আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাকুনুযিস সুন্নাহ, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২২।

১৬. আল্লামা আবদুল আযীয খাওলী (র) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وان ذلك القرن الثالث لا جل عصور الحديث واسعدها بخدمة السنة ففيه ظهر كبار المحدثين وجهًا بذة المؤلفين وحدات الناقدين وففيه اشرقت شموس الكتب الستة التى كانت لا تغادر من صحيح الحديث الا النذر اليسير والتى عليها يعتمد المستنبطون وبها يعتضد المنا ظرون وعن محياها تنجاب الشبه وبضوءها يهتدى الضال ويبرد يقينها تتلج الصدور ·

"হিযরী তৃতীয় শতক হাদীছ যুগসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্নাহর পরিচর্যার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সৌভাগ্যমণ্ডিত। এযুগেই খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ, বিশাল বিশাল হাদীছ গ্রন্থ সংকলক এবং বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে। আর এ যুগে এমন ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থরূপ সূর্য উদিত হয় যেগুলোর সামান্য বিশুদ্ধ হাদীছই নিজেদের পেছনে রেখেছে। হাদীছ থেকে শরী'আতের বিধান চয়নকারী ফকীহগণ এগুলোর উপরই নির্ভর করেন। আর হাদীছের শ্রেণী ও মান নির্ণয়কারীগণ এগুলো থেকে দলীল গ্রহণ করেন। এগুলোর উপস্থিতিতেই সন্দেহের অবসান ঘটে। এগুলোর আলোক রশ্মিতে পথহারা ব্যক্তি পথের সন্ধান পায়। এগুলোর মাধ্যমেই বিশ্বাস সৃদৃঢ় হয় এবং অন্তরসমূহ শীতল হয় (আল্লামা আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহ কুনুযিস সুন্নাহ, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৯)।

১৭. ইবনুল আছীর ঃ জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল ১সং, (মাতবা'আতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া, কায়রো, ১৩৬৮ হি./১৯৪৯), ১খ, পৃ. ১৬-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ক) কোন কোন হাদীছ সংকলক শুধু হাদীছের শব্দমালা সংরক্ষণ এবং তা থেকে শরী'আতের আহকাম উদ্ভাবন করার নিমিত্তে গ্রন্থ সংকলন করেন।

খ) আবার কোন কোন সংকলক হাদীছসমূহেক স্থান বিবেচনায় সান্নিবেশ করেন। এ পর্যায়ে তারা গ্রন্থটিকে পৃথক পৃথক অধ্যায় বিভক্ত করেন। যেমন, সালাত সম্পর্কিত হাদীছকে তারা সালাত অধ্যায়ে এবং যাকাত সম্পর্কিত হাদীছকে যাকাত অধ্যায়ে স্থান দেন। ইমাম মালিক ইবন আনাস (র) (মৃ. ১৭৯ হি./৭৯৫ সন) এর মুওয়াত্তা, ইমাম বুখারী (র) এর জামি' সহীহ বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২০৪ হি./২৫৭ সন) এর সহীহ মুসলিম এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

গ) কোন কোন হাদীছ বিশারদ কঠিন শব্দ সম্বলিত এবং দুর্বোধ্য হাদীছসমূহ একটি গ্রন্থে সংগ্রহ করে শুধু হাদীছের মতন উল্লেখপূর্বক এ সকল শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এতে তারা হাদীছ থেকে আহকাম বের করার তেমন কোন প্রয়াস পাননি। এক্ষেত্রে আবূ উবায়দা আল-কাসিম ইবন সাল্লাম এবং আবূ মাহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতায়বা (র)-এর হাদীছ গ্রন্থ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঘ) আবার কোন কোন মুহাদ্দিছ একই সাথে হাদীছ থেকে সরাসরি আহকাম প্রণয়ন করতঃ ফিক্হবিদগণের মতামত ও উল্লেখ করেন। আবূ সুলায়মান মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবী (র) রচিত মা'আলিমুস সুনান এবং আলামুস সিনান এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঙ) কোন কোন হাদীছ বিশারদ হাদীছের অভিনব ও দুর্বোধ্য অংশের বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁরা হাদীছের পূর্ণ মতন উল্লেখ না করে শুধু কঠিন শব্দ ও দুর্বেধ্য বাক্যের উল্লেখ করে সেগুলোর ব্যাখ্যা দান করেন। যেমন, আবূ উবায়দ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ হাররা (র) এর গ্রন্থ এবং মুহাম্মাদ তাহির (র) এর মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার গ্রন্থ উল্লেখ্যযোগ্য।

চ) কোন কোন হাদীছ বিজ্ঞানী তারগীব (অনুপ্রাণিত করা) এবং তারহীব (ভীতি প্রদর্শন করা) সম্পর্কিত হাদীছসমূহ একত্র করার লক্ষ্যে হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ আল-হুসায়ন ইবন মাসঊদ (র) সংকলিত কিতাবুল মাসাবীহ অন্যতম। আল্লামা ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ (র) হাদীছ শাস্ত্র প্রণয়ন, বর্ণনা ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিরল অবদান রাখেন। এ পর্যায়ে হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অতুলনীয় অবদান লক্ষণীয়।

কোন পিতার সব ক'টি সন্তানই তাঁদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, মেধা ও মননশীলতার জন্য ইতিহাসের পাতায় নিজেদের স্থায়ী আসন করে নেয়ার দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। কিন্তু মাওসিলের জানযিজের

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সৌভাগ্যবান পিতা মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল কারীম ইবনুল আছীর (র) এর ক্ষেত্রে এ বিষয়টি পুরোপুরি সত্যে পরিণত হয়েছিল। ইবনুল আছীর (র) এর তিন পুত্র যথাক্রমে মাজদুদ্দীন, ইযযুদ্দীন ও যিয়াউদ্দীন প্রমুখ তাঁদের সমসাময়িক পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ হিসেবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। যদিও তাঁরা তিন ভাই 'ইবনুল আছীর' নামে পরিচিত কিন্তু আমরা এখানে আমাদের কাজের সুবিধার্থে তাঁদের বিশেষত্ব বিবেচনায় এনে তাদেরকে যথাক্রমে ইবনুল আছীর আল-মুহাদ্দিছ, ইবনুল আছীর আল-মুআ'ররিখ এবং ইবনুল আছীর আল-আদীব[১৮] এই নামে বিভক্ত করতে পারি। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় 'ইবনুল আছীর আল-মুহাদ্দিছ' হিসেবে হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদান আলোচনা করা হলো ঃ

ইবনুল আছীর বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ খতীবে মাওসিল আল্লামা আবুল ফাদল আত-তূসী (র) (মৃ. ৫৭৮ হি./১১৮২ সন) ও ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'দূন আল-কুরতুবী (র) (মৃ. ৫৬৭ হি./১১৭১ সন) থেকে হাদীছ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।[১৯]

অতঃপর স্থানীয় হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের নিকট হাদীছ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে বাগদাদ চলে যান। আবুল কাসিম সাহিবে ইবনুল খাল্ল (জ. ৪৭৫ হি./১০৮২, মৃ. ৫৫২ হি./১১৫৭সন), ইবন কুলায়ব (মৃ.

---

১৮. তাঁর পূর্ণনাম যিয়াউদ্দীন আবুল ফাতহ নাসরুল্লাহ ইবনুল আছীর। তিনি ৫৫৮ হি./১১৬২ সনে জাযীরা ইবন উমার জন্ম গ্রহণ করেন এবং জুমাদাল উখরা ৬৩৭ হি./১২৩৯ সন বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তিনি একজন অভিনব পদ্ধতির গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। অলংকার শাস্ত্রে 'আল-মাছালুস সাইর ফী আদাবিল কাতিব ওয়াশ শাইর (বূলাক, ১২৮২ হি./১৮৬৫ সন মাতবাউল বাহিয়্যা, ১৩১২ হি./১৮৯৪ সন) রচনা করেন। এ গ্রন্থটিকে ইসলামী বিশ্বে অত্যন্ত প্রামান্য মনে করা হয়। তাঁর সাহিত্যিক রচনা 'কিতাবুল মুরাসসা ফিল আদাবিয়্যাত' ইস্তাম্বুলে ১৩০৪ হি./১৮৮৬ সনে ছাপা হয়েছে। এটিই 'কিতাবুল মুরাসসা ফিল আবা ওয়াল উম্মাহাত' নামে ফ্রান্সে ১৮৯৬ সনে ছাপা হয়। এ সংস্করণে য়াকূতের অনুসরণে গ্রন্থটিকে তাঁর ভাই মাজদুদ্দীনের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের নাম ইবন খাল্লিকান ও ব্রকলমেন (Brockelmann) (১ ঃ ২৯৬) উল্লেখ করেছেন। তিনি কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন। আল-কাযী আল-ফাদিল সুলতান সালাহুদ্দীনের নিকট তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ৫৮৭ হি./১১৯১ সনে সুলতানের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হন এবং শীঘ্রই তাঁর পুত্র আল-মালিকুল আফদাল-এর উযীর নিযুক্ত হন। যখন দামেশ্ক আল-মালিকুল আফদালের হাতছাড়া হয়ে যায় তখন যিয়াউদ্দীন জনৈক প্রাসাদ রক্ষীর সাহায্যের একটি তালাবদ্ধ সিন্দুকে আত্মগোপন করে অতি কষ্টে মিসরে পৌঁছেন। আল-মালিকুল আফদাল তাঁর পূর্ব অধিকৃত এলাকার বিনিময়ে সুমায়সাতে শাসনকর্তা নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করেই থাকেন। কিন্তু এখানে তিনি অল্প দিনই অবস্থান করেন। ৬০৭ হি./১২৯০ খ্রি. তিনি হালব-এর শাসন কর্তার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অল্প দিনের মধ্যে এই চাকুরী ছেড়ে দেন এবং প্রথমে মাওসিল ও পরে ইরবিল ও সানজারে ভাগ্য পরীক্ষা করেন। ৬১৮ হি./১২২১ সনে তিনি মাওসিলে শাহযাদা মাহমূদের দিওয়ান-ই-ইনশা (ফরমান রচনা ও জারী) বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। মাওসিল হতে বাগদাদে গমনকালে পথিমধ্যে তার ইনতিকাল হয়। তাঁর পুত্র গ্রন্থকার শরফুদ্দীন মুহাম্মাদ ৬২২ হি./১২২৫ সনে যোবনকালেই মৃত্যু বরণ করেন। সুবকী ঃ তাবাকাতুশ-শাফিঈয়্যাহ; ৫খ. পৃ. ১৫৩; যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৪খ, পৃ. ১৯১।

১৯. সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল-কুবরা, (কায়রো) ৭খ. পৃ. ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯৬ হি./১১৯৯ সন), ইবন সুকায়না (মৃ. ৬০৭ হি./১২১০ সন) প্রমুখের নিকট হাদীছ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর পুনরায় মাওসিলে ফিরে আসেন এবং হাদীছ বর্ণনা ও নির্দেশনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিজ পুত্র এবং শিহাব আল-ফূযী ও অন্যান্য শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন।

হাদীছ বর্ণনা ও নির্দেশনা বিষয়ক কাজ ছাড়াও তিনি হাদীছ শাস্ত্রের উপর প্রমাণ্য গ্রন্থ রচনা এবং হাদীছ শাস্ত্রের নক্সা প্রণয়ন করেন। হাদীছ শাস্ত্রে একাজ ছিল তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এছাড়াও হাদীছের কঠিন শব্দাবলীর বিশ্লেষণও তাঁর অন্যতম খিদমত। এর ফলে হাদীছ সমালোচনা, পাদটীকা ও পরিভাষা বিভিন্ন স্তরে সন্নিবেশিত হয়।

ইবনুল আছীর হাদীছ শাস্ত্রের হাদীছ উপর দুটি প্রমাণ্য গ্রন্থ ও একটি ভাষ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি হচ্ছে 'জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল' শীর্ষক হাদীছ গ্রন্থ। এছাড়াও 'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার, এবং আশ-শাফী মুসানাদুশ শাফিঈ' তাঁর অমর সংকলন। ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯ হি./৭৯৫ সন) এর মুওয়াত্তা, ইমাম বুখারী (র) (জ. ১৯৪ হি./৮১০ সন, মৃ. ২৫৬ হি./৮৭২ সন) এবং ইমাম মুসলিম (জ. ২০৪ হি./৮১৭ সন, মৃ.২৬১ হি./৮৭০ সন) এর সহীহায়ন, ইমাম আবূ দাউদ (জ. ২০২ হি./৮১৭ সন, মৃ. ২৭৫ হি./৮৮৮ সন) এর সুনানু আবী দাউদ সিজিস্তানী, ইমাম নাসাঈ (র) (জ. ২১৫ হি./৮৩০ সন, মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫ সন) এর সুনানু নাসাঈ এবং ইমাম তিরমিযী (র) (জ. ২০৯ হি./৮২৪ সন, মৃ. ২৭৯ হি./৮৯৩ সন) এর জামে আত-তিরমিযী এবং তাঁর অন্যতম পূর্বসূরী ইমাম ইবন রাযীন (পূর্ণনাম আবুল হুসায়ন ইবন মু'আবিয়া আবদারী ইমামুল হারামায়ন) তবে ইমাম ইবন রাযীন নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনিই সর্বপ্রথম সিহাহ সিত্তাহকে একত্র করেন। জামিউল উসূল গ্রন্থটি উক্ত কিতাবের সংশোধিত সংস্করণ। ইমাম ইবন রাযীন (র) এর 'কিতাবুত তাজরীদের, অনুরসণে হাদীছসমূহ ইবনুল আছীর তাঁর গ্রন্থে সান্নিবেশিত করেন। তিনি ইমাম ইবন রাযীন (র) এর ন্যায় হাদীছের সনদ বাদ দেন এবং এক্ষেত্রে তিনি সর্ব প্রথম রাবী মহানবী (সা) এর সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন। আবার কখনো কখনো তাবেয়ীদের সূত্রেও হাদীছ বর্ণনা করেন। উল্লেখ্য যে, যে সব হাদীছের সনদ উর্ধ্ব দিকে সাহাবা পর্যন্ত পৌছেছে তাকে তাবেয়ীগণ 'আছার' বলে অভিহিত করেন।

হাদীছ শাস্ত্রে এটি ছিল তাঁর ইতিবাচক অবদান। ফলশ্রুতিতে সময় ক্ষেপন না করে অতি সহজে মহানবী (সা) এর হাদীছ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়। ধারাবাহিক রাবীদের নাম বাদ দিয়ে এবং প্রথম বর্ণনাকারী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখে তিনি ইমাম ইবন রাযীন (র) এর ন্যায় হাদীছ শাস্ত্রের সহজ ও সাধারণের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে বোধগম্য করে তোলেন। বিষয়বস্তু অনুসারে 'জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল' রচনাটি হচ্ছে ইবনুল আছীর এর অমর সৃষ্টি। হাদীছ শাস্ত্রের উৎস বিধানে এটি পর্থিকৃৎ গ্রন্থরূপে বিবেচিত।

তিনি শুধু বিষয়বস্তু অনুসারে হাদীছ বিন্যাস করেই থেমে যাননি বরং হাদীছ বর্ণনার স্থান, কাল নিখুঁতভাবে উল্লেখ করেন। হাদীছের সূত্র উল্লেখ করতে যেয়ে সংক্ষেপে 'খা' বর্ণ দ্বারা বুখারী, 'মীম বর্ণ দ্বারা মুসলিম এবং 'ত্বোয়া' দ্বারা ইমাম মালিক (র) এর মুওয়াত্তা ইত্যাদির নিদের্শনা উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, 'সুনানু ইবন মাজাহ' শীর্ষক হাদীছ গ্রন্থখানি উপমহাদেশে সিহাহ সিত্তাহ'র অন্যতম হাদীছ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। আরব জাহানের মুহাদ্দিছগণ সিহাহ সিত্তাহ'র ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে 'ইবনু মাজাহ' কে অন্তর্ভুক্ত না করে তদস্থলে মুওয়াত্তা ইমাম মালিক আবার কখনো কখনো সুনানু আদ-দারিমীকে অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাই এ গ্রন্থে ইবন মাজাহ এর স্থলে মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-এর নাম এসেছে।

তিনি হাদীছ শাস্ত্রকে ইল্‌ম বিষয়ক স্বাধীন শাখা হিসেবে বিন্যাস করেন। এ পর্যায়ে তিনি তাঁর অমর কীর্তি 'জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল গ্রন্থের প্রারম্ভে হাদীছ বিষয়ক কতিপয় নীতিমালা সন্নিবেশিত করেন। আসমাউর রিজালের গুরুত্ব অনুধাবন করে হাদীছের রাবীদের জীবন চরিত 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে স্থান দেন।[২০]

উপরন্তু ইবনুল আছীর স্বীয় গ্রন্থে হাদীছ সংকলনের ইতিহাস-প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে রাবীদের বিশ্বস্ত অবিশ্বস্ত হওয়ার বিষয়ে হাদীছের শ্রেণী বিন্যাস করেন। যেমন, মুনকাতি'[২১] মাওকূফ[২২] ইত্যাদি।

হাদীছ শাস্ত্রে 'জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল' গ্রন্থটি বরাত হিসেবে স্বীকৃত। এত অসংখ্য তথ্য বহুল বক্তব্য সন্নিবেশই হচ্ছে ইবনুল আছীর এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী কৃতিত্ব।

ইবনুল আছীর মুহাদ্দিছ হিসেবে তাঁর জীবন শুরু করলেও কোর্টের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে রাখেন। বস্তুত প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা ভাব সৃষ্টি হয়। ইয্যুদ্দীন মাসঊদ এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এবং আরসালান শাহ

---

২০. আবদুল হাই ঃ আত-তালীকাত আছ-ছানিয়া 'আলাল ফাওয়াইদ আল-বাহিয়া ফী তারাজিম আল-হানাফিয়্যা, করাচি, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ সন, পৃ. ৩৫।

২১. যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখান থেকে কোন এক স্তরে কানে রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুনকাতি' হাদীছ বলে। আর এই বাদ পড়াকে ইনকিতা' বলে।

২২. যে হাদীছের বর্ণনা সূত্র ঊর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যে সনদসূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে 'মাওকূফ' হাদীছ বলে। এর অপর নাম আছার।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে পূর্বপদে ফিরে আসতে সনির্বন্দ্ব অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।[২৩] বৃদ্ধ বয়সে তিনি করোণিক রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁর হাত পা অচল হয়ে যায় এবং তিনি নিজ বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকেন।[২৪]

অতঃপর তিনি অন্যের লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করেন। ঐ সময় তাঁর বাড়ীটি তৎকালীন খ্যাতিমান পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী মহলের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আসক্ত ইবনুল আছীরতাঁর বাড়ীতে অভ্যাগতদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তিনি নির্জনবাস করতে চাইলেও তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কারণ তৎকালীন সরকারের দৃষ্টিতেও তাঁর বাসস্থান ছিল একটি উচ্চ শিক্ষায়তন।

শেষ বয়সে তিনি বার্ধক্য জনিত বাচলতা পরিত্যাগ করতে অপারগ হলেও জ্ঞানান্বেষণের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ।[২৫]

এ ছাড়া তিনি একটি 'রিবাত' (খানকাহ) তৈরী করেন। এ রিবাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এ রিবাতটি ছিল মাওসিলের একটি গ্রামে অবস্থিত। এখানে তৎকালীন খ্যাতিমান সূফী-সাধক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ যাতায়ত করতেন। তিনি এ রিবাতকে Qasar-e-Harb (সামরিক প্রাসাদ) নামে অভিহিত করেন এবং মাওসিলবাসীদের জন্য উৎসর্গ করেন।

ইবনুল আছীর যখন নিজ বাড়ীতে করোণিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন তখন তাঁর সমস্ত কর্মই লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে ব্যাপক গবেষণার অনুকুল পরিবেশ পান। ফলে তিনি হাদীছ গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদীছ বর্ণনার কাজ অব্যাহত রাখেন। বস্তুত তিনি তাঁর জীবনের সিংহভাগ জ্ঞান অন্বেষণ ও প্রচারের কাজে ব্যয় করেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন, আমি সারা জীবন বিদ্যান্বেষণেই ব্যাপৃত ছিলাম।[২৬]

---

২৩. য়াকূত ঃ (প্রগুক্ত), পৃ. ২৩৯।

২৪. সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ (প্রাগুক্ত) পৃ. ১৫৪।

২৫. ইবনুল আছীর করোণিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসার ব্যবস্থা নেন। কিছু দিন পর তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেন বটে কিন্তু পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেননি। অথচ তিনি চিকিৎসককে বিদায় দেয়ার জ্যন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের পরামর্শ দেন। কার্যত তাই করা হয়। পুরোপুরি রোগমুক্ত হওয়ার পূর্বে চিকিৎসককে কেন বিদায় দেয়া হল এ বিষয় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে জানান, আমার অসুস্থ থাকা অবস্থায় অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী আমার কাছে যাতায়াত করতেন। কিন্তু আমি খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠায় তাঁদের যাতায়াত হ্রাস পেতে থাকে। ফলে তাঁদের কাছে আমার যাতায়াত অনিবার্য হয়ে পড়ে। কাজেই আমি চাচ্ছি, তাঁরা যেন আমার কাছে যাতায়াত করেন এবং আমাকে কষ্ট স্বীকার করে তাঁদের কাছে যেতে না হয়। তাই পুরোপুরি রোগ মুক্তির পূর্বেই চিকিৎসকের সম্মানী প্রদান করতঃ বিদায় দানের নির্দেশ দিয়েছি।

২৬. সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, (প্রগুক্ত) পৃ. ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল আছীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করলেও মহানবী (সা) এর হাদীছের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। এ জন্য তাঁকে হিজরী সপ্তম শতকের মুহাদ্দিছগণের দিকপাল বলে অভিহিত করা হয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষত হাদীছ শাস্ত্রে অবিস্মরণীয় কর্ম প্রবাহের জন্য ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ 'খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ' হিসেবে চির অমর হয়ে থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ তাফসীর-হাদীছ, ফিক্‌হ, আরবী ব্যাকরণ ও আরবী সাহিত্যে অসাধরণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান ইমাম ছিলেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থরাজি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ, আরবী ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আল্লামা হাফিয ইবন আবদুল বার (র) বলেন, সত্যিকার আলিম হতে হলে প্রথমে কুরআন হিফয করে তা সম্যক উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং এর সাথে হাদীছ শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। কারণ কুরআন মাজীদ অনুধাবনে হাদীছ শাস্ত্রে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার বাঞ্ছনীয়। কুরআন মাজীদ ও হাদীছ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করার ক্ষেত্রে আরবী ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি এবং সাহাবা কিরাম ও হাদীছের রাবীদের জীবন চরিত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।[১]

উল্লেখ্য যে, ইবনুল আছীর-এর জীবনে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন বিশ্বের প্রথিতযশা আলিমগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁর স্বনাম ধন্য কয়েকজন বিশিষ্ট উস্তাদের পরিচিতিমূলক বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

ক) ইবনুদ দাহ্‌হান

খ) আবুল হায্‌ম আল-মাক্‌কী

গ) ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সাদূন

ঘ) খতীবে মাওসিল আবুল ফাদ্‌ল

ঙ) আবুল কাসিম সাহিবে ইবনুল খাল্ল।

---

১. ইবনুল আবদুল বার ঃ জামিউ বায়ানিল ইলম, ১ম সং. (ইদারাতুত তাবা'আহ আল-মুনীরিয়্যাহ, মিসর), ২খ., পৃ. ১৬৬-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

চ) আবদুল ওয়াহহাব ইবন সুকায়না

ছ) ইবন কুলায়ব।

প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ইবনুদ দাহ্হান ঃ (তাঁর পূর্ণনাম নাসিহুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ সাঈদ ইবনুল মুবারক ইবন আলী ইবনুদ দাহ্হান আল বাগদাদী আন-নাহবী), তবে তিনি ইবনুদ দাহ্হান নামে সমধিক পরিচিত। তার বংশ পরম্পরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কা'ব আনসারী (রা)-র সাথে মিলিত হয়। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের নাহূ শাস্ত্রের খ্যাতিমান বৈয়াকরণ। তিনি ৫৩২ হি./১১৩৮ সনে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পরিণত বয়সে মন্ত্রী জামালুদ্দীন ইসফাহানীর নিকট মাওসিলে দূত হিসেবে প্রেরিত হন এবং কিছু দিন সেখানে অতিবাহিত করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থই ছিল তেতাল্লিশ খণ্ড বিশিষ্ট।[২]

তিনি মাওসিলে আসার সময় অসংখ্য গ্রন্থ বাগদাদে রেখে আসেন। এ সময়ই বাগদাদে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা হয়। তাতে তাঁর বাড়ী-ঘর ডুবে যায় এবং অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট গ্রন্থরাজি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই অনুতাপে তিনি এত বেশি কান্নাকাটি করেন যে, শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হরিয়ে ফেলেন। ইবন খাল্লিকান তাঁর সম্পর্কে বলেন, তার অনেক গ্রন্থ ছিল। কিন্তু 'কিতাবুল ফুসূল ফিল কাওয়াফী' ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি অথবা তাঁর এ গ্রন্থটির নাম ছিল 'আল-মুখতাসারু ফিল কাওয়াফী'।

খ্যাতিমান বৈয়াকরণ সীবওয়ায়হ ছিলেন তার সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব তিনি সত্তরোর্ধ বছর বয়সে ৫৯৬ হি./১১৯৯ সনে ইনতিকাল করেন।[৩]

আবুল হায্ম আল-মাক্কী ঃ (তাঁর পূর্ণ নাম আবুল হায্ম আল-মাক্কী আদ-দারীর ইবন যাইয়ান ইবন শাব্বাহ ইবন সালিহ আল-মাফসীনিয়্যি), তবে তিনি 'আবুল হায্ম আল-মাক্কী' নামে সমধিক পরিচিত। তিনি মাওসিলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট নাহুবিদ (বৈয়াকরণ)। তিনি ছিলেন সানজারের গভর্নর। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ গমন করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি আলী ইবন খাশশাব, ইবন কাসসার ও কামাল আম্বারীর নিকট দীনী বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। সিরিয়া পৌছেও তিনি তৎকালীন অসংখ্য খ্যাতিমান পণ্ডিতের নিকট দীনী

---

২. ইবনুল ইমাদ ঃ শাযারাতুয যাহাব, ৫খ, পৃ. ২৩৩।

৩. ইবন ইমাদ ঃ শাযারাতুয যাহাব, ৪খ., পৃ. ২৩৩; সুয়ূতী বুগইয়াতুল উয়াত, ২খ, পৃ. ২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইল্‌ম বিশেষতঃ ইলমুদ্দীন সাখাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। অদৃষ্ট ও অন্ধত্বকে সামনে রেখে তিনি আবুল আ'লা আল-মাআররীকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত পংক্তি রচনা করেন ঃ

اذا احتاج النوال الى شفيع * فلا تقبله تصبح قرير عين
اذا عيف النوال لفرد منٍ * فاولى ان يعاف لمنتين

অন্য পংক্তিতে বলেছেন ঃ

نفسى فداء لا غير غنبح * قال لنا الحق حين ودعنا
من ود شيئًا من حبه طمعًا * فى قتله للوداع وَعنا

তিনি ৬০৩ হি./১২০৬ সনে ইনতিকাল করেন।[৪]

ইয়াহইয়া ইবন সাদূন ঃ (তাঁর পূর্ণ নাম আল্লামা আবূ বাক্‌র ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সাদূন ইবন তাম্মাম ইবন মুহাম্মাদ আল-আযদী আল-কুরতুবী), তবে তিনি 'ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সাদূন' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন একাধারে খ্যাতিমান বৈয়াকরণ, ভাষাবিদ ও আরবী সাহিত্য বিশারদ।[৫] তিনি মাওসিলে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্ম তারিখ আজ্ঞাত। তিনি তৎকালের একদল খ্যাতিমান মনীষীর নিকট আরবী ভাষা ও কিরাআত শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে ইসকানদারিয়ার ইবনুল ফাহ্‌হাম কর্ডোবার আবূ মুহাম্মাদ ইতাব, মিসরের আবূ সাদিক মাদানী, বাগদাদের ইবনুল হুসাইন এবং আল্লামা জামাখশরী (র) অন্যতম। তিনি একজন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য মনীষী ছিলেন। অধিক ইবাদত গুযার হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি 'বিদ্যার সাগর' হিসেবে মানুষের নিকট সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৫৭৬ হি./১১৮৯ সনের ঈদুল ফিতরের দিন ৮২ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[৬]

হাদীছ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ইবনুল আছীর আল-মুবারক ইবন মুহাম্মাদ সমকালীন বহু প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদের নিকট মনোযাগ সহকারে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর কয়েকজন মুহাদ্দিছ উস্তাদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

* খতীবে মাওসিল আবুল ফাদ্‌ল

* আবুল কাসিম সাহিবে ইবনুল খাল্ল

---

৪. ইবন কাছীর ঃ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, (দারুল ফিক্‌র, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, বৈরূত, লেবানন), ১সং, ১৩খ., পৃ. ৪৬।

৫. ইবনুল জাযারী ঃ তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩৭২; সুয়ূতী ঃ বুগইয়াতুল উয়াত (প্রাগুক্ত), ১খ, পৃ. ৪১২।

৬. ইবনুল ইমাদ ঃ শাযারাতুয যাহাব (দারুল মাসিরাহ, বৈরূত, লেবানন, প্রকাশকাল ১৩৯৯ হি./১৯৭৯), ৪খ., পৃ. ২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

* আবদুল ওয়াহ্হাব ইবন সুকাযনাঃ

* ইবন কুলায়ব।

প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো ঃ

* খতীবে মাওসিল আবুল ফাদ্ল (তাঁর পূর্ণ নাম আবুল ফাদ্ল আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল কাদির আত-তুসী আল-বাগদাদী), তবে তিনি খতীবে মাওসিল নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ৪৮৭ হি./১০৯৪ সনের সফর মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবন বাত্তার ও আবূ বাক্র আত-তারাছুছী থেকে হাদীছ শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত হাদীছ বিশারদ। তিনি রমাযান মাসে ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু সন অজ্ঞাত।

ইবনুন নাজ্জার (র) বলেন, তিনি ফিক্হে শাফিঈ ও উসূলে শাফিঈ কায়সা হারাশী ও আবূ বাক্র শাশীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। আবূ যাকারিয়্যা তিরমিযীর কাছে তিনি আরবী ভাষায় গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি আমরণ মাওসিলের 'খতীব' ছিলেন।[৭]

* আবুল কাসিম সাহিবে ইবনুল খাল্ল ঃ (তাঁর পূর্ণনাম আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ), তবে তিনি 'সাহিবে ইবনুল খাল্ল' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি একজন বিশিষ্ট শাফিঈ ফিক্হ বিশারদ। তিনি ৪৭৫ হি./১০৮২ সনে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৫৫২ হি./১১৫৭ সনে ইনতিকাল করেন।[৮]

* আবদুল ওয়াহ্হাব ইবন সুকায়না ঃ (তাঁর পূর্ণনাম আবদুল ওয়াহ্হাব ইবন আলী ইবন উবায়দুল্লাহ আবূ আহমাদ আমীন ইবন সুকায়না), তবে তিনি 'ইবন সুকায়না' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। সুকায়না তার দাদীর নাম। তিনি ৫১৯ হি./১১২৫ সনের শাবান মাসে ইরাকে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে খ্যাতিমান হাদীছ বিশারদ, সূফী ও আবদাল। তিনি হাদীছ বিষয়ে সমকালীন অনেক খ্যাতিমান মুহাদ্দিছের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার পিতা আলী ইবন আলী, আবুল কাসিম ইবন হুসায়ন, আবূ গালিব মুহাম্মাদ ইবন হুসায়ন আল-মাওয়ার্দী, যাহির ইবন তাহির আশ-শাহামী, কাযী আবূ বাক্র আল-আনসারী, আবূ মানসূর ইবন যুরায়ক আল-কায্যায, আবুল কাসিম ইবন সামারকান্দী (র) অন্যতম।'

---

৭. ইবনুল ইমাদ ঃ শাযারাতুয যাহাব, (প্রাগুক্ত), ৪খ., পৃ. ২৬২।

৮. ইবন খাল্লিকান ঃ ওয়াফিয়্যাত, ৩খ., পৃ. ৩৬২; আস-সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা, (দারুল মা'রিফাহ, বৈরূত, লেবানন), ২সং, ৪খ., পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইবন সুকায়না (র)-এর নিকট থেকে শায়খ আল-মুওয়াফ্ফাক ইবন কুদামা, আবূ মূসা ইবন হাফিয আবদুল গণী, শায়খ আবূ আমর ইবনুস সালাহ, ইবন খলীল, যিয়া ইবনুন নাজ্জার, ইবন দীছানী, নাজীব আবদুল লতীফ, ইবন আবদুদ দায়িম, ইবন আসাকির, ইবন সামআনী (র) হাদীছ বর্ণনা করেন।

মাযহাবী বিষয়ে তিনি আবূ মানসূর ইবন রুযায (র) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আবূ মুহাম্মাদ ইবন খাশশাব ছিলেন তাঁর আরবী সাহিত্যের মহান উস্তাদ।

হাদীছ বিষয়ে ইবন নাসিরের কাছে তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীছ শাস্ত্রে তিনি সমকালীন মুহাদ্দিছগণের মধ্যমণি ছিলেন।

ইবনুন নাজ্জার (র) বলেন, তাকওয়া পরহিযগারী, গভীর সাধনা, ইবাদত-বন্দেগী, মহত্তম চরিত্র, কুরআন-সুন্নাহর পাবন্দ, তরীকত পন্থী হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন। তিনি সময়ের বেশ মূল্য দিতেন। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী কুরআন তিলওয়াত কি যিকর-আযকার কি হাদীছ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর সময় কাটত। কখনো তিনি নফল নামায আদায়ের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি জীবনে বহুবার হজ্জ ও উমরা পালন করেন। কুরআন-সুন্নাহ বিষয়ক ইলম অর্জনের মহান উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা শরীফে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন।

ইবনুল নাজ্জার (র) আরও বলেন, আমি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অনেক দেশ সফর করেছি এবং বহু আলিম-উলামার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছি কিন্তু তাঁর ন্যায় উঁচু মাপের 'কামিল লোক' আর কাউকে দেখিনি।

নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক কাযী ইয়াহ্ইয়া ইবনুল কাসিম (র) বলেন, ইবন সুকায়না (র) একটি মুহূর্ত ও অনর্থক অপচয় করতেন না। আমরা তাঁর কাছে গেলে বলতেন ঃ সালামা ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু বলবে না কারণ গভীর অধ্যবসায় ও গবেষণায় নিমগ্ন থাকার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আকর্ষণ।

আবূ শামা (র) বলেন, ইবন সুফায়না (র) ছিলেন তাঁর যুগের একজন খ্যাতিমান আল্লাহর ওলী। তিনি ১৯ রবিউছ্ছানী ৬০৭ হি./১২১৯ সনে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তাঁর জানাযায় অগণিত লোক অংশ গ্রহণ করেন।[৯]

---

৯. আস-সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা, (প্রাগুক্ত) ৫খ., পৃ. ১৩৬-১৩৭; ইবন কাছীর ঃ আল-বিদায়া (প্রাগুক্ত), ১৩ খ., পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

* ইবন কুলায়ব ঃ (তাঁর পূর্ণনাম আবুল ফারাজ আবদুল মুনঈন ইবন আবদুল ওয়াহহাব ইবন সা'দ আল-হাররানী আল-বাগদাদী আল-হাম্বলী আত-তাজির)। তবে তিনি 'ইবন কুলায়ব' নামে ইসমধিক পরিচিত। তিনি ৫০০হি./১১০৭ সনে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অসংখ্য মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছ বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর মহান উস্তাদগণের মধ্যে ইবন বায়ান, ইবন নাহবান, ইবন যায়দান হালওয়ানী (র) প্রমুখ অন্যতম। এ ছাড়াও তিনি অনেক বিখ্যাত উস্তাদের সাহচর্য লাভ করে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি ৯৬ বছর বয়সে ৫৯৬ হি./১১৯৯ সনে ইনতিকাল করেন।[১০]

ইবনুল আছীর-আল মুবারক যেমন অসংখ্য খ্যাতিমান উস্তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তদ্রূপ তিনি অসংখ্য প্রথিতযশা ছাত্র তৈরি করে যান। তাঁর স্বনামধন্য ছাত্রদের কয়েকজন হলেন ঃ

(১) ইবনুল আছীর এর পুত্র। আস-সুবকী (র) নিজ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেননি।

(২) আবুল ফাত্হ মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন শিহাবুদ্দীন আত-তূসী।

(৩) প্রধান বিচারপতি আবূ তালিব আলী ইবন আলী ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল বুখারী আশ-শাফিঈ।

(৪) আল-কিফ্তী।

প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

* ইবনুল আছীর এর পুত্র। তার নাম ও পরিচয় উভয়ই অজ্ঞাত। আস-সুবকী তদীয় গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেননি।

* আবুল ফাত্হ মুহাম্মাদ আত্-তূসী (তাঁর পূর্ণ নাম আবুল ফাত্হ মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন শিহাবুদ্দীন আত-তূসী), তবে তিনি আশ-শিহাব আত-তূসী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ৫২২ হি./১১২৮ সনে মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) এর শিষ্য আবুল ওয়াকত এবং মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়ার নিকট দীনী ইলম অর্জন করেন। ইবনুল মুহায়রী (র) ও তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন। এরপর তিনি মিসর চলে যান এবং সেখানে দীনী ইল্ম প্রচার ও তাবলীগে দীনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান ইমাম, আল্লাহ ভীরু, দুনিয়া বিমুখ এবং সালফে সালেহীনের তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ্যে তাঁর বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল।

একবার তৎকালীন বাদশাহ এবং তিনি ঈদের নামায আদায়ের জন্যে ঈদগাহে আসেন। অসংখ্য লোক তাঁদের চারপাশে জড়ো হয় এবং তারা আংগুল দিয়ে তার দিকে ইশারা করে বলে ইনি হলেন

---

১০. ইবনুল ইমাদ ঃ শাযারাতুয যাহাব, (প্রাগুক্ত), ৪খ, পৃ. ২২৭; ইবন কাছীর ঃ আল-বিদায়া, (প্রাগুক্ত), ১৩খ, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আলিমগণের সম্রাট। বাদশাহ একথা শুনে সায় দেন, কোন প্রতিবাদ করেননি। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান মুবাল্লিগে দীন। আশ'আরিয়া মাযহাবের উৎকর্ষ বিধানে তাঁর অবদান ছিল অপূর্ব। তিনি সর্বদা আত্ম-সম্মান বজায় রেখে চলতেন। তিনি ৫৯৬ হি./১১৯৯ সনের যুল-কা'দা মাসে ৭৪ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

তৎকালীন বাদশাহর পুত্ররা তাঁর লাশ খাঁটিয়ায় তুলে নিজ নিজ কাঁধে বহন করেছিল।

হাফিয আবুল আব্বাস ইবন মুযাফ্ফার আহমাদ ইবন আবদুর রহমান মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-মুকাদ্দিসিয়া এবং আবুল হাসান ইবন কাওসী (র) বলেন, বিশিষ্ট ফিক্হবিদ ইবন হিময়ারী বলেছেন ঃ ইমাম আবুল ফাত্হ আত-তূসী (র) নিজকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত পংক্তি রচনা করেন ঃ

طلعت على بغداد والعلم طالع * كما طلعت الشمس من السرطان
ومصر كجدى منزل لهبوطه * كذا الحوت فى الحالين للحدثان

* ফাখরুদ্দীন ইবনুল বুখারী ঃ আস-সুবকী (র) বলেন, তিনি সম্ভবত প্রধান বিচারপতি আবূ তালিব আলী ইবন আলী ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল বুখারী আশ-শাফিঈ। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিছ। তিনি ৫০০ হি./১১০৬ সনে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। আবুল কাসিম ইবন ফাদলানের নিকট ফিক্হ এবং আবুল ওয়াক্ত ও অপরাপর মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছ বিষয়ক গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি বাগদাদ থেকে সিরিয়া চলে যান। অতঃপর বাগদাদে ফিরে আসেন। আব্বাসী খলীফা আমীরুল মুমিনীন আন-নাসির লি দীনিল্লাহ তাকে বিচারপতি নিয়োগ করেন। তাই তাকে 'কাদিউল কুদাত'-প্রধান বিচারপতি বলা হয়। আজীবন তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। অতঃপর তিনি ৫৯৩ হি./১১৯৬ সনে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। মৃত্যু কালের তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।[১১]

* আল-কিফতী ঃ তাঁর জন্ম সন অজ্ঞাত। তিনি বলেন, আমার উস্তাদ ইবনুল আছীর তাঁর যাবতীয় রিওয়ায়াত আমাকে শুনিয়েছেন এবং হাদীছ রিওয়ায়াত করার লিখিত অনুমতি প্রদান করেছেন।[১২]

---

১১. আস-সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা, (প্রগুক্ত), ৪খ, পৃ. ২৭৯; ইবন ইমাদ ঃ শাযারাতুয যাহাব, (প্রাগুক্ত), ৪খ, পৃ. ১৪৩; ইবনুল আছীর ঃ আন-নিহায়া, ভূমিকা, পৃ. ১৫।

১২. ইবনুল আছীর ঃ আন-নিহায়া , ভূমিকা, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ প্রণীত গ্রন্থসমূহের তালিকা ও গ্রন্থ পরিচিতি

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর রয়েছে বিস্ময়কর অবদান। তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ, আরবী ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রণীত গ্রন্থসমূহ তাঁকে চির অমর করে রেখেছে। তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক) তাফসীর শাস্ত্র ঃ

১. আল-ইনসাফ ফিল জাম্‌ঈ বায়নাল কাশ্‌ফি ওয়াল কাশ্‌শাফ (الانصاف فى الجمع بين الكشف والكشاف)

খ) হাদীছ শাস্ত্র ঃ

১. আশ-শাফী শারহু মুসনাদিশ শাফিঈ (الشافى شرح مسند الشافعى)

২. আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার (النهاية فى غريب الحديث والاثر)

৩. জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল (সা) (جامع الاصول فى احاديث الرسول)

গ) অংক শাস্ত্র ঃ

১. রাসাঈল ফিল হিসাব মুজাদাওয়ালাত (رسائل فى الحساب مجدولات)

ঘ) ব্যাকরণ শাস্ত্র ঃ

১. আল-বাহির ফিল-ফুরূক (الباهر فى الفروق)

২. আল-বাদীঈ (البديع)

৩. তাহযীবু ফুসুলি ইবনিদ দাহ্‌হান (تهذيب فصول ابن الدهان)

৪. আল-ফুরূক ওয়াল আবনিয়াহ (الفروق والابنية)

ঙ) অন্যান্য ঃ

১. দিওয়ানু রাসাঈল (ديوان رسائل)

Dhaka University Institutional Repository

২. শারহু গারীবিত তিওয়াল (شرح عريب الطوال)

৩. কিতাবু লাতীফি ফী সনা'আতিল কিতাবাহ (كتاب لطيف فى صنعة الكتابة)

৪. আল-মুখতার ফী মানাকিবিল আখয়ার আও আল-আবরার (المختار فى مناقب الاخيار او الابرار)

৫. আল-মুরাসসাআ ফিল-আবা ওয়াল-উম্মিহাত ওয়াল-আবনা ওয়াল-বানাত ওয়াল-আযওয়া ওয়ায-যাওয়াত (المرصع فى الاباء والامهات والابناء البنات والاذواء والذوات)

৬. আল-মুসতাফা ওয়াল মুখতার ফিল আদঈয়া ওয়াল আযকার। (المصطفى والمختار فى الادعية والاذكار)

তাফসীর সংক্রান্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিভিন্ন ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ প্রণীত গ্রন্থরাজির তালিকা পেশ করার পর আমরা পৃথক পৃথকভাবে উপরিউক্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহজলভ্য গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

ইসলামে তাফসীর শাস্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। আল্লামা ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ (র) অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় তাফসীর শাস্ত্রেও প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রণীত তাফসীর গ্রন্থটির নাম 'আল-ইনসাফ ফিল-জামঈ বায়নাল কাশ্‌ফ ওয়াল কাশ্‌শাফ'। এ গ্রন্থখানি তাফসীরে ছা'লাবী[১] এবং আল্লামা জামাখশারী (র)[২] প্রণীত 'তাফসীরে কাশ্‌শাফ' গ্রন্থ দ্বয়ের সমন্বয়ে বিরচিত।

---

১. ছা'লাবী ঃ (তাঁর পূর্ণ নাম আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আছ-ছা'লাবী আল-নীশাপুরী), ছা'লাবী তাঁর উপাধি, এটি গ্রন্থকারের দিকে সম্পর্কিত কোন কিছু নয়। তিনি নীশাপুরের একজন খ্যাতিমান মুফাস্‌সির। 'আল-কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ন ফী তাফসীরিল কুরআন' নামে তাঁর একটি বিশাল তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে (আল্লামা ইবনুল আছীর আল-মুবারক (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থের নামকরণের একটি অংশ 'আল-কাশ্‌ফ' গ্রহণ করেন)। আম্বিয়া 'আলাইহিমুস সালামের জীবনীমূলক একটি অনবদ্য গ্রন্থ রয়েছে তাঁর। গ্রন্থটির নাম 'কিতাবুল আরায়ীস ফী কাসাসিল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম'। তঁর এ গ্রন্থটি অনেক খুটিনাটি বিষয়ে ভরপুর। আবদুল গাফির ইবন ইসমাঈল আল-ফারিসী (র) তাঁর 'তারীখে নীশাপুর' গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর বিবরণ প্রামাণ্য ও তথ্য নির্ভর। মুহাররাম মাসের কোন এক বুধবারে ৪২৭ হি./১০৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন। (সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়া, ৩খ., পৃ. ২৩ ; ইবন কাছীর ঃ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২খ., পৃ. ৪০ ; হাজ্জী খলীফা ঃ কাশফুল যুনূন, ১খ., পৃ. ১৮২)।

২. যামাখশারী ঃ (তাঁর পূর্ণনাম আবুল কাসিম মাহমুদ ইবন উমার) তবে তিনি আল্লামা যামাখশারী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত, ধর্ম শাস্ত্রবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি ২৭ রজব ৪৬৭ হি./৮ মার্চ ১০৭৫ সনে খাওয়ারিজম নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় ভ্রমণ ব্যপদেশে মক্কা মুয়াযযামায় গমন করেন। বায়তুল হারামে ইবন ওয়াহ্‌হাসের নিকট শিক্ষার্থী হিসেবে কিছু দিন অবস্থান করেন। এজন্য তাঁর ডাকনাম হয় 'জারুল্লাহ' (আল্লাহর প্রতিবেশী)। ইতঃপূর্বে সাহিত্যের গগণে তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে আবির্ভূত হন। হাজ্জে যাত্রা পথে বাগদাদ অতিক্রমকালে তদানীন্তন মনীষী হিবাতুল্লাহ ইবন শাজারী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ধর্ম তত্ত্বের দিক থেকে তিনি মুতাযিলা ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। পারস্য বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তিনি

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান কাজে শুধু মাতৃভাষা প্রয়োগ করেন। আরাফাতের দিন ৫৩৮ হি./১৪ জুন ১১৪৪ সনে তিনি খাওয়ারিযমের অন্তর্গত জুরজানিয়াতে ইনতিকাল করেন। ইবন বাত্তূতা (প্যারিস সংস্করণ, ৩খ., পৃ. ৬) সেখানে তাঁর সমাধি পরিদর্শন করেন।

তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'আল-কাশশাফ' আল হাকায়িকিত তানযীল ফী উয়ূনিল আকাবীল' নামক তাফসীর গ্রন্থখানি ৫২৮ হি./১১৩৪ সনে লেখার কাজ শেষ হয়। এ গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি ঘোষণা দেন, কুরআন মাজীদ সৃষ্ট। মুতাযিলা মাযহাবের গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও সুন্নী সমাজেও এর পঠন বহুল প্রচলিত। হাদীছের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ দিয়ে গ্রন্থকার আকীদাগত দর্শনের ব্যাখ্যা দানের অধিক মনোনিবেশ করেন। তিনি ব্যাকরণ সম্পর্কিত বিষয়াদি ছাড়াও আলংকরিক সৌন্দর্যের দিকে বিশেষ নযর রাখেন। এভাবে তিনি কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্ব সমর্থন করেন। তিনি আভিধানিক দিকের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেন। তিনি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন পঠন পদ্ধতি সম্পর্কেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং স্বীয় ব্যাখার সমর্থনে প্রাচীন কাব্য গ্রন্থ হতে বহু উদ্ধৃতি পেশ করেন। কাযী আল-বায়দাবী যখন তদীয় সুন্নী ভাষ্য প্রকাশ করেন এবং ব্যাকরণগত ব্যাখ্যার যাথার্থতায় ও কুরআন মাজীদের বিভিন্ন পাঠের আলোচনায় তাঁকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেন, তখনও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যামাখশারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। মুসলিম পাশ্চাত্যে তাঁর আকীদাগত মুতাযিলা মতবাদ মালিকীদের বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করে তোললেও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন খালদূন তাঁর ভাষ্য গ্রন্থকে অন্যান্য ভাষ্যের তুলনায় উচ্চতর মর্যাদা দান করেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তাঁর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মুসলিম প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যে খুব অল্পই পাওয়া যায়। W. Nassauless, মাওলাবী খাদিম হুসায়ন এবং মাওলাবী আবদুল হায়্যি (র) কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে পরেই বুলাক ১২৯১, কায়রো ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩১৮ এবং ১৩৫৪ হিজরীতে এর কয়েকটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। কাশ্‌শাফ গ্রন্থখানির একাধিক টীকা ও ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এজন্য দ্র. Brockelmann, GAL-1 পৃ. ৩৪৫ এবং Suppl-1 পৃ. ৫০৭। তাঁর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলোর মধ্যে ৫১৩-৫১৫ হি./১১১৯-১১২১ খ্রিস্টাব্দে লিখিত আল-মুফাস্‌সাল সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল সাবলীল ও পরিপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন J.B. Broch, Christionia 1859, 1879. এর টীকা ভাষ্য এবং তার অন্যান্য ভাষা তাত্ত্বিক গ্রন্থ সম্পর্কে Brockelmann উদ্ধৃত পৃষ্ঠাসমূহ দ্র.।

তাঁর সংকলিত গ্রন্থ ও বাণীসমূহে স্বীয় বিস্ময়কর ভাষা জ্ঞানের প্রমাণ দেন এবং তা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অদ্যাবধি অমুদ্রিত আল-মুসতাকসা ফিল আমছাল গ্রন্থে বহু পুরাতন প্রবাদ সংগৃহীত হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি তিনটি প্রবচন গ্রন্থ সংকলন করেন এবং তাতে যথেষ্ট যত্ন সহকারে অলংকার শাস্ত্রের সুন্দর সুন্দর কলাকৌশল সন্নিবেশ করেন। গ্রন্থরাজির নাম যথাক্রমে ঃ (১) নাওয়াবিগুল কালিম ; (২) রাবীউল আবরার ফী মা য়াসুররুল কাওয়াতির ওয়াল আফকার ; (৩) আত-ওয়াকুয যাহাব ফিল মাওয়াইজ ওয়াল খুতাব।

তিনি মাকামাত নামে কয়েকখানা নীতি ও উপদেশমূলক গ্রন্থও রচনা করেন। এসব গন্থের প্রথমেই তিনি নিজেকে 'য়া আবাল কাসিম" বলে সম্বোধন করেছেন। এ সকল রচনা 'আন-নাসাইহুল কিবার' নামেও পরিচিত। তিনি এর সাথে ব্যাকরণ, ছন্দ শাস্ত্র এবং আয়্যামুল আরাব-আরবদের গোত্রীয় যুদ্ধ সম্পর্কে বিণিন্ন ধরনের পাঁচটি অংশ সংযুক্ত করেন যা ৫১২ হি./১১১৮ খ্রিস্টাব্দে কঠিন পীড়া হতে আরোগ্য লাভের পর তিনি রচনা করেন। গ্রন্থকারের টীকাসহ কায়রোতে হিজরী ১৩১৩ ও ১৩২৫ সনে মুদ্রিত হয় এবং O. Rescher কর্তৃক অনূদিত হয়।

তঁর কিতবু নুযহাতলি মুতাআন্নিস ওয়া নাহযাতিল মুকতাবিস গ্রন্থখানিও আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এটি রম্য রচনার অভিধান বিষয়ক। এর পাণ্ডলিপি আয়া সোফিয়াতে সংরক্ষিত, নং ৪৩৩১।

তাঁর রচিত কবিতার মধ্যে যে সব কবিতা একটি দীওয়ানে ফিহরিস্ত, (কায়রো), ৩খ., পৃ. ১৩১) সংগৃহীত, তন্মধ্যে তদীয় শিক্ষক আবূ মুদার সম্পর্কে লিখিত শোকগাথা আল-ইয্‌যর মাদনূন গ্রন্থে মুদ্রিত, সম্পা. য়াহূদা, পৃ. ১৬।

হাদীছ শাস্ত্রে তিনি কেবলমাত্র দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। যথা ঃ (১) মুখতাসারুল মুওয়াফাকা বাইনা আলাল বায়ত ওয়াস সাহাবা। এর পাণ্ডুলিপি আহমদ তাইমূরের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দ্র. RAAD, X. 313 ; (২) "খাসাইসুল আশরাতিল কিরামিল বারারা"।

Dhaka University Institutional Repository

হামাভী (র) বলেন, আল্লামা ইবনুল আছীর প্রণীত তাফসীর গ্রন্থখানি চার খণ্ডে সমাপ্ত। আমরা অনুসন্ধান করে উক্ত গ্রন্থখানির কোন কপি পাইনি।

হাদীছ শাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের পরিচিতি ঃ

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় হাদীছ শাস্ত্রের উপর অনেক প্রামাণ্য হাদীছ গ্রন্থের তথ্য আমাদের নিকট রয়েছে। হাদীছ গ্রন্থত্রয়ের পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

(১) আশ-শাফী শারহু মুসনাদিশ শাফিঈ

আল্লামা য়াকূত আল-হামাভী (র) বলেন, এ গ্রন্থের বিন্যাস পদ্ধতি অভিনব। কারণ এতে তিনি শরীআতের আহকাম আভিধানিক অর্থ তথা সর্ব বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। গ্রন্থটি একশো বাণ্ডিল বিশিষ্ট। এর একটি কপি মিসরের দারুল মিসরিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এতে ৩০৬খানা হাদীছ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি চার খণ্ডে বিভক্ত। এর আর একটি কপির সন্ধান পাওয়া যায়, যার নম্বর 'বা' ২২১১৮৪।[৩]

(২) আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর হাদীছ তাঁর জীবদ্দশা থেকেই সাহাবা কিরাম এক দিকে মুখস্থ করেন অন্য দিকে বাস্তবে আমল এবং লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণের মহান দায়িত্ব পালন করেন। হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক হাদীছ সংরক্ষণ ও সংকলনের সোনালী যোগ হিসেবে বিবেচিত। তবে বিষয় ভিত্তিক কিংবা শাব্দিক বিশ্লেষণ সম্বলিত হাদীছ গ্রন্থ রচনার কাজ হিজরী দ্বিতীয় শতকে শুরু না হলেও তৃতীয় শতকের প্রথম দিকে কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিছ এ মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যিনি গারীবুল হাদীছ' রচনার কাজে সর্ব প্রথম এগিয়ে আসেন তিনি হলেন আবূ উবায়দা মা'মার ইবনুল মুছান্না আত-তায়মী (মৃ. ২১০ হি./৮৩২ খ্রি.)।[৪]

এরপর পুরোদমে গারীবুল হাদীছ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার কাজ অব্যাহত থাকে। আবূ 'আদনান আস-সুলামী, আবদুর রহমান ইবন আবদুল 'আলা-যিনি আবূ উবায়দার সমকালীন ব্যক্তিত্ব, তিনি গারীবুল

---

৩. ইবনুল আছীর ঃ আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার, ১খ., ভূমিকা, পৃ. ১৭)। আমাদের অনুসন্ধানে এ গন্থের পরিচিতির বিষয়ে অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

৪. খাতীব ঃ তারীখে বাগদাদ, ১২খ., পৃ. ৪০৫; যাকূত হামাভী ঃ মু'জামুল উদাবা, ১৯খ, পৃ. ১৫৫; হাজ্জী খলীফা ঃ কাশ্‌ফুয যুনূন , ১খ., পৃ. ১২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীছ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন দারাসতাওয়াহ (র) সুনান ও ফিক্‌হ বিষয়ক নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেন।[৫]

তৃতীয় হিজরী শতকে আন-নাদর ইবন শুমায়ল (মৃ. ২০৩ হি./৮২৫ খ্রি.); মুহাম্মাদ ইবনুল মুসতানীর কুতরুব (মৃ. ২০৬ হি./৮২৮ খ্রি.) তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম 'গারীবুল আছার' ; আবূ আমর আশ-শায়বানী ; ইসহাক ইবন মিরার (মৃ. ২১০ হিঃ/৮৩২ খ্রি.) ; আবূ যায়দ আল-আনসারী, সাঈদ ইবন আঊস ইবন ছাবিত (মৃ. ২১৫ হি./৮৩৭ খ্রি.) ; আবদুল মালিক ইবন কুরায়ব আল-আসমায়ী (মৃ. ২১৬ হি./৮৩৮ খ্রি.) ; ইমাম আর-রিদার ছাত্র আল-হাসান ইবন মাহবূব আস-সাররাদ (মৃ. ২০৩ হি./৮২৫ খ্রি.); আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম (মৃ. ২২৪ হি./৮৪৬ খ্রি.); তাঁর প্রণীত গ্রন্থের একটি কপি দারুল কুতুব মিসরিয়ায় সংরক্ষিত আছে। এ গ্রন্থে ২০৫১টি হাদীছ স্থান পেয়েছে।

ইবনুল আরাবী-মুহাম্মাদ ইবান যিয়াদ (মৃ. ২৩১ হি./৮৫৩ খ্রি.); আমর ইবন আবূ আমার আশ-শায়বানী (মৃ. ২৩১ হি./৮৫১ খ্রি.); আলী ইবনুল মুগীরা আল-আছরাম (মৃ. ২৩২ হি./৮৫৫ খ্রি.); আবূ মারওয়ান আবদুল মালিক ইবন হাবীব আল-ইলবিয়ারী (মৃ. ২৩৮ হি./৮৬০ খ্রি.); আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন হাবীব আল-বাগদাদী আন-নাহবী (মৃ. ২৪৫ হি./৮৬৭ খ্রি.); আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কাযীম।[৬]

শামির ইবন হামদাওয়াহ আল-হারাবী (মৃ. ২৫৫ হি./৮৭৭ খ্রি.); ছাবিত ইবন আবূ ছাবিত, ওয়াররাক আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম। তাঁর জন্ম-মৃত্যু সন অজ্ঞাত।

ইবন কুতায়বা আবূ মুহাম্মাদ আবুল্লাহ ইবন মুসলিম (মৃ. ২৭৬ হি./৮৯৮ খ্রি.); আবূ মুহাম্মাদ সালামা ইবন আসিম আল-কূফী (র)।[৭]

আবূ ইসহাক ইবরাহীম আল-হারাবী (মৃ. ২৮৫ হি./৯০৭ খ্রি.); আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন য়াযীদ আল-মুবাররাদ (মৃ. ২৮৫ হি./৯০৭ খ্রি.); মুহাম্মাদ ইবন আবদুস সালাম আল-খুশানী (মৃ. ২৮৬ হি./৯০৮ খ্রি.)। মুহাম্মাদ ইবনুল খায়র (র) তাঁর গ্রন্থের বিবরণ দেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রণীত গ্রন্থখানি বিশ খণ্ডবিশিষ্ট। শারহু হাদীছিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গ্রন্থখানি এগার খণ্ডে সমাপ্ত।

---

৫. খাতীব ঃ তারীখে বাগদাদ, ১২খ., পৃ. ৪০৫।

৬. ইমাম সুয়ূতী ঃ বুগইয়াতুল উয়াহ পৃ. ৫৯।

৭. আল্লামা ইবনুল জাযারী (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি ২৭০ হি./৮৯২ সনে ইনতিকাল করেন (তাবাকাতুল কুরবা, ১খ., পৃ. ৩১১). কাশফুয যুনূন প্রণেতা হাজ্জী খলীফা (র) বলেন, তিনি ৩১০ হি./৯৩২ সনে ইনতিাকল করেন। (পৃ. ১৭৩০)।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীছুস সাহাবা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। তাবয়ীন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া ছা'লাব (মৃ. ২৯১ হি./৯১৩ খ্রি.); ইবন কায়সান; মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইবরাহীম। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০০।[৮]

হিজরী চতুর্থ শতকে যে সব মুহাদ্দিছ গারীবুল হাদীছ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ কাসিম ইবন ছাবিত ইবন হায্ম আস-সারাকুসতী (মৃ. ৩০২ হি./৯২৪ খ্রি.)। য়াকূত (র) বলেন, হুমায়দী (র) বলেছেন ঃ কাসিম ইবন ছাবিত প্রণীত হাদীছ গ্রন্থটির নাম 'কিতাবু গারীবিল হাদীছ'। তাঁর নিকট থেকে পিতা ছাবিত হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থটি উচ্চ মানের এবং প্রসিদ্ধ। আবূ মুহাম্মাদ আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন হায্ম (র) অনুরূপ উল্লেখ করেন।

কিফতী (র) বলেন, কাসিম ইবন ছাবিত (র) এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার নাম রাখেন 'কিতাবুদ দালাইল।[৯]

কাসিম (র) ইনতিকাল করেন ৩০১ হি./৯২৪ খ্রি. এবং তাঁর পিতা ছাবিত ইনতিকাল করেন ৩১৩ হি./৯৩৫ খ্রি.। আবূ মুহাম্মাদ কাসিম ইবন মুহাম্মাদ আল-আম্বারী (মৃ. ৩০৪ হি./৯২৬ খ্রি.)।

আবূ মূসা আল-হাযিম সুলায়মান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ (মৃ. ৩০৫ হি./৯২৭ খ্রি.)।

ইবন দুরায়দ আবূ বাক্র মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (মৃ. ৩২১ হি./৯৩৪ খ্রি.)

আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আল-আম্বারী (মৃ. ৩২৮ হি./৯৫০ খ্রি.)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম 'গারীবুল হাদীছ'। ৪০,০০৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত।[১০]

আবুল হুসায়ন উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল কাযী আল-মালিকী (মৃ. ৩২৮ হি./ ৯৫০ খ্রি.)।

ছা'লাবের মুক্তদাস আবূ উমার মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ আয-যাহিদ (মৃ. ৩৪৫ হি./৩৬৭ খ্রি.)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম 'মুসনাদে আহমাদ ইবন হাম্বাল'।

ইবন দারাসতাওয়াহ আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (মৃ. ৩৪৭ হি./৯৬৯ খ্রি.)।

---

৮. য়াকূত ঃ মু'জামুল উদাবা, ১৭খ., পৃ. ১৩৯; খতীব বাগদাদী (র) বলেন, ইবন কায়সান ২৯৯ হি./৯১১ সনে ইনতিকাল করেন। (তারিখে বাগদাদ, ১খ. পৃ. ৩৩৫); ইম্বাউপর রওয়াত ৩খ., পৃ. ৫৯; (বুগইয়াতুল উয়াত গ্রন্থের পৃ. থেকে উদ্ধৃত) য়াকূত বলেন, খাতীবের উদ্ধৃতি যথার্থ নয়। তিনি আরও বলেন, আমি তারিখে আবি গালিব হাম্মাম ইবন ফাদল-পাঠান্তে জানতে পেরেছি যে, ইবন কায়সান ৩২০ হি./৯৪২ সিনের ইনতিকাল করেন। (মু'জামল উদাবা, ১৭ খ. পৃ. ১৪১)।

৯. ইম্বাউর রুওয়াহ, ১খ., পৃ. ২৬২ (বুগইয়াতুল ইয়াত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

১০. ইবন খাল্লিকান ঃ ওয়াফাতুল আইয়ান, ৩খ., পৃ. ৪৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ সুলায়মান আল-খাত্তাবী হাম্‌দ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবনুল খাত্তাব আল-বুস্তী আশ-শাফিঈ (মৃ. ৩৮৮ হি./৯১০ খ্রি.)।

পঞ্চম হিজরী শতকে আবূ উবায়দা আল-হারাবী আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (মৃ. ৪০১ হি./১০২৩ খ্রি.)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম 'গারীবুল কুরআন' এবং 'গারীবুল হাদীছ'। ইবনুল আছীর-আল মুবারক তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নে দুটো কিতাবের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। দারুল মিসরিয়ায় এর বেশ কয়েকটি কপি সংরক্ষিত আছে।

আবুল কাসিম ইসমাঈল ইবনুল গাযী আল-বায়হাকী (মৃ. ৪০২ হি./১০২৪ খ্রি.)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থখানির নাম 'সামতুছ ছারায়া ফী মাআনি গারীবিল হাদীছ।[১১]

আবুল ফাত্‌হ সুলায়মান ইবন আয়্যুব আর রাযী আশ-মাফিঈ (মৃ. ৪৪৭ হি./১০৬৯ খ্রি.)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের একটি কপি দারুল কুতুব আল-মিসরিয়ায় সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থখানার নাম তাফসীরুল গারীবিয়্যীন, ১০১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

ইসমাঈল ইবন আবদুল গাফির। ইনি সহীহ মুসলিমের একজন রাবী (মৃ. ৪৪৯ হি./১০৭১ খ্রি.)। তিনিও এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তবে গ্রন্থখানির নাম অজ্ঞাত।

ষষ্ঠ শতকে যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন তাঁরা হলেন, শায়খুল 'আমীদ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আন-নাসাবী (মৃ. ৫১৯ হি./১১৪১ খ্রি.)। য়াকূত (র) বলেন, আবূ উবায়দ (র) প্রণীত 'গারীবুল হাদীছ' গ্রন্থখানি খুবই উপকারী।[১২]

আবুল হাসান আবদুল গাফির ইবন ইসমাঈল ইবন আবদুল গাফির আল হারিসী (মৃ. ৫২৯ হি./১১৫১ খ্রি.)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থখানির নাম 'মাজমাউল গারাঈব ফী গারীবিল হাদীছ'। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। এটি দারুল কুতুব মিসরিয়ায় সংরক্ষিত আছে। হাদীছ সংখ্যা ৫০৬। 'আলিফ' বর্ণযোগে হাদীছ শুরু হয়েছে।

আবুল কাসিম জারুল্লাহ মাহমূদ ইবন উমার ইবন মুহাম্মাদ আয-যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮ হি./১১৬০ খ্রি.)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থখানির নাম 'আল ফাইক ফী গারীবিল হাদীছ', এটি দু' বার মুদ্রিত হয়েছে। প্রথমবার মুদ্রিত হয়েছে হায়দরাবাদে ১৩২৪ হি./১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়েছে

---

১১. য়াকূত ঃ মু'জামুল উদাবা, ৬খ., পৃ. ১৪০; সুয়ূতী ঃ বুগাইয়াতুল উয়াহ, পৃ. ১৯৪।
১২. য়াকূত ঃ মু'জামাল উদাবা, ২খ., পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

মিসরে ১৩৬৪ হি./১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। এ গ্রন্থটি দু'জন খ্যাতিমান মনীষী যথাক্রমে আবুল ফাদ্‌ল ইবরাহীম এবং আলী আল-বাজাবী (র) পরিমার্জনার দায়িত্ব পালন করেন। হাফিয আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবন আবূ বাক্‌র আল-মাদীনী আল-ইসফাহানী (মৃ. ৫২১ হি./১২০৩ খ্রি.)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থটির নাম 'আল-মুগীছ ফী গারীবিল কুরআন ওয়াল হাদীছ) দ্বিতীয় গ্রন্থটি গারীবিল হাদীছ থেকে ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ সহযোগিতা গ্রহণ করেন। এ গ্রন্থটিতে প্রায় ৫০০ হাদীছ স্থান পেয়েছে। এর একটি কপি কোপরূলু গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

আবূ শুজা' মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন শু'আয়র ইবনুদ দাহ্‌হান (মৃ. ৫৯০ হি./১২১২ খ্রি.)। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) তাঁর প্রণীত গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, গ্রন্থটি ষোল খণ্ডে বিভক্ত।[১৩]

সপ্তম হিজরী শতকে যে সকল মনীষী এ বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের অন্যতম হলেন, ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ(মৃ. ৬০৬ হি./১২১০ খ্রি.)।

তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম 'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার'। ইবনুল হাজিব আবূ আমর উছমান ইবন উমার (মৃ. ৬৪৬ হি./১২৬৮ খ্রি.) এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। হাজ্জী খলীফা (র) তাঁর গ্রন্থের বিবরণ দিয়ে বলেন, গ্রন্থটি দশ খণ্ডে বিভক্ত।[১৪]

এ ছাড়াও যাঁরা 'গারীবুল হাদীছ' বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের জন্ম কিংবা মৃত্যু সন অজ্ঞাত।

ফুসতুকাহ (فستقة) [১৫], আহমাদ ইবনুল হাসান আল-কিন্দী[১৬] আবুল কাসিম মাহমূদ ইবন আবুল হাসান ইবনুল হুসায়ন আন-নীশাপুরী আল-গাযনাবী-উপাধি বায়ানুল হক।[১৭] তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম 'জুমালুল গারায়িব ফী তাফসীরিল হাদীছ'।

'গারীবুল হাদীছ' বিষয়ক গ্রন্থ রচনার শুভ সূচনা হয় আবূ উবায়দা মা'মার ইবনুল মুছান্না (র)-এর মাধ্যমে এবং তা ষোলকলায় পুরিপূর্ণতা লাভ করে ইবনুল আছীর আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ প্রণীত 'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার' শীর্ষক অনবদ্য গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে।

---

১৩. সুয়ূতী ঃ বুগইয়াতুল উয়াহ পৃ. ৭৭।

১৪. হাজ্জী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, পৃ. ১২০৭।

১৫. ইবনূন নাদীম (র) তাঁর ফিহরিস্ত, পৃ. ৮৭-এ লিখেছেন, তিনি হলেন ইমাম তাবারানী (র) এর উস্তাদ মুহাম্মদা ইবনু আলী ইবনুল ফাদল আল-মাদীনী (র)। উল্লেখ্য যে, তিনি ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র) এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী নন।

১৬. হাজ্জী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন পৃ. ১২০৫; ইবনুল আছীর আন-নিহায়া এর ভূমিকা পৃ. ৭।

১৭. হাজ্জী খলীফা ঃ (প্রাগুক্ত), পৃ. ২০৫, ৬০১ এবং ১২০৫; য়াকূত ঃ মু'জামুল উদাবা, ১৯খ., পৃ. ১২৪; সুয়ূতী ঃ বুগইয়াতুল উয়াত পৃ. ৩৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল আছীর-আল মুবারক-আন-নিহায়া নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন এ বিষয়ে তা প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) প্রণীত 'আদ-দুররুন নাছীর' এবং আত-তাবীঈল ওয়াত তাযনীব' এ বিষয়ে অন্যতম গ্রন্থ।

ইবনুল আছীর-আল মুবারক-এর পর ইবনুল হাজিব (মৃ. ৬৪৬ হি./১২৬৮ খ্রি.) ব্যতীত 'গারীবুল হাদীছ' বিষয়ে কেউ কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে আল্লামা সফিউদ্দীন মাহমূদ ইবন আবূ বাক্‌র আল-আরমুবী (র) (মৃ. ৮২৩ হি./১৩৫৪ খ্রি.) একটি পরিশিষ্ট রচনা করেছেন বলে জানা যায়। এর সংক্ষিপ্ত একটি সংস্করণ শায়খ আলী ইবন হুসামুদ্দীন আল-হিন্দী আল মুত্তাকী (র) (মৃ. ৯৭৫ হি./১৫৯৭ খ্রি.) প্রণয়ন করেন।

ঈসা ইবন মুহাম্মাদ আস-সূফী (র) (মৃ. ৯৫৩ হি./১৫৭৫ খ্রি.) উপরিউক্ত গ্রন্থের অর্ধ ভলিয়্যম একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৮]

ইমাম সুয়ূতী (র) ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মদ প্রণীত 'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংকলন রচনা করেন এবং তাঁর নামকরণ করেন 'আদ-দুররুন নাছীর'।

তবে 'আদ-দুররুন নাছীর' গ্রন্থখানিতে 'নিহায়া' গ্রন্থের বিভিন্ন শব্দের উপর পার্শ্বটীকা স্থান পেয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (র) যখন 'নিহায়া' গ্রন্থের উপর অধিক শাব্দিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করেন তখন এর নামকরণ করেন 'আত-তাযঈল ওয়াত তাযনীব 'আলা নিহায়াতিল গারীব'। 'আত-তাযঈল' গ্রন্থখানির কপি বর্তমানে দারুল কুতুব মিসরিয়ায় সংরক্ষিত আছে। এতে ২০৯৪ খানা হাদীছ স্থান পেয়েছে এবং অপর একটি কপি বার্লিনে সংরক্ষিত আছে।[১৯]

'আন-নিহায়া' গ্রন্থখানি কাব্যিক রূপ দেন ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন মুহাম্মাদ ইবন বারদাস(إدريس)আল বা'লী আল-হাম্বালী আল-হাফিয (মৃ. ৭৮৫ হি./১৪০৭ খ্রি.)। তিনি এ গ্রন্থটির নাম দেন 'আল-কিফায়া ফী নাযমিন নিহায়া'।[২০]

জ্ঞাতব্য ঃ

'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার'-এর তিনটি সংস্করণের কথা জানা যায়। (ক) প্রথম সংস্করণ তেহরান, ইরান থেকে ১২৬৯ হি./ ১৮৫২ সনে। হিজর প্রকাশনা। এটি এক খণ্ডে সমাপ্ত এবং ১৯৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

---

১৮. হাজ্জী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, পৃ. ১৯৮৯।
১৯. Brockelmann, ১খ., পৃ. ৩৫৭।
২০. Brockelmann, ১খ., পৃ. ৩৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 'আল-মাতবা'আতুল 'উছমানিয়া থেকে ১৩১১ হি./১৮৯৩ সনে। এ সংস্করণে গ্রন্থটি অবিকল রাখা হয়েছে। এটি চার খণ্ডে বিভক্ত। এর পার্শ্ব টীকা লিখেন ইমাম সুয়ূতী। এটিকে 'তাখলীমুন নিহায়া'ও বলা হয়। আবদুল্লাহ আযীয ইবন ইসমাঈল আল-আনসারী আত্-তাহতাবী (র) এটি পরিমার্জনার দায়িত্ব পালন করেন।

(গ) তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় 'আল-মাতবা'আতুল খায়রিয়া' থেকে ১৩১৮ হি./১৯০০ খ্রি.) এটি চার খণ্ডে সমাপ্ত। তবে ইমাম সুয়ূতী (র) বিরচিত 'আদ-দুররুন নাছীর' গ্রন্থে প্রথম পৃষ্ঠা থেকে 'মুফরাদাত লি-ইমামির রাগিব আল-ইসফাহানী (র)-এর ফী গারীবিল কুরআন এবং তাসহীফাতুল মুহাদ্দিছীন ফী গারীবিল হাদীছ' স্থান পেয়েছে। হাফিয আবূ আহমাদ আল-হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ আল-আসকারী (র)ও এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন কিন্তু তাতে ইমাম রাগিব (র) এর মুফরাদাত স্থান পায়নি, কেবল পার্শ্ব টীকা স্থান পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তৃতীয় সংস্করণটি প্রণয়নে গভীর সাধনা ব্যয়িত হয় এবং তাতে স্থান পায় অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় যাতে সংযোজন কিংবা বিয়োজনের প্রয়োজন হবে না। সুতরাং আমরা সর্বতোভাবে এ সংস্করণটির উপর নির্ভর করতে পারি।

আন-নিহায়া গ্রন্থখানির মূল কপি দারুল কুতুব মিসরিয়ায় সংরক্ষিত আছে এবং সংরক্ষিত আছে অপরাপর সম্ভ্রান্ত গ্রন্থাগারসমূহেও। তবে আমরা দারুল কুতুব মিসরিয়ায় সংরক্ষিত কপির উপর সর্বাধিক নির্ভর করতে পারি। এ গ্রন্থখানায় ৫১৬টি হাদীছ স্থান পেয়েছে, এটি এক খণ্ড বিশিষ্ট এবং ৩৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ত্রিশটি করে লাইন স্থান পেয়েছে এবং তা ১৫×২৫। এটি হচ্ছে অবিকল রূপ। এর পার্শ্ব টীকা প্রণয়নে আল্লামা জামাখশারী (র) এর 'আল-ফাইক' গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থটি ১০৮৯ হি./১৭১১ সনের রবিউছ-ছানী রোজ বুধবার শেষ হয়েছে। এ দুরূহ কাজ আঞ্জাম দেয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করেন ইবরাহীম ইবন সায়্যিদ আবদুল্লাহ আল-হুসায়নী আল-খাওরাসাকানী(الخورا سكانى)

ইবনুল আছীর-আল মুবারক তাঁর আন-নিহায়া গ্রন্থ প্রণয়নে আল্লামা হারাবীর 'আল-গারীবিয়্যীন' গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন। এ গ্রন্থটি দারুল কুতুব মিসরিয়ায় সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থটি তিন খণ্ড বিশিষ্ট। ৬১৯ হি./১২৪১ সনে রচনার কাজ শেষ হয়। ইবনুল আছীর বলেন, আমি 'আন-নিহায়া' প্রণয়নে এ গ্রন্থ থেকে অধিক সাহায্য গ্রহণ করেছি। তবে এর দ্বারা হিজরী তৃতীয় শতকে প্রণীত গ্রন্থের গুরুত্ব এতটুকু খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইবন মানযূর (র) প্রণীত 'আন-নিহায়া ফী লিসানিল আরাব' গ্রন্থটি যখন মানুষের হাতে আসে তখন এটিকে প্রমাণ্য গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে মুরতাদা যুবায়দী (র) প্রণীত 'তাজুল উরূস শারহুল কামূস'-এর প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা এটিকে বিরল গ্রন্থরূপে দেখতে পাই। অতঃপর আমাদের হাতে আসে ইবনুল আছীরপ্রণীত 'আন-নিহায়া'। এটিকে সর্বাধিক প্রামাণ্য মনে হয়।

ইমাম সূয়ূতী (র) প্রণীত 'আদ-দুররুন নাছীর' এর প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা ইবনুল জাওযী (র) প্রণীত গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য দেখতে পাই।

আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার গ্রন্থের বিষয়বস্তু আলোচনা ঃ

'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার' গ্রন্থখানি ৫ খণ্ডে বিভক্ত।

১ম খণ্ড ঃ ৪৭২ পৃ.। বর্ণামালা আলিফ থেকে হা+য়া ।

২য় খণ্ড ঃ ৫২৬ পৃ.। শীন এবং লাম বর্ণযোগে।

৩য় খণ্ড ঃ ৪৮৮ পৃ.। সোয়াদ এবং ফা বর্ণযোগে।

৪র্থ খণ্ড ঃ ৩৮৪ পৃ.। মীম এবং হামযা বর্ণযোগে।

৫ম খণ্ড ঃ ৪৯২ পৃ.। নূন এবং য়া+য়া বর্ণযোগে।

বিষয়সূচী

ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ তাঁর অনবদ্য সংকলন 'আন-নিহায়া' প্রণয়নে নিম্নোক্ত গ্রন্থরাজির সাহায্য নিয়েছেন এবং বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশতি করেছেন।

১. আল-কুরআনুল কারীম

২. কবিতা গুচ্ছ

৩. কবিতার শ্লোক

৪. ছন্দ

৫. প্রবাদ, প্রবচন ও উপমা

৬. যুগ বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ ও যুদ্ধবিগ্রহ

৭. অশ্ব এবং যুদ্ধ পরিচালনার সরঞ্জাম

Dhaka University Institutional Repository

৮. মূর্তি, প্রতিমা

৯. নামসমূহ

১০. জাতি, গোত্র-দল

১১. বিভিন্ন স্থানের নিয়ম-কানূন

১২. সাহায্য গৃহীত গ্রন্থাবলীর তালিকা

১৩. গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তি স্থান ও সংস্করণ।

উপরিউক্ত বিষয়সূচী হতে পাঠক গবেষকদের সুবিধার্থে অত্র গ্রন্থের যে যে স্থানে কেবল কুরআন মাজীদের আয়াত স্থান পেয়েছে তা গ্রন্থের খণ্ড, পৃ. নং, সূরা ও আয়াত নম্বর দেয়া হয়েছে। অন্য বিষয়গুলো সুদীর্ঘ বিধায় মূল গ্রন্থ থেকে নেয়া যেতে পারে।

আল-কুরআনুল কারীম

সূরা ফাতিহা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৪	১	৩৬৯
৫	৪	৬১
৫	৪	৬১
৭	১	১৯৫
৭	২	১৯৩
৭	৫	১৯৩

সূরা বাকারা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৫	১	৪৩১
১৩	৫	১৮২
৩৭	৪	২৮৬
৫৮	১	২২৬,৪০২
৮১	২	২৯১
৮৮	৪	১০৪
১০২	১	৩০৯
১২৫	১	২২৭
১৬৬	২	৩২৯
১৮৭	১	৪৩৩
১৮৭	১	৩৩২
১৮৭	১	৩৫২
১৮৯	৪	১৪৩
১৯৪	৪	৩৬০
১৯৬	৪	২২৮
১৯৭	৩	২০১
২১০	৩	৩০৪
২২৩	২	৪০৪
২২৯	৪	১৯৯
২২৯	১	৩৫২
২৩৮	৪	১১১
২৪৩	২	১৭৮
২৬০	২	৪৯৫
২৬১	২	৩৩৫
২৭৬	৪	১০৪

সূরা আল ইমরান

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৫৪	৩	২৫১
৭৫	৫	২২০

Dhaka University Institutional Repository

৮১	১	৫২
১০১	৪	১৮৬
১০২	৫	১৬০
১০৩	১	৩৩২
১২২	৩	৪৪৯
১২৭	৩	১১৯
১৩৩	১	১০১
১৫২	১	৩৮৫

সূরা আন-নিসা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৩	১	৮৭,৩৭৪
৪	৩	১৮
২৩	১	১৬৮
২৩	১	১৬৮
২৩	১	৭৮,৩৭৪
২৪	১	২০২
২৫	২	৩০৮
৩৩	২	২৪২,৩/২৭০
৪১	৩	৩৭১
৪৩	৩	১৬৩
৫১	২	১৭৮
৬৯	২	২৪৬
৯০	২	৩৯৪
৯৩	৩	৩৫৬
৯৫	৪	৩৬২
১০০	২	২৩৯
১০০	৩	১০২
১০৩	৫	২১২
১২৪	৫	১০৪
১৪২	১	৪৬৮

সূরা আল-মায়িদা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১	৩২৮

৩	১	৩০৭
৩৮	১	১৭২
৪৪	১	৩২৮
৪৪	৪	১৮৬
৪৫	৪	১৪৭
৬০	১	৩৬৯
৬৪	১	১২৭
৮৩	৫	১২৩
৯৫	৩	৬৫
১০৩	২	৪৩১

সূরা আন'আম

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৬৫	২	৫২০,৪/২২৫
১২২	৪	৩৬৯
১৪১	৪	৫
১৪৫	৩	৩৬

সূরা আল-'আরাফ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২২	২	৪১৬
৪০	১	২৯৯
৪৩	৪	১৪৩
৫৬	১	২৪৬
৭৫	৩	৩০২
৮৯	৩	৪০৭
১৪৩	৩	৩২
১৪৩	২	২৯৫
১৭২	১	৩৪
১৭২	১	৪৫১
১৭৬	২	২৩৯
১৮০	২	৪৫৮
২০১	৩	১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

সূরা আল-আনফাল

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১১	১	৭১
১৬	১	৪৫৯
১৯	৩	৪০৭
২৭	২	৮৯
৩৫	৩	৩৮
৪২	১	২৫২
৪৭	২	২৩৪
৬৭	১	২০৮

সূরা আত-তাওবা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২৫	৫	২০৫
২৫	২	২০৭
২৭	৫	১৪
৪১	১	৯৯
৫৮	২	২৮৬
৬৭	৩	৩৯১
৮০	২	৩৩৫
১০৩	৪	১৮৭
১১১	৫	২৪৪

সূরা ইউনুস

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২৪	১	১৫

সূরা হুদ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৭	৩	৮,৩০৪
৬৯	১	৪৫০
৮০	১	২১০,২/২৬০
৮৯	১	২৬৩

সূরা ইউসুফ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২৫	২	৪১৮
৩৫	৩	১৮১
৩৬	২	৭৮
৪২	২	১৭৯
৪৪	১	৪৩৪
৪৮	২	৪১৪
৫০	২	১২১
৭২	৪	৩৫০
৮০	২	৬১

সূরা আর-রা'দ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২৪	২	৩৯৩

সূরা ইবরাহীম

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৭	১	২৬১
১৭	৪	৩৬৯
২৬	২	৪৬৯
২৬	১	২৩৯
৩৬	৫	১২৪
৪৩	১	৪৩৬,৫/২৮৫

সূরা আল-হিজর

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২১	১	৮
২৬,২৭,৩৩	২	৪১৩
৮০	১	৩৪১
৯১	৩	২৫৫
৯৮	১	১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

সূরা আন-নাহল

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৭	২	৪৯১
৬২	১	২৬৩
৬৬	৪	১০৭
৬৬	৩	৩৮০
৬৯	৪	১৫৯
১০৮	৩	১১২
১২০	১	৬৮
১২৫	১	২৪৮
১২৬	৪	১৪৭

সূরা আল-ইসরা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২০	১	৪০৫
৬২	২	৩১৫
৬৪	৩	৩৪৯
৮৪	১	২৪৮
১১০	২	৫২

সূরা আল-কাহ্‌ফ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৯	২	২৫৪
২২	২	২০৫
২৩,২৪	৪	২৩৮
৩৮	১	২৭
৭১	১	৬৭
৭৭	১	১৮৩
৮৬	২	৫৯
১০৪	৩	৯৭
১১০	২	৪৬৬

সূরা মারয়াম

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	৫	৩০১
৪	২	৩৬৮
২৩	৪	৩৬৯
২৪	১	২৪৮
২৫,২৬	২	২২
৬৪	৪	৩১
৭১	১	৪২৯,৪৩০
৭৫	২	২০৭

সূরা ত্বাহা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৫	২	৫৬
১৮	১	৩৯০
৪০	৫	৭৮
৯৭	২	১৭৯
৯৭	১	৩৭১

সূরা আল-আম্বিয়া

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১১	২	৩১৭
৩৩	৩	২৭৫
৩৫	১	১৫৫
৬৩	২	৩৮০
৯৫	১	৪৩২
৯৬	১	৩৪৯

সূরা হাজ্জ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১	৫০
২	৩	১৩০
৫	২	১৮৭
২৫	৩	৩০২
৩০	১	৩৭
৩৩	৩	২১৮
৩৬	৩	৪০

সূরা আল-মুমিনূন

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৪	২	৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

২০	১	১৭৭
৫৩	৩	৪৬৯
৬৭	২	১০১
৯৯,১০০	২	২০৩
১০৮	২	৩১,৭৫

সূরা আন-নূর

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৩১	৩	৩৫২
৩১	৩	৪০৮,৪/৯৮
৩১	১	৪৩২,২/১০
৫৮	৩	১৪২

সূরা আল-ফুরকান

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৬৮	২	৩১৮
৭২	২	৩১৮

সূরা আশ-শু'আরা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৮	৫	২২৪
৫৬	১	৩২,৪/১২৭
১৯৩	২	২৭২
২১৪	২	২৩১; ৩/৬, ৪১৮; ৫/২৮০
২২৭	৪	৭৭

সূরা আন-নাম্‌ল

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২৫	৫	৮৬
৮০	৪	৩৬৯

সূরা আল-কাসাস

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৮	৩	৩১০
২৫	২	৩৯১
৭৯	৪	৫০
৮০	৪	২৬৮

সূরা আর-রূম

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১,২	৫	২৭
৪	১	১৪০
২৪	৩	১২৪
৫০	৪	৩৬৯
১৯	২	৪৪৮

সূরা আল-আহ্‌যাব

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৫	২	৪৫৯
১০	২	২২৪
৩২	২	৪৩
৩৩	৩	২৭৫,৫/৩৫
৬৭	১	৩৮
৬৯	১	৩১

সূরা সাবা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৬	৪	২৪২
২৪	১	৮৮

সূরা ফাতির

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৮	১	৩০৯

সূরা ইয়াসীন

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৮	৪	১০৭
৩৯	৫	১২২
৬৮	৪	১৭২
৬৯	২	২০০

সূরা আস্‌-সাফফাত

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৬৪,৬৫	২	৩০৬
৮৯	২	৩৮০

Dhaka University Institutional Repository

৯৩	২	২৭৮
৯৬	২	৩০
১০২	১	১৯৫

সূরা সোয়াদ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৭	২	৭১
৩২	১	৩৪০
৩৫	২	১২২
৪৪	৩	৯০
৭৮	২	৩৯৩

সূরা আয-যুমার

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৪২	৪	৩৬৯
৬৮	১	২২৫

সূরা গাফির

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৯	২	৮৯
৬০	৪	৩০৫
৬০	২	১০৭,৪/১৪৩

সূরা ফুস্‌সিলাত

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১১	৩	৭
৪০	৩	৫৫

সূরা আশ-শূরা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৪০	২	৮০,৪/৩৬০

সূরা আয-যুখরুফ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৩	৪	৫৬
৬০	২	৪২৪
৭৭	২	৭৫

সূরা আদ-দুখান

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৪৩,৪৪	১	২৪

সূরা আল-জাছিয়া

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৯	৩	৩৯২
২৪	২	১৪৪

সূরা আল-আহ্‌কাফ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২৪	৩	২১৩
৩৫	৩	২৩১

সূরা মুহাম্মাদ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১১	৫	২২৮
১৫	১	৪৯
২৪	৩	১১২
৩০	৪	১৪১

সূরা আল-ফাত্‌হ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১,২	১	২৮৩
৬	২	৩৯৩
২৭	৪	২৩৮
২৯	৫	৩৪
২৯	২	৪৭২

সূরা আল-হুজুরাত

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১	২৯
২	৫	২৮৪
৯	৩	৩৫৬
১৩	১	২৯০
১৩	৪	১৬৭,২০৮

Dhaka University Institutional Repository

সূরা কাফ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১০	১	১২৭
১০	৩	১১২
১৬	১	৩৩৩
১৯	১	৩৮৯
৩৭	৪	৯৬
৪০	২	৯৭

সূরা আয-যারিয়াত

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৭	১	৩৩২

সূরা আত-তূর

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৩	২	১২৪

সূরা আন-নাজম

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৮	২	২৪২
১৯	৪	২৩০
৬১	১	১১৯; ২/৩৯৮

সূরা আর-রাহমান

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২৪	৪	১০২
৬০	২	৩৪৪
৭৬	২	২৪৩

সূরা আল-ওয়াকিয়া

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৪	২	১৯৮
৫৫	২	৪৫৪; ৫/২৮৯
৯৬	২	৪০৬

সূরা আল-হাশ্‌র

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১০	৪	১২৩
১৮	৩	১৮

সূরা আল-মুমতাহানা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১০	৩	২৪৯
১২	১	১৬৫; ৩/৪৪৩

সূরা আস্‌-সাফফ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৬	২	১২২

সূরা আল-জুমু'আ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২	১	৬৮

সূরা আল-মুনাফিকূন

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৪	২	৩২

সূরা আত-তাগাবুন

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২	১	৪৫১
১৫	৩	৪১১

সূরা আত-তালাক

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৪	৪	৭০

Dhaka University Institutional Repository

সূরা আত-তাহ্‌রীম

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১	৩৭৩
২	১	৩৭৩

সূরা আল-মুল্‌ক

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৭	২	৪৯২
১১	২	১৯৬
১৯	৪	২৪৭

সূরা আল-হাক্কাহ্‌

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৭	৫	২০৭
১৯	৫	২৮৪

সূরা নূহ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
২৩	৫	৪৭
২৬	৫	১২৪

সূরা আল-জিন্‌ন

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৯	৪	২২৫

সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৪	২	৩২৫
১৮	২	৪০৬
২০	১	৩৯৮

সূরা আল-মুদ্‌দাছ্‌ছির

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	৪	৪২
৪	১	২২৭
৩০	২	১৪৫
৩৫	৪	১৪২
৫১	২	২৫৮

সূরা আল-কিয়ামা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৩১	৩	৬১

সূরা আল-মুরসিলাত

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	৩	২১৭
২৫,২৬	৪	১৮৪
৩২	৪	৬৮

সূরা আন-নাবা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	৩	৩০৩
৩৪	২	১৪৫

সূরা আবাসা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৫,১৬	২	৩৭১
৩১	১	১৩
৩৭	৩	৩৯২

সূরা আত-তাকবীর

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৫	২	৮৪
১৬	২	৮৪

সূরা আত-তাতফীফ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৪	২	২৯১; ৩/২

সূরা আল-ইনশিকাক

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	৪	১৪১

সূরা আল-বুরূজ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৩	২	৫১৩

Dhaka University Institutional Repository

সূরা আত-তারিফ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৪	৪	২৭৪
১৩	৩	৪৫১

সূরা আল-গাশিয়া

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১১	৩	৩৬১

সূরা আল-বালাদ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৩	১	৪২৭

সূরা আশ-শাম্‌স

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১০	২	৪৮৮
১২	১	১৩৯

সূরা আদ-দুহা

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৩	৫	১৬৬

সূরা ইনশিরাহ

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৫,৬	৩	২৩৫

সূরা আল-'আলাক

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১৫	৪	১৯৯

সূরা যিলযাল

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১	২৯৫
২	৩	৪৭০
৭,৮	১	২৯৫

সূরা আল-ফীল

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৩	৩	৩১২
৫	৫	২৩৯

সূরা আল-মাউন

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৫	২	৪৩০

সূরা আল-কাওছার

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৩	১	৯৩

সূরা আল-কাফিরূন

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	৪	৬৬

সূরা আন-নাস্‌র

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
৩	১	৮১

সূরা আল-মাসাদ-সূরা লাহাব

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	৩	৪৮১
৫	৪	৩২৯

সূরা আল-ইখলাস

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১,২	১	১০২, ২১৮, ২১৯, ২/৬১, ৪/৬৬
৪,৩	১	২১৯

সূরা আল-ফালাক

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	৩	৩১৮

সূরা আন-নাস

আয়াত নং	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর
১	৩	৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

(৩) জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল (সা) ঃ

উদ্দেশ্য ঃ জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল-এর গ্রন্থকার আল্লামা আবুস সা'আদাত মাজদুদ্দীন আল-মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল আছীর (র) ষষ্ঠ হিজরী শতকের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ। তিনি বিশ্বের সর্বত্র গ্রহণযোগ্য ছয়াখানা হাদীছের বিশুদ্ধ গ্রন্থ[২১]—"আল-মুওয়াত্তা, আল-বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, আত-তিরমিযী, আন-নাসাঈ' থেকে বাছাই করে বিশুদ্ধ হাদীছগুলো গ্রন্থবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যাতে মানুষ হাদীছ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভের জন্য অন্য কোন গ্রন্থের প্রতি মুখাপেক্ষী না হয়।

তিনি প্রথমত এ গ্রন্থ প্রণয়ন করতে যেয়ে হাদীছের সনদ বাদ দেন যেন সাধারণ পাঠক অতি সহজে হাদীছের মর্ম উদ্ধার করতে পারে। হাদীছের প্রথম রাবী চাই তিনি সাহাবী হোন কি অ-সাহাবী তার নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেন। তিনি মূল পাঠ উল্লেখ করেন, চাই হাদীছখানা সাহাবী, কর্তৃক বর্ণিত হোক কিংবা তাবিঈর বর্ণনা হোক কি অপর কোন প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিছের রিওয়ায়াত হোক। তিনি ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আল-হুমায়দী (র)-এর অনুসরণে প্রথমে বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হাদীছসমূহ একত্র করেন। অতঃপর অপর চারখানা সুনান গ্রন্থের হাদীছ সন্নিবেশ করেন।

তিনি এ গ্রন্থের হাদীছসমূহ অভিনব পদ্ধতিতে বিন্যাস করেন এবং কিছু সংখ্যক হাদীছ উল্লেখ করে অধ্যায়, অনুচ্ছেদ পরিচ্ছেদ, ইত্যাদি শিরোনাম দেন।

একক অর্থবোধক হাদীছসমূহ একটি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে, ব্যাপক অর্থবোধক হাদীছসমূহ পৃথক অনুচ্ছেদে এবং ব্যাপক অর্থের ধারক অথচ একক অর্থ প্রাধান্য পায় না এমন হাদীছ গ্রন্থের শেষে 'আল-কিতাবু ফিল-লাওয়াহিক الكتاب فى اللواحق ।শরোনামে স্থান দেন।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সূত্র উল্লেখ করেন এবং পাঠকদের সুবিধার্থে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে হাদীছ সাজান। এ গ্রন্থ প্রণয়নের যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন তখন তৎকালীন বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ আস-সায়্যিদ হুসায়ন নাযিম আল-হুলওয়ানী, আস-সায়্যিদ আবদুল্লাহ আল-মাল্লাহ, আস-সায়্যিদ বাশীর উয়ূন (র) প্রমুখের আনুকূল্য গ্রহণ করেন।

---

২১. ভারতীয় উপমহাদেশে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবি দাউদ, জামেআত তিরমিযী, সুনানু নাসায়ী ও সুনান ইবন গ্রন্থ সিহাহ সিত্তাহ (ছয়খানা বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ) নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু আরব জাহানের খ্যাতিমান হাদীছ বিশারদগণের মতে ইবন মাজাহ এর স্থলে সুনানু আদ-দারিমী অথবা মুওয়াত্তা মালিককে স্থান দেন। সে হিসেবে সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থের মধ্য থেকে ইবন মাজাহকে বাদ দিয়ে তদস্থলে মুওয়াত্তা মালিককে স্থান দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মদ (র)এর ইনতিকালের পর বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিছ 'জামিউল উসূল' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন।

প্রথম নুসখা (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি) ঃ

এতে দুশো দশটি (২১০) হাদীছ স্থান পেয়েছে। এ সংস্করণটিকে অতি চমৎকার নির্ভুল গ্রন্থ বলে দাবি করা হয়। এ গ্রন্থে পাদটীকা ও পার্শ্বটীকা স্থান পেয়েছে যা মুহাদ্দিছগণের খুবই প্রয়োজনীয়। এ নুসখা এক খণ্ড বিশিষ্ট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৭৫। প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে ৩৩টি করে লাইন এবং প্রতি লাইনে স্থান পেয়েছে বিশটি করে শব্দ। এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, আদাম ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহসিন ইবন আলী ইবন সুলায়মান (র)। তিনি এ গ্রন্থটি রচনার কাজ ৬ মুহাররম ৭৭২ হি./১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেন এবং ২৬ মুহাররম ৭৭৪ হি./১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন।

দ্বিতীয় নুসখা ঃ

এ সংস্করণটির তিনটি খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। তৃতীয় খন্ডে ১৯৯টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্য ২৬২। গ্রন্থকার ষষ্ঠ অধ্যায় সোয়াদ(ص) বর্ণের ক্রম থেকে সিলতুর রাহ্‌ম (صلة الرحم) থেকে 'ফাদাঈলু মদীনাতির রাসূল' (فضائل مدينة الرسول) পযন্ত স্থান দেন।

চতুর্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে ২০০টি হাদীছ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭০। নবম অধ্যায়ের কিতাবুল ফাদাইল থেকে চতুর্থ পরিচ্ছেদে গিয়ে শেষ হয়। পঞ্চম খণ্ডে স্থান পেয়েছে ২০১টি হাদীছ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৮। এ খণ্ডসমূহ খুবই সুখপাঠ্য। এটির প্রণেতা হলেন, আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ফাঈদ আল-হানাফী, সময়কাল ২১ শাওয়াল ৭৩৩ হি./১৩৩২ সন।

তৃতীয় নুসখা ঃ

এ নুসখার তিনটি খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে ২৫৬টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৬। এতে 'আল-আযান ওয়াল মুয়াযযিন' থেকে শুরু করে কিতবুল হাজ্জ-এর শেষ পর্যন্ত স্থান পায়। অষ্টম খণ্ডে রয়েছে ২০৩টি হাদীছ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৩। 'ফাদলুল আযান' থেকে 'আশরাতুস সাআহ' পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। দশম খন্ডে রয়েছে ২০৪টি হাদীছ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যাও ২০৪। পঞ্চম অনুচ্ছেদ মুজিযা থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ 'জামা'আতুম মিনাল আম্বিয়া'-এ শেষ হয়েছে। হিজরী অষ্টম শতকের মাঝামাঝি এটি প্রণীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অষ্টম খণ্ডটি শেষ হয় ৭৪৫ হি./১৩৪৪ সনে। মুহাম্মাদ ইবন সালিম ইবন আবদুন-নাসির আল-হাকিম (র)-এর হাতে সুসম্পন্ন হয়েছে। এ খণ্ডটি মূল গ্রন্থের প্রায় এক চতুর্থাংশের সমান।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ নুসখা ঃ

এ নুসখায় চতুর্থ খণ্ডটি স্থান পেয়েছে। এতে ২০৭টি হাদীছ স্থান পেয়েছে এবং এটি ২২৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত। 'কিতবুস সাওম' থেকে শুরু হয়ে 'কিতবুল উমরী' শেষ হয়েছে।

আরবী বর্ণমালার হিসেবে 'আঈন' বর্ণ দ্বারা শেষ হয়েছে। ৫৮৬ হি./১০৯০ সন। গ্রন্থকার তাঁর মৃত্যুর বিশ বছর পূর্বে এটি প্রণয়ন এবং গ্রন্থটির নাম দেন 'জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল'।

পঞ্চম নুসখা ঃ

সপ্তম খণ্ডটিতে ২০২টি হাদীছ স্থান পেয়েছে এবং এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৩০৪। গ্রন্থকার জীবদ্দশায় আল্লামা আবুল কাসিম সা'দ ইবন হুসায়ন (৫৯৩ হি./১১৯৬ সন) প্রণয়ন করেন।

ষষ্ঠ নুসখা ঃ

এ নুসখার দ্বিতীয় খণ্ডটিতে ২০৫টি হাদীছ স্থান পেয়েছে এবং এতে ১৩৯ পৃষ্ঠা রয়েছে। এটি 'ফাদায়িলুল কুরআন ওয়াল কুররা' থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ অধ্যায় 'আল-কিতালূল হাদেছ বায়নাস সাহাবা ওয়াত-তাবিয়ীন ওয়াল ইখতিলাফ'-এ যেয়ে শেষ হয়েছে। রচয়িতার নাম ও রচনার সন-তারিখ অজ্ঞাত। সম্ভবত হিজরী সপ্তম কিংবা অষ্টম শতকের হতে পারে।

সপ্তম নুসখা ঃ

এ নসুখার ষষ্ঠ খণ্ড বর্তমানে পাওয়া যায়। হাদীছ সংখ্যা ২১১টি এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪১। এটি প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে শুরু হয়ে 'জামাআত আল-আম্বিয়া' পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। এ নুসখার প্রণেতা হলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল মু'তাজ ইবন আবূ সা'দ ইবন নাসরুল্লাহ ইবন বারাকাত (র)। ৬৯৪ হি./১২৯৪ সনে রচনার কাজ শেষ করেন। গ্রন্থের শেষে পাদটীকা সন্নিবেশ করেন।

অষ্টম নুসখা ঃ

এ নুসখার দশম খণ্ডটি বর্তমানে পাওয়া যায়। এতে ২০৯টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬০। 'জামা'আত মিলান আম্বিয়া' থেকে শুরু হয়ে 'কা'ব ইবনুল খুরুজ'-এর জীবনী পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। এ নুসখার প্রণেতার নাম এবং প্রণয়ণের তারিখ উভয়ই অজ্ঞাত।

নবম নুসখা ঃ

এ নুসখার চতুর্থ খণ্ডটি বর্তমানে পাওয়া যায়। এতে ২০৭টি হাদীছ স্থান পেয়েছে এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২১। 'কিতাবুল ফিতান' থেকে শুরু হয়ে অষ্টম পরিচ্ছেদ 'আল-কাফ্ফারা' পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। এ খণ্ডটির প্রণয়নকাল ও প্রণেতার নাম অজ্ঞাত।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইবনুল আছীর-আল মুবারক (র) বলেন, আমি হাদীছের সনদ বর্জন করার পাশাপাশি হাদীছ বর্ণনা করে শেষে পাদটীকা, রাবীর বংশ পরিচিতি, ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করেছি। যার ব্যাপক পরিচিতি পাওয়া যায়নি তার কেবল নাম উল্লেখ করেছি। তিনি বলেন, আমি ইমাম ইবন রাযীনের অনুসরণে গ্রন্থখানি বিন্যাস করার চেষ্টা করেছি। তিনি আরো বলেন, প্রথমত বর্ণের ক্রম সাজাতে যেয়ে আলিফ বর্ণের অধীনে 'কিতাবুল ঈমান ওয়াল ইসলাম কিতাবুল ঈলা কিতাবুল আনিয়া কিতাবুল ই'তিসাম কিতাবুল ইহ্য়ায়ুল মাওত একত্র করেছি। জীম বর্ণের অধীনে হলেও কিতাবুল জিহাদ এর সাথে সংশ্লিষ্ট আল-গানায়ম, আল-ফাঈ, আল-গুলূল, আন-নাফল, আল-খুমুস, আশ-শাহাদাহ হলেও তা আল-গুলূল 'গাঈন' বর্ণের অধীনে, আল-ফাঈ, 'ফা' বর্ণের অধীনে এবং আন-নাফল নূন বর্ণের অধীনে আনা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আমি 'সিহাহ সিত্তাহ' থেকে গৃহীত হাদীছসমূহের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। যেমন, বুখারীর সংক্ষিপ্ত রূপ 'খা' মুসলিমের 'মীম' মুওয়াত্তার 'ত্বা' তিরমিযীর 'তা' . আবূ দাউদের 'দাল' নাসাঈর 'সীন' বর্ণ দ্বারা উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহের প্রতি দিক নির্দেশ করেছি। তিনি আরো বলেন, কঠিন শব্দ বিশ্লেষণের জন্য আমি কতিপয় বিখ্যাত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি। যেমন, আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-আযহারী কৃত 'আত তাহযীব ও লুগাতুল ফিকহ, আবূ নাসর ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ আল-জাওহারী কৃত 'সিহাহুল লাগাহ', আবুল হুসায়ন আহমাদ ইবন ফারিস কৃত আল মুজমাল, আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম কৃত 'গারীবুল হাদীছ', আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতায়বা কৃত গারীবুল হাদীছ ও মুখতালাফুল হাদীছ, আবূ সুলায়মান হাম্দ ইবন মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবী কৃত গারীবুল হাদীছ, মা'আলিমুস সুনান ও শাহুদ দু'আ, আবূ উবায়দ আল-হারাবীর 'আল-জামউ বায়নাল গারবায়ন, আবুল কাসিম মুহাম্মাদ মাহমূদ ইবন উমার আয-যামাখশারীর 'আল-ফাইক' এবং আবূ আবদুল্লাহ আল-হুমায়দী কৃত গারীবুল হাদীছ অন্যতম (জামিউল উসূল এর ভূমিকা, পৃ. ৬৭)।

তিনি আরো বলেন, আমি উসূলুল হাদীছ ও তার আহকাম বর্ণনার জন্য কতিপয় গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি। যেমন, ইমামুল হারামায়ন আবুল মা'আলী আল-জুওয়ানী (র) কৃত আত-তালখীস, হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ আল-গাযালী (র) কৃত আল-মুসতাসফা, আবূ যায়দ আদ-দাব্বুসী কৃত আত-তাকরীম, ইমাম হাকিম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আন-নীশাপুরী (র) কৃত উসূলুল হাদীছ ও আল-মুদখাল ওয়াল ইকলীল এবং ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী (র) কৃত 'আল-ইলাল' অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন, আমি রাবীর বর্ণিত হাদীছ কবূল হওয়ার কতিপয় শর্তারোপ করেছি, যা ব্যতীত হাদীছ কবূল হয় না। চারটি শর্ত। যথা ঃ

(ক) ইসলাম, (খ) বালেগা হওয়া, (গ) মেধাবী হওয়া এবং (ঘ) নিষ্ঠাবান হওয়া।

তিনি আরো বলেন, রাবী কেবল ছয়টি পদ্ধতিতে হাদীছ গ্রহণ করতে পারেন। যথা ঃ

(ক) قراءة الشيخ অর্থাৎ উস্তাদ কর্তৃক শাগরিদের নিকট হাদীছ পাঠ করে শুনান)। এরপর রাবী কর্তৃক এরূপ পরিভাষা ব্যবহার করা , اخبرنا ,قيل فلان এবং سمعت। মুহাদ্দিছগণ اخبرنا ، حدثنا এর মধ্যে পার্থক্য করেন। আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহ্হাব (র) বলেন, অনেকে একত্রে শুনলে حدثنا এবং এককভাবে শুনলে আমরা حدثني পরিভাষা ব্যবহার করি। কোন মুহাদ্দিছের কাছে পাঠ করে শুনানোর পর আমরা বলি আর একজন মুহাদ্দিছের নিকট পাঠ করে শুনান হলে আমরা বলি اخبرنا। ইমাম হাকিম আবূ আবদুল্লাহ আন-নীশাপুরী (র) ও অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ (র) বলেন, اخبرنا এবং حدثنا একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবী অভিধান মতে এটাই বিশুদ্ধ বর্ণনা। মুহাদ্দিছগণ انبأنا দ্বারা الاجازة والمناولة উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তবে الانباء والاخبار এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

(খ) ম্যুহাদ্দিছের নিকট যদি হাদীছ শুনান হয় এবং তিনি যদি নীরব থাকেন এরূপ বর্ণনাও বিশুদ্ধ। তবে যাহিরিয়া সম্প্রদায় এর বিপরীত অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু বিশুদ্ধতার পক্ষে ইমাম আযম আবূ হানীফা, শাফিঈ, মালিক, সুফিয়ান আছ-ছাওরী, আওযাঈ ও আহমদ ইবন হাম্বাল (র) অভিমত দিয়েছেন।

(গ) কারো কাছে শুনার পর যদি মুহাদ্দিছকে শুনান হয়, তবে তা তার কাছে শুনে তাকে শুনানোরই নামান্তর। এ রকম রাবী হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং বলতে পারেন।

(ঘ) الاجازة মুহাদ্দিছ কর্তৃক তাঁর শাগরিদকে পাণ্ডলিপি বা রিসালা দিয়ে হাদীছ বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া। মুহাদ্দিছ বলবেন, আমি তোমাকে অমুকের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম। সংক্ষেপে বলবে, (আমার এই শ্রুতি অমুকের পক্ষ থেকে)। এরূপ রাবীর পক্ষে রিওয়ায়াত জায়েয নয়; কেননা তাকে রিওয়ায়াতের অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে মুহাদ্দিছ যদি বলেন, অথবা সম্বোধন করে যদি বলেন, অথবা এরূপ হাদীছ রিওয়ায়াত করা জায়েয হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) আল-মুনাওয়ালা (المناولة) এর অপর নাম আল-আরদ (العرض)। ইমাম হাকিম (র) বলেন ঃ মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, মিসর, খুরাসন প্রমুখ দেশের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছগণ 'আল-মুনাওয়ালা, করার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম গাযালী (র) আল-মুনাওয়ালা-এর পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন, এই কিতাবটি ধারন কর এবং আমার পক্ষ থেকে হাদীছ বর্ণনা কর।

(চ) আল-কাতাবা (الكتابة) কাউকে কোন 'কিতাব' দেয়া মানে সে যেন কোন মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ শুনেছে।

রাবীদের ব্যবহৃত শব্দমালার পাঁচটি রূপ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম রূপের পাঁচটি স্তর রয়েছে। যথা ঃ

(ক) সাহাবী কর্তৃক এ কথা বলা ঃ

(খ) সাহাবীর ভাষ্য ঃ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا

(গ) রাবীর ভাষ্য ঃ أخبرنى بكذا ، حدثنى بكذا

(ঘ) রাবীর ভাষ্য اخبرنا حدثنا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

(ঙ) রাবীর ভাষ্য ঃ نهى عن كذا ، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا
اوجب علينا كذا ، نهينا عن كذا ، امرنا بكذا
كنا نفعل كذا

দ্বিতীয় রূপ ঃ

হাদীছ হুবহু শব্দে বর্ণনা করা। অজ্ঞ লোকদের পক্ষে روايةالحديث بالمعنى হারাম। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, জমহুর ফুকাহা ও খ্যাতিমান মুহাদ্দিছগণের নিকট বিজ্ঞ লোকের روايةالحديث بالمعنى জায়েয।

তৃতীয় রূপ ঃ روايةبعض الحديث روايةالحديث بالمعنى روايةبعض الحديث

হাদীছের কিছু অংশ বর্ণনা করা। যে সব মুহাদ্দিছ روايةبعض الحديث হারাম মনে করেন তারা ও নিষিদ্ধ মনে করেন। পক্ষান্তরে যারা روايةبعض الحديث بالمعنى জায়েয মনে করেন তারা روايةبعض الحديث ও জায়েয মনে করেন।

চতুর্থ রূপ ঃ زيادة فى الحديث

ছিকাহ রাবী কর্তৃক জায়েয।

পঞ্চম রূপ ঃ

একদল মুহাদ্দিছ মনে করেন, এ প্রকরণটি পূর্ববর্তী প্রকরণের ন্যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিষয়টি ঠিক তেমন নয়। কেননা পূর্ববর্তী প্রকরণের শাখায় বলে মহানবী (সা) এর দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে বার্ধিত অংশ মহানবী (সা)-এর দিকে সম্বোধন করা হয়নি। বরং রাবীর নিজের দিকে করা হয়েছে। মুহাদ্দিছগণের ভাষায় একে 'মুদরাজ' বলে। মহানবী (সা) এবং রাবীর বাণী পৃথক

Dhaka University Institutional Repository

করতে না পারা। এতে মনে করা হয় পুরো বাণীই মহানবী (সা)-এর। উদাহরণ স্বরূপ ইবন মাসঊদ (রা) এর বর্ণিত হাদীছ।

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده فعلمه التشهد قال قل التحيات لله ..... فذكر التشهد الى اخره ثم قال فاذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد .

মুদরাজ। হযরত ইবন মাসঊদ (রা)

এর বাণী। এটাই হচ্ছে এরপর গ্রন্থকার 'আল-মুসনাদ ওয়াল ইসনাদ' সম্পর্কীয় বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ইসলামী শরী'আতে সনদ-এর গুরুত্ব অপরিসীম। সুফিয়ান আছ-ছাওরী (র) বলেন,

الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فباى شئ يقاتل لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين .

২য়াযাদ হবন যুরাঈ (র) বলেন,

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (র) বলেন, আমরা যখন মহানবী (সা) থেকে হালাল হারাম, সুনান ও আহকাম সম্পর্কিত বিবরণ পেশ করেন তখন সনদের ব্যাপারে কড়াকড়ি করি কিন্তু ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীছ বর্ণনা করলে অতটা কড়াকড়ি করি না।

এরপর গ্রন্থকার মুরসাল, মাওকূফ, মুতাওয়াতির, খবরে ওয়াহিদ ইত্যাদির সংগা ও হুকুম বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থকার علم الجرح والتعديل এর সংগা, হুকুম এবং তাবাকাতুল মাজরুহীন-এর দশটি তবকার বিবরণ দিয়েছেন। এরপর তিনি নাসখ এর শর্ত ও আহকাম-এর বিবরণ দিয়েছেন।

কোন্ হাদীছ সহীহ এবং কোন্ হাদীছ সহীহ নয় গ্রন্থকার তার সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন।

অতঃপর গ্রন্থকার সিহাহ সিত্তাহ-এর ইমামগণের নাম, বংশ, বয়স, ফযীলত এবং সার্বিক পরিচিতি তুলে ধরেছেন।

(১) ইমাম মালিক (র)

ইমাম মালিক (র)। পূর্ণনাম আবূ আবদুল্লাহ মালিক ইবন আনাস ইবন মালিক ইবন আবূ 'আমির ইবনুল হারিছ ইবন গায়মান ইবন খাছয়াল ইবন 'আমর ইবনুল হারিছ আল-আসবাহী। তিনি ৯৩/৯৫ হি./৭১১ সনে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হি./৭৯৫ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

---

* মুসনাদে আহমাদ, ১/৪২২, আবূ দাউদ তায়ালিসী, ১/১০২, আদ-দারিমী, ১/৩০৯, আবূ দাউদ, ১/৩৫০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াকিদী (র) বলেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ইয়াহইয়া নামে তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান ছিল। এ ছাড়া তাঁর বিষয় কিছু জানা যায় না।

তিনি হাদীছ ও ফিক্হ শাস্ত্রে ছিলেন বিশ্ববাসীর ইমাম। তার গর্বের বিষয় এই যে, ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর অন্যতম শাগরিদ।

আসাতিযা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন শিহাব আয-যুহরী, ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী, ইবন উমার (র) এর মুক্তদাস নাফি', মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, হিশাম ইবন উরওয়া ইবনুয যুবায়র, ইসমাঈল ইবন আবূ হাকীম, যায়দ ইবন আসলাম, সাঈদ ইবন আবূ সাঈদ আল-মাকবুরী, মাখরামা ইবন সুলায়মান, রাবী'আ ইবন আবূ আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম, শুরায়ক ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবূ নাস্র (র) অন্যতম।

শাগরিদবৃন্দ ঃ তাঁর অনেক শাগরিদ ছিল। তাঁদের অন্যতম হলেন, ইমাম শাফিঈ, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন দীনার, আবূ হাশিম আল-মুগীরা ইবন আবদুর রহমান আল-মাখযূমী, আবূ আবদুল্লাহ আবদুল আযীয ইবন আবূ হাযিম, উছমান ইবন ঈসা ইবন কিনানা, মা'ন ইবন ঈসা আল-কায্যায, আবূ মারওয়ান আবদুল মালিক ইবন আবদুল অযীয আল-মাজিশূন, ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া আল-আন্দলূসী আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহ্হাব, আসবাগ ইবনুল ফারাজ (র) অন্যতম।

ইমাম মালিক (র)-এর উপরিউক্ত মাশায়খবৃন্দ ইমাম বাখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ। তিরমিযী, আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (র) এর হাদীছের উস্তাদ।

ইমাম মালিক (র) ইলমে দীনকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। এমনকি উযূ করে নিজ বিছানায় বসতেন এবং দাড়ি পরিপাটি করে সুগন্ধি মাখতেন। তারপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করতেন এবং বলতেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীছকে সম্মান করা অধিক পছন্দ করি।

একবার ইমাম আবূ হায্ম (র) বসে আছেন আর ইমাম মালিক (র) তাঁকে অতিক্রম করে চলে যান। এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি তাঁর কাছে বসার জায়গা পাইনি। কাজেই দাঁড়িয়ে থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীছ শুনা আমি সমীচীন মনে করিনি। ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (র) বলেন, ইমাম মালিক (র) বর্ণিত হাদীছ অপেক্ষা অধিক সহীহ হাদীছ কেউ বর্ণনা করেনি। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আলিমগণের বিষয় আলোচনা করা হলে ইমাম মালিক (র) হন সেখানকার অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। আমি তাঁকে অপেক্ষা অধিক আমানতদার আর কাউকে পাইনি।

Dhaka University Institutional Repository

একবার আব্বাসী খলীফা মানসূর তাঁকে 'জবরদস্তি মূলক তালাক অনুষ্ঠিত হওয়া' বিষয়ক হাদীছ বর্ণনা করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি তা বিপুল সংখ্যক লোকের সামনে বর্ণনা করেন। ফলে খলীফা তাঁকে বেত্রাঘাত করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেননি।

একবার খলীফা হারূনুর রশীদ ইমাম মালিক (র) কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার ঘর আছে কি? তিনি বলেন, না। ঘর তৈরি করার জন্য তাঁকে তিন হাজার দীনার দান করে বলেন, আপনি ঘর কিনে নিন। তিনি তা গ্রহণ করেন কিন্তু খরচ করেননি। খলীফা তাঁকে বলেন, আমার সাথে আপনার বেরিয়ে পড়া উচিত। আমি মনে করি, আপনি লোকদের নিকট 'মুওয়াত্তা' পাঠ করে শুনাবেন যেমন হযরত উছমান (রা) লোকদের দোরগোড়ায় কুরআন মাজীদ পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুওয়াত্তা নিয়ে মানুষের কাছে যাতায়াত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সাহাবা কিরাম মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের পর বিভিন্ন নগর বন্দরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কাজেই হযরত উছমান (রা) এর উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী ছিল। কিন্তু আমি আপনার সাথে বের হতে প্রস্তুত নই। কেননা মহানবী (সা) বলেছেন ঃ 'মদীনা তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জনত'। তিনি আরো বলেছেন ঃ 'মদীনা যাবতীয় মরিচা দূর করে দেয়।' অতঃপর তিনি খলীফাকে বলেন, 'আপনার দীনারগুলো এই, ইচ্ছে হলে গ্রহণ করুন অন্যথায় রেখে যান।' অর্থাৎ আপনি আমাকে মদীনা থেকে বের করে নিতে চান অথচ আমি মদীনাতুর রাসূল অপেক্ষা বিশ্বের কোন ভূখণ্ডকে প্রাধান্য দিতে পারি না।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, একবার আমি ইমাম মালিম (র) এর দরজায় অনেকগুলো খুরাসানী ঘোড়া ও মিসরী খচ্চর বাধা দেখে তাতে সওয়ার হবার অনুরোধ জানাই। জবাবে তিনি বলেন, মহানবী (সা)-এর সাওয়ারীর পদচিহ্ন মন্থন করতে আমি সংকোচবোধ করি।

উল্লেখ্য যে, মুওয়াত্তা তাঁর অমর গ্রন্থ। এর উপর ভিত্তি করেই অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ প্রণীত হয়। এতে ১৭২০টি হাদীছ স্থান পেয়েছে।

(২) ইমাম বুখারী ঃ

ইমাম বুখারী (র)। তাঁর পূর্ণনাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-জু'ফী আল-বুখারী। তিনি ১৯৪ হি./৮০৯ সনের ১৩ শাওয়াল জুমু'আবার জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হি./৮৬৯ সনে ঈদুল ফিতরের রাতে ইনতিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ দিন কম ৬২ বছর।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষাঃ উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি খুরাসান, ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশ খ্যাতিমান মুহাদ্দিছগণের নিকট হাদীছ শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

আসাতিযা ঃ তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে মাক্কী ইবন ইবরাহীম আল বালখী, 'আবদান ইবন উছমান আল-মারূযী, উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা আল-'আবসী, আবূ 'আসিম আশ-শায়বানী, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-আনসারী, মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ, আবূ নু'আইম আল-ফাদল ইবন দুকায়ন, আলী ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবন হাম্বাল, ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন, ইসমাঈল ইবন আবূ উয়ায়স আল-মাদানী, হুমায়দী (র) অন্যতম।

শাগরিদ ঃ তাঁর শাগরিদ সংখ্যা অনেক। ইমাম ফারাবারী (র) বলেন ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট নব্বই হাজার লোক বুখারী শরীফ শুনেছেন। উল্লেখ্য যে, বিশ্বে এমন কোন মুহাদ্দিছ নেই যিনি তাঁর বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করেননি।

জ্ঞান পিপাসা ঃ তাঁর বয়স যখন দশ কিংবা এগার তখন তিনি ইলমে দীন অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশ পানে বেরিয়ে পড়েন। ইমাম বুখারী (র) স্বয়ং বলেন, ছয় লক্ষ হাদীছ থেকে বাছাই করে আমি সহীহ বুখারী প্রণয়ন করেছি এবং প্রতিটি হাদীছ গ্রন্থবদ্ধ করার পূর্বে দুই রাকা'আত করে নামায পড়েছি।

একবার ইমাম বুখারী (র) বাগদাদ গমন করেন। ফলে তাঁর শাগরিদবৃন্দ তাঁর নিকট হাদীছ শুনার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। তাঁরা একশ হাদীছের সনদ ও মতন পরিবর্তন করে তাঁর সামনে পেশ করেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁদের উপস্থাপিত হাদীছের সনদ ও মতন প্রত্যাখ্যান করে সঠিক সনদ ও মতনে হাদীছগুলো উল্লেখ করেন। ফলে লোকেরা তাঁকে 'হাফিযে হাদীছ' অভিধায় অভিষিক্ত করেন (বুখারী শরীফে মোট ৭৩৯৭টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। তাকরার ব্যতীত হাদীছ সংখ্যা ২৬০২)।

(৩) ইমাম মুসলিম (র) ঃ

ইমাম মুসলিম (র)। তাঁর পূর্ণনাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশায়রী আন-নীশাপুরী। তিনি একজন 'খ্যাতিমান হাফিযে হাদীছ। তিনি ২০৪ হি./৮১৯ সনে নীশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬১ হি./৮৭৪ সনে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

উচ্চ শিক্ষা ঃ উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি স্বাগতিক দেশ সফর করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আসাতিযা ঃ ইমাম মুসলিম (র) অসংখ্য মনীষীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর উসতাদগণের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া আন-নীশাপুরী, কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইসহাক ইবন রাইওয়াই, আলী ইবনুল জা'দ, আহমাদ ইবন হাম্বাল, উবায়দুল্লাহ আল-কাওয়ারীরী, শুরাইহ ইবন ইউনুস, আবদুল্লাহ ইবন মাসলামাহ আল-কা'নাবী, হরামালা ইবন ইয়াহ্ইয়া, খালাফ ইবন হিশাম, ইমাম বুখারী (র) অন্যতম।

শাগরিদ ঃ তিনি বেশ কয়েকবার বাগদাদ গমন করেন এবং অনেক মনীষীর কাছে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর শাগরিদগণের মধ্যে ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুফিয়ান, আহমাদ ইবন সালামাহ হাসান ইবন মুহাম্মাদ আল মাসিরজিসী (র) অন্যতম।

বিশ্ব মনীষীদের দৃষ্টিতে ঃ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি আবূ আলী ইবন ইবন আলী আন-নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি ঃ

ما تحت اديم السماء اصح من كتاب مسلم بن الحجاج فى علم الحديث ٠

তাঁর সম্পর্কে অনেক মনীষী উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। 'সহীহ মুসলিম' তাঁর অমর অবদান। এ গ্রন্থে দ্বিরুক্তি ব্যতীত চার হাযার এবং দ্বিরুক্তিসহ ৭২৭৫টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। কাশফুয যুনূন প্রণেতা, সহীহ মূসলিমের ভাষ্য গ্রন্থের সংখ্যা ১৫টি উল্লেখ করেছেন। এসবের মধ্যে ইমাম নববী (র) (৬৭৫ হি./ ১২৭৬ সন)-এর ভাষ্য গ্রন্থটি অন্যতম। এ ছাড়া ইমাম কুরতুবী (৬৫৬ হি./১২৫৮ সন) ও হাফিয আল-মুনযিরী ৫(৬৫৬ হি./১২৫৮ সন) সহীহ মুসলিমের ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

(৪) ইমাম আবূ দাঊদ (র) ঃ

ইমাম আবূ দাঊদ (র)। তাঁর পূর্ণনাম সুলায়মান ইবনুল ইশ'আছ ইবন ইসহাক ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ ইবন আমর ইবন ইমরান আল-আযদী আস-সিজিস্তানী। তিনি ২০২ হি./৮১৭ সনে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৭৫ হি./৩৮৮ সনে বসরায় ইনতিকাল করেন।

উচ্চ শিক্ষা ঃ তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে খুরাসান, সিরিয়া, সফর করেন। তিনি বেশ কয়েকবার বাগদাদ সফর করেন। সর্বশেষ গমনকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একাত্তর বছর।

আসাতিযা ঃ তাঁর অনেক উস্তাদ ছিলেন। মুসলিম ইবন ইবরাহীম, সুলায়মান ইবন হারব, উছমান ইবন আবূ শায়বা, আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী, আবদুল্লাহ ইবন মাসলামাহ আল-কা'নাবী, মুসাদ্দিদ ইবন মুসারহিদ, ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন, আহমাদ ইবন হাম্বাল, কুতায়বা ইবন সাঈদ, আহমাদ ইবন ইউনুস (র) অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

শাগরিদ ঃ ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর পুত্র আবদুল্লাহ, আবূ আবদুর রহমান আন-নাসায়ী, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল, আবূ আলী মুহাম্মাদ ইবন আমর আল-লু'লুবী (র) অন্যতম।

আবূ বাক্‌র ইবন দাস্তা (র) বলেন, ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেছেন ঃ আমি পাঁচলক্ষ হাদীছ সংগ্রহণ করেছি এবং তা থেকে বাছাই করে 'সুনান গ্রন্থ' সংকলন করেছি। ফলে এতে ৪৮০০ হাদীছ স্থান পেয়েছে। তাঁর সুনানে বর্ণিত 'চারটি হাদীছ' মানব জীবনে দীনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। হাদীছ চারটি হলো ঃ

(١) انما الاعمال بالنيات
(٢) من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه
(٣) لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى لاخيه ما يرضاه لنفسه
(٤) ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحديث

তিনি আরও বলেন, ইমাম আবূ দাউদ (র) ছিলেন তাঁর সময়ের প্রাজ্ঞ আলিম এবং কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারিনি।

আহমাদ ইবন হাম্বাল ইবন ইয়াসীন আল-হারাবী (র) বলেন, সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আবূ দাউদ (র) ছিলেন একজন খ্যাতিমান হাফিযে হাদীছ।

মুহাম্মাদ ইবন আবূ বাক্‌র ইবন আবদুর রায্‌যাক (র) বলেন, ইমাম আবূ দাউদ (র) এর জামার একটি আস্তীন ছিল প্রশস্ত এবং অপরটি ছিল অপ্রশস্ত। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি জানান, প্রশস্তটি লেখার কাজে এবং অপরটি কোন কাজে খুব একটা ব্যবহার না হওয়ায় এরূপ করেছি।

আবূ সুলায়মান আল-খাত্তাবী (র) বলেন, ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর সুনান গ্রন্থখানির সমকক্ষ হাদীছ আর নেই। ইমাম ইবরাহীম আল-হারবী (র) বলেন, ইমাম আবূ দাউদ (র) যখন এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন তখন তিনি হাদীছ শাস্ত্রকে ঐ রকম করেন যেমন দাউদ (আ) লোহাকে নরম করেন। ইবনুল আরাবী (র) বলেন, কারো কাছে যদি আবূ দাউদ শরীফ ও কুরআন মাজীদ থাকে, তবে দীন সম্পর্কে অন্য কোন গ্রন্থের মুখাপেক্ষীতার প্রয়োজন হয় না। (জামিউল উসূলের মুকাদ্দামা, পৃ. ১৯২)।

(৫) ইমাম তিরমিযী (র) ঃ

ইমাম তিরমিযী (র)। পুর্ণনাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন সাওরা ইবন মূসা ইবনুদ দাহ্‌হাক আস-সুলামী আত-তিরমিযী। তবে তিনি ইমাম তিরমিযী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ২০৯ হি./৮২৪ সনে বালখ (খুরাসান)-এর প্রসিদ্ধ নদী জায়হূনের বেলাভূমিতে অবস্থিত তিরমিয শহরের

Dhaka University Institutional Repository

উপকণ্ঠে বূগ নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৭৯ হি./৮৯২ সনে ১৩ রজব সোমবার রাতে ৭০ বছর বয়সে নিজ গ্রাম বূগ-এ ইনতিকাল করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ মারভের অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিরমিয-এ এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর জীবন চরিত সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তিনি নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন

উচ্চ শিক্ষা ঃ উচ্চ শিক্ষা লাভের মহান উদ্দেশ্যে তিনি হিজায, মিসর, সিরিয়া, কূফা, বসরা, খুরাসান ও বাগদাদ সফর করেন এবং বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের সমকালীন খ্যাতনামা আলিমগণের নিকট উচ্চ শিক্ষা, বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। উল্লখ্য যে, তিনি একজন খ্যাতিমান হাফিযে হাদীছ।

আসাতিযা ঃ তাঁর অনেক উস্তাদ ছিল। কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইসহাক ইবন মূসা, মাহমূদ ইবন গায়লান, সাঈদ ইবন আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার, আলী ইবন হুজ্‌র, আহমাদ ইবন মা'নী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না, সুফিয়ান ইবন ওয়াকী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, ইমাম মুসলিম এবং মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র) সহ আরো অনেকে।

শাগরিদ ঃ তাঁর অনেক শাগরিদ। মুহামআদ ইবন আহমাদ ইবন মাহবূব আল-মাহ্‌বূব আল-মাহবূবী আল-মারূযী (র) অন্যতম।

রচনা ঃ হাদীছ বিষয়ে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। আস-সহীহ তাঁর অন্যতম রচনা। তিনি এ গ্রন্থে হাদীছের হাসান-সহীহ-গারীব, জারাহ-তা'দীল এবং সর্বশেষে সেটে দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আমি এ গ্রন্থটি রচনা করে হিজায, ইরাক ও খুরাসানের আলিমগণের নিকট পেশ করি। তাঁরা সবাই আমার এ কর্মকে স্বাগত জানান। তিনি স্বীয় গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন ঃ

من كان فى بيته هذا الكتاب فكانما فى بيته نبى يتكلم ·

(৬) ইমাম নাসায়ী (র) ঃ

ইমাম নাসায়ী (র)। তাঁর পূর্ণনাম আবূ আবদুর রহমান আহমাদ ইবন শু'আয়ব ইবন আলী ইবন বাহার ইবন সিনান আন-নাসায়ী। তিনি ২২৫ হি./৮৩৯ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩০৩ হি./৯১৫ সনে মক্কায় ইনতিকাল করেন। তাঁকে মক্কাতেই দাফন করা হয়। ইমাম হাকিম নীশাপুরী (র) বলেন, আবূ আলী আল-হাফিয বলেন, বিশ্বে চারজন মুহাদ্দিছ বিখ্যাত। ইমাম আবূ আবদুর রহমান (ইমাম নাসায়ী) তাঁদের অন্যতম। তিনি হাফিযে হাদীছ।

Dhaka University Institutional Repository

আসাতিজা ঃ কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, হুমায়দ ইবন মাস'আদা, আলী ইবন খাশরাম, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল 'আলা, আল-হারিছ ইবন মিসকীন, হান্নাদ ইবনুস সারয়ী, মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার, মাহমূদ ইবন গায়লান, আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (র) অন্যতম।

শাগরিদ ঃ আবূ বিশ্র আদ-দাওলায়ী, আবুল কাসিম তাবারানী, আবূ জাফর তাহাবী, মুহাম্মাদ ইবন হারূন ইবন শু'আইব, আবুল মায়মূন ইবন রাশিদ, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন সিনান, আবূ বাক্র আহমাদ ইবন ইসহাক আস-সিন্নী আল-হাফিয।

ইমাম হাকিম নীশাপুরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি তাঁর সুনানের দিকে তাকাবে সে তাঁর সুনানের রচনাশৈলী দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে।

আলী ইবন উমার (র) প্রায়শ বলতেন ঃ আবূ আবদুর রহমান তাঁর সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি শাফিঈ মাযহাবের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

একবার তিনি তাঁর আস-সুনান কিতাবের বিশুদ্ধতার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন, না, সমস্ত হাদীছ বিশুদ্ধ নয়। আমীরের নির্দেশে তিনি 'আল-মুজতাবা' নামে বিশুদ্ধ সংকলন প্রণয়ন করেন (জামিউল উসূল ঃ ১৯৭)।

হাদীছ শাস্ত্রে 'জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল' গ্রন্থখানি ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ এর অনবদ্য ও অসাধারণ অবদান। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি সর্বাধিক যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁরা তিন ভাই তাঁদের কাজের বিশেষত্ব বিবেচনায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশ্ব সভ্যতায় এক একটি ধ্রুব তারা। ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ আল-মুহাদ্দিছ হিসেবে যে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁর মূলে রয়েছে 'জামিউল উসূল' গ্রন্থটি।

এ গ্রন্থটির মৌল ভিত্তি তিনটি 'রুকন'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা ঃ

ক) মৌল বিষয়,

খ) লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং

গ) পরিশিষ্ট।

এ গ্রন্থের শুরুতে রয়েছে একটি ভূমিকা এবং চারটি পরিচ্ছেদ। ভুমিকায় ইলমে শরী'আতের প্রকরণ-ফরয, নফল, ফরযে আঈন এবং ফরযে কিফায়া স্থান পেয়েছে। মহানবী (সা) ও সাহাবা কিরাম

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রাপ্ত ইলমকে যথাক্রমে ইলমে হাদীছ ও ইলমে আছার বলা হয়। এটি হল ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। এর জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক মৌলনীতি, আহকাম, বিশেষ পদ্ধতি স্বতন্ত্র পরিভাষা।

অনুসন্ধিৎসু প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিছগণের উদ্দেশ্যে 'আসমাউর রিজাল', তাঁদের নাম-পরিচিতি, বংশ-গোত্র, বয়স, মৃত্যু সন, হাদীছ বর্ণনাকারীদের গুণাবলী এবং হাদীছ বর্ণনার শর্তাবলী, হাদীছ কবূল হওয়ার এবং হাদীছ গ্রহণ করার বিষয় স্থান পেয়েছে। আরো বর্ণিত হয়েছে হাদীছ শাস্ত্রের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ও রাবীদের পদ মর্যাদা। এ ছাড়াও হাদীছ বর্ণনা করা এবং হাদীছের প্রকারভেদের মধ্যে মুনকাতি' মাওকূফ, মু'দাল, ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীল এবং স্তর বিন্যাস, সহীহ, কিয্ব, গারীব ও হাসান হাদীছের প্রকার ভেদ স্থান পেয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে ইবনুল আছীর ইলমে হাদীছের প্রচার, প্রসার, একত্রকরণের সূচনা ও গ্রন্থনার বিষয় স্থান দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীছ গ্রন্থনার বিষয়ে মনীষীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিভিন্ন দিক স্থান দিয়েছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পূর্বসূরীদের অনুসরণে হাদীছ শাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করণ ও গ্রন্থনার বিষয় আলোচনা করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'জামিউল উসূল' গ্রন্থখানিকে গ্রন্থরূপ দেয়ার উদ্দেশ্য স্থান পেয়েছে। ইবনুল আছীর বলেন, আমি ইমাম ইবন রাযীন (র) এর কিতাবুত তাজরীদ পাঠান্তে দেখতে পাই যে, তাতে 'সিহাহ সিত্তাহ' অপেক্ষাও অনেক বেশি হাদীছ স্থান পেয়েছে। অতঃপর আমি তাঁর অনুসরণে 'জামিউল উসূল' গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিন্যাস করার সংকল্প গ্রহণ করি। এরপর সিহাহ সিত্তার মধ্যকার দ্বিরুক্ত হাদীছ ও বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদগুলো বর্জন করে আমি এ গ্রন্থটিকে সাজাই। তিনি বলেন, তাঁর গ্রন্থে এমন অনেক হাদীছ পেয়ে যাই যা সিহাহ সিত্তায় নেই। প্রথমতঃ ইমাম বুখারী (র) (জন্ম ১৯৪ হি./৮০৯ সন, মৃত্যু ২৫৬ হি./৮৬৯ সন)-এর ন্যায় আমার গ্রন্থখানি বিন্যাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তবে তাঁর ন্যায় সনদ বর্ণনা না করে কেবল সাহাবীর নাম উল্লেখ করেই শেষ করি এবং গ্রন্থের শেষে রাবীদের পরিচিতি আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সন্নিবেশ করি। হাদীছের 'মতন' (হাদীছের মূল বক্তব্য ও শব্দ সমষ্টি) চাই তা হাদীছ কি আছার এবং হোক না তা তাবেঈর বাণী-তা-ই উল্লেখ করি। তিনি আরো বলেন, আমার গ্রন্থে অত্যল্প সংখ্যক ইমামের অভিমত উল্লেখ করি অথচ ইমাম ইবন রাযী (র) তাঁর তাজরীদ গ্রন্থে মালিকী মাযহাবের উল্লেখ করেন। হাদীছের সনদ বাদ দিয়ে অনুচ্ছেদ এমন ভাবে স্থাপন করি যেন হাদীছের অর্থের সাথে তার অপূর্ব সামঞ্জস্য থাকে। আমি এ গ্রন্থের শেষে শাব্দিক বিশ্লেষণ করে তার নাম দিয়েছি 'কিতাবুল লাওয়াহিক'।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর আমি হাদীছের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ ইত্যাদি শিরোনাম স্থাপন করি। বর্ণমালার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্য প্রসঙ্গের হাদীছ উপস্থাপন করতেও আমি দ্বিধাবোধ করিনি। যেমন, কিতাবুল ঈমান ও কিতাবুল ঈলা 'আলিফ' বর্ণযোগে উপস্থাপন করি। এরপর প্রত্যেক হাদীছের শুরুতে আমি নম্বর ও সূত্র উল্লেখ করে হাদীছের জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা কারি। ফলে এটি একটি বিশাল গ্রন্থে পরিণত হয়।

অনেক মনীষী এ গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রকাশ করেন। যেমন, ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মাদ আল-মারূযী আল-ইসতারাবদী (র)। এটি রচিত হয় ৬৮২ হি./..... সনের শেষ দিকে। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। ইমাম শরফুদ্দীন হিবাতুল্লাহ ইবন আবদুর রহীম ইবনুল বারূযী আল-হামাভী আশ-শাফিঈ (মৃ. ৭৩৮ হি./১৩৩৭ সন)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম 'তাজরীদুল উসূল'। শায়খ সালাহুদ্দীন দিমাশকী (র) (মৃ. ৭৬১ হি./১৩৫৯ সন) প্রণীত গ্রন্থের নাম 'তাহযীবুল উসূল'। শায়খ আবদুর রহমান ইবন আলী (তবে তিনি ইবনুদ দায়র) আশ-শায়বানী আল-য়ামানী (র) নামে সমধিক পরিচিত (মৃ. ৯৪৪ হি./১৫৩৭ সন)। প্রণীত গ্রন্থের নাম 'তাইসীরুল উসূল'। শায়খ মাজদুদ্দীন আবূ তাহির মুহাম্মাদ ইবন য়াকূব আল-ফীরূযাবাদী (মৃ. ৮১৮ হি./১৪১৬ সন) প্রণীত গ্রন্থের নাম 'তাসহীলু তরীকিল উসূলি ইলা আহাদীছিয যায়দা আলা জামিঈল উসূল'। নাসিরুদ্দীন ইবনুল আশরাফ সাহিবুল য়ামান এটি লিপিবদ্ধ করেন। মুহিববুদ্দীন আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ আত-তাবারী (র) (মৃ. ৬৯৪ হি./১২৯৪ সন) প্রণীত গারীবুল হাদীছ এবং শায়খ আহমাদ ইবন রিযখিল্লাহ আল-আনসারী হানাফী (তাঃ বিঃ) প্রণীত 'মুখতাসার' অন্যতম। এছাড়াও 'রিসালাতুল হাদীছ' নামে শায়খ সদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আল কাওনূমী (মৃ. ৬৭১ হি./১১২০ সন) এবং ইবনুল মাহাল্লী (র) (তাঃ বিঃ) রচিত জামিউল উসূল গ্রন্থখানির নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। (হাজ্জী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন ঃ পৃ. ৫৩৭)

'জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল' গ্রন্থখানি মোট ১১ বা ১২ খণ্ডে পাওয়া যায়। আমরা উভয় নুসখার সাহায্য গ্রহণ করেছি। মোট হাদীছ সংখ্যা ৯৫২৩।

খণ্ড	পৃষ্ঠা	হাদীছ সংখ্যা
১ম	৬২২	১-৪৬৮
২য়	৭৬৩	৪৬৯-১২৬৪
৩য়	৬৩৬	১২৬৫-১৯৭১
৪র্থ	৭৩১	১৯৭২-২৯৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৫ম	৭৬০	২৯৭৯-৪০৬৩
৬ষ্ঠ	৭৮০	৪০৬৪-৪৯৭৬
৭ম	৬২৯	৪৯৭৭-৫৮২২
৮ম	৬৭১	৫৮২৩-৬৫১৫
৯ম	৬৫৮	৬৫১৬-৭৪৫২
১০ম	৭৮৩	৭৪৫৩-৮৪৬৫
১১তম	৮১৫	৮৪৬৬-৯৫২৩

বিষয় সূচী পর্যালোচনা

১ম খণ্ড ঃ পৃ. ৬২২, হাদীছ সংখ্যা ৪৬৮

এতে স্থান পেয়েছে ঃ

গ্রন্থকারের ভূমিকা,

ইবনুল আছীর এর জীবন চরিত।

চারটি অনুচ্ছেদ, তারপর ছয়টি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। এছাড়াও বর্ণমালা যোগে গ্রন্থের বিন্যাস, রাবীদের পরিচিতি, রাবীদের গুণাবলী ও হাদীছ বর্ণনার শর্তাবলী, সহীহ ও মিথ্যা হাদীছের প্রকারভেদ, মিথ্যা হাদীছ বর্ণনাকারীদের প্রতি করণীয় এবং শ্রেণী বিভাগ, মুত্তাফাক আলায়হি ও মুখতালাফ ফী হাদীছের, বিবরণ গারীব ও হাসান হাদীছের পরিচয় এবং সিহাহ সিত্তার ইমামগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। (খলিফা আলিফ বর্ণযোগে)

এ ছাড়াও প্রথম অধ্যায়ে ঈমান-ইসলাম-এর সংগা, প্রকৃতি, বায়আতের হুকুম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআন-সুন্নাহ আকড়ে ধরা, তৃতীয় অধ্যায়ে আমানত, চতুর্থ অধ্যায়ে আমর বিল মারুফ-নাহি আনিল মুনকার, পঞ্চম অধ্যায়ে ইতিকাফ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে মৃতকে জীবনদান, সপ্তম অধ্যায়ে ঈলা, অষ্টম অধ্যায়ে নাম-উপনাম, মহানবী (সা)-এর নাম ও মহানবী (সা) কর্তৃক পরিবর্তিত নাম। নবম অধ্যায়ে প্লেট-বর্তন, দশম অধ্যায়ে আশা ও জীবন কঠিন শব্দাবলী বিশ্লেষণ।

(বা) বর্ণযোগে প্রথম অধ্যায় আল-বিরর স্থান পেয়েছে। এর অধীনে স্থান পেয়েছে বিররুল ওয়ালেদায়ন-বিররুল মাওলাদ ওয়াল আকাবির, বিররুল য়াতীম, ইমাতাতুল আয়া আনিত তরীক এবং ফী আমালীন আনিল বিররি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে দুশোটি অনুচ্ছেদ। ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত জায়েয না জায়েয বিষয়, সূদ, কৃপণতা, দালান-কোটা নির্মাণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২য় খণ্ড ঃ পৃ. ৭৬৩, হাদীছ ঃ ৪৬৯-১২৬৪

তৃতীয় অধ্যায় সদাচরণ। প্রথম অধ্যায়ে তাফসীরুল কুরআন সূরা আল-ফাতিহা থেকে আন-নাস পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

৩য় খণ্ড ঃ পৃ. ৬৩৬, হাদীছ ঃ ১২৬৫-১৯৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআন তিলাওয়াত ও কিরাআত। এ পর্যায়ে দুটি অনুচ্ছেদ এবং তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কুরআনের বিন্যাস, গ্রন্থায়ন ও একত্রকরণ বিষয় আলোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় তাওবা, পঞ্চম অধ্যায় স্বপ্নের ব্যাখ্যা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আত-তাফলীস , সপ্তম অধ্যায়ে মৃত্যু কামনা বিষয় স্থান পেয়েছে।

জীম বর্ণ-এ পর্যায়ে দুটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় ঃ জিহাদ সম্পর্কীয় বিষয়াবলী। এতে স্থান পেয়েছে দুতি অনুচ্ছেদ ও পাঁচটি পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ঝগড়া-বিবাদ। 'হা' বর্ণ যোগে হাজ্জ ও উমরা বিষয়ক আলোচনা সবিস্তার আলোচনা স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড ; পৃ. ৭৩১, হাদীছ সংখ্যা ১৯৭২-২৯৭৮

'খা' বর্ণযোগে রয়েছে পাঁচটি অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ে মহত্তম চরিত্র এবং ইসলামে তার মর্যাদা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লাহভীতি, তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা ও তিনটি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে খিলাফত ও রাজতন্ত্র বিষয়ক আলোচনা এবং এ পর্যায়ে রয়েছে দুটি অনুচ্ছেদ। পঞ্চম অধ্যায়ে 'খা' বর্ণযোগে খুল'আ এবং দাল বর্ণযোগে রয়েছে তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে দু'আ। এ পর্যায়ে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দাল বর্ণযোগে ছয়টি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে যাল বর্ণযোগে তিনটি অধ্যায় স্থান পেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহর যিকর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যবাহকালে আল্লাহর নাম লওয়া। এ পর্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে পৃথিবী নিকৃষ্ট এরং পৃথিবীর নিকৃষ্ট স্থাসমূহ।

'রা' বর্ণযোগে চারটি অধ্যায় স্থান পেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রহমত বিষয়ক আলোচনা এসেছে এবং এর অধীনে তিনটি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে সহানুভূতি প্রদর্শন, তৃতীয় অধ্যায়ে বন্ধক দেয়া এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সূদ বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'যা' বর্ণযোগে। এপর্যায়ে তিনটি অধ্যায় স্থান রয়েছে। প্রথম অধ্যায় যাকাত। এ পর্যায়ে পাঁচটি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় সাধনা ও দারিদ্রতা। এ পর্যায়ে আরো দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় 'যা' বর্ণযোগে। অলংকার। এ পর্যায় আছে সাতটি অনুচ্ছেদ।

পঞ্চম খণ্ড ঃ পৃ. ৭৬০, হাদীছ সংখ্যা ২৯৭৯-৪০৬৩।

সীন বর্ণযোগে। এপর্যায়ে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দান-সাদাকা ও দয়া প্রদর্শন করা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সফর এবং তার নিয়ম, তৃতীয় অধ্যায়ে দৌড় প্রতিযোগিতা ও তীর নিক্ষেপের বিধান। এটিতে স্থান পেয়েছে দুটি পরিচ্ছেদ। চতুর্থ অধ্যায়ে যাঞ্চা করা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে যাদুকর ও গণকের কাজ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

সীন বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পানীয়। এপর্যায়ে রয়েছে দুটি অনুচ্ছেদ। দ্বিতীয় অধ্যায় শীন বর্ণযোগে তৃতীয় অধ্যায়ে কবিতা স্থান পেয়েছে।

সোয়াদ বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে রয়েছে দশটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় ঃ সালাত। দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ঃ নামাযের ফারায়দ, আহকাম এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ। এ পর্যায়ে রয়েছে পাঁচটি অনুচ্ছেদ। দ্বিতীয় প্রকার ঃ নফল সালাত। এ পর্যায়ে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ পৃ. নং ৭৮০ হাদীছ সংখ্যা ৪০৬৩-৪৯৭৬

প্রথম অধ্যায় ঃ সালাত বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় সিয়াম। এ পর্যায়ে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ধৈর্য, চতুর্থ অধ্যায়ে সত্যবাদিতা, পঞ্চম অধ্যায়ে দান-খয়রাত বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। এপর্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা, সপ্তম অধ্যায়ে সুহবাত-সাহচর্য বিষয় স্থান পেয়েছে। এ পর্যায়ে রয়েছে আঠারটি পরিচ্ছেদ।

৭ম খণ্ড ঃ পৃ. ৬২৯, হাদীছ সংখ্যা ৪৯৭৭-৫৮২২।

অষ্টম অধ্যায় ঃ মুহরানা। এ পর্যায়ে দুটো পরিচ্ছেদ রয়েছে। নবম অধ্যায় ঃ পশু-পাখি, জীবন-জন্তু শিকার। এ পর্যায়ে রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ এবং দশম অধ্যায়ে রয়েছে বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলী।

দোয়াদ বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে দুটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় আপ্যায়ন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যামিন বিষয়ে স্থান পেয়েছে। 'ত্ব' বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে পাঁচটি অধ্যায়ে রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

তাহারাত (পাক-পরিচ্ছন্নতা)। এ পর্যায়ে রয়েছে সাতটি অনুচ্ছেদ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আত-তাআম' (পানাহার)। এ পর্যায়ে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে 'তিব্ব), (চিকিৎসা) ও তাবিয বিষয়ক আলোচনা, এ অধ্যায়ে রয়েছে চারটি অনুচ্ছেদ। চতুর্থ অধ্যায়ে আত-তালাক (তালাক)। এতে রয়েছে সাতটি পরিচ্ছেদ। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে পাখি উড়ান ও ফাল। 'যোয়া' বর্ণযোগে একটি অধ্যায় রয়েছে 'যিহার'। এতে স্থান পেয়েছে দুটি পরিচ্ছেদ।

৮ম খণ্ড ঃ পৃ. ৬৭১, হাদীছ সংখ্যা ঃ ৫৮২৩-৬৫১৫।

'আইন' বর্ণযোগে। এতে স্থান পেয়েছে ছয়টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে ইল্‌ম। এতে স্থান পেয়েছে ছয়টি পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে 'ক্ষমা বিষয়ক' আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায় দাসমুক্তি। এতে দুটি অনুচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আল-আরিয়া এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে আল-উমরা ওয়ার রুকবা।

'গাইন' বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে রয়েছে সাতটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে গাযওয়া, সারায়া ও মহানবী (সা)-এর পরিচালনাধীন যুদ্ধ সংখ্যা। দ্বিতীয় অধ্যায় আল-গায়রা। তৃতীয় অধ্যায়ে আল-গাদাব ওয়াল গায়য। চতুর্থ অধ্যায় আল-গাসাব (ছিনতাই)। পঞ্চম অধ্যায় গীবত ও চোগলখুরী। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গান-বাজনা ও খেল-তামাশা। সপ্তম অধ্যায় বিশ্বাস ঘাতকতা।

'ফা' বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে রয়েছে তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় ফাদায়ল ও মানাকিব। এ পর্যায়ে রয়েছে দশটি অনুচ্ছেদ।

নবম খণ্ড ঃ পৃ. ৬৫৮, হাদীছ সংখ্যা ৬৫১৬-৭৪৫২।

এখণ্ডে বিশিষ্ট সাহাবী, আহলে বায়ত, আনসার, আহলে আকাবা, আসহাবে বদর, হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবী, কুরায়শ, আসলাম, গিফার, মুযায়না, জুহায়না, আশাজ্জ, আশ'আরী, বনু তামীম, হিময়ার, দাউছ, ছাকীফ, আহলে ওমান, বনু হানীফা ও বনু উমায়্যা গোত্র, আরব-অনারব, বিভিন্ন রাত, হজ্জ-উমরা, জিহাদ, মীরাছ ইত্যাদির ফযীলত বিষয়ক আলোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ফারায়দ ও মীরাছ সম্পর্কিত বিবরণ। এতে স্থান পেয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ।

দশম খণ্ড ঃ পৃ. ৭৮৩, হাদীছ সখ্যা ঃ ৭৪৫৩-৮৪৬৫।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ এতে অধ্যায় রয়েছে ফিতনা-ফাসাদ, আত্মপূজারী ও ইখতিলাফ সম্পর্কিত বিষয়।

'কাফ' বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে আছে নয়টি অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ে তকদীর বিষয়ক বিবরণ। এ অধ্যায়ে আছে দশটি পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অল্পে তুষ্টি বিষয়ক বিবরণ। এ অধ্যায়ে পাঁচটি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিচার ব্যবস্থা। এ অধ্যায়ে রয়েছে দশটি পরিচ্ছেদ। চতুর্থ অধ্যায় কত্‌ল (হত্যাকাণ্ড)। এ অধ্যায়ে রয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ। পঞ্চম অধ্যায় কিসাস । এ অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ। ষষ্ঠ অধ্যায় কাসামাহ এবং সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে কিরাদ ও কাসাস। নবম অধ্যায়ে রয়েছে কিয়ামত সম্পর্কিত আলোচনা। এ অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে চারটি অনুচ্ছেদ।

'কাফ' বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে রয়েছে চারটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় জীবিকা উপার্জন। এতে রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় অধ্যায় মিথ্যাচার। এতে স্থান পেয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ। তৃতীয় অধ্যায় বড়ত্ব ও অহমিকা প্রদর্শন। চতুর্থ অধ্যায় কবীরা গুনাহসমূহ।

'লাম' বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে আছে ছয়টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ। এ অধ্যায় স্থান পেয়েছে সাতটি পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় অধ্যায় কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু। তৃতীয় অধ্যায় লি'আন। এ অধ্যায় স্থান পেয়েছে দুটি পরিচ্ছেদ। চতুর্থ অধ্যায় কুড়িয়ে পাওয়া শিশু। পঞ্চম অধ্যায় খেলাধূলা ও হাসি-তামাশা। এ অধ্যায় আছে দুটি পরিচ্ছেদ। ষষ্ঠ অধ্যায় অভিশাপ দেয়া ও গালমন্দ করা এ অধ্যায় স্থান পেয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ।

একাদশ খণ্ড ঃ পৃ. ৮১৫, হাদীছ সংখ্যা ঃ ৮৪৬৬-৯৫২৩।

'মীম' বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে আছে ছয়টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় উপদেশ বাণী ও মন গলানো হাদীছ। দ্বিতীয় অধ্যায় চাষাবাদ । এ অধ্যায় দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় প্রশংসাস্তুতি। চতুর্থ অধ্যায় কৌতুক করা। পঞ্চম অধ্যায় মৃত্যু ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়। এতে স্থান পেয়েছে তিনটি অনুচ্ছেদ। ষষ্ঠ অধ্যায় মসজিদ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়। এ অধ্যায় স্থান পেয়েছে দুটি পরিচ্ছেদ।

নূন বর্ণযোগে। এ পর্যায়ে স্থান পেয়েছে আটটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় নুবুওয়াত। এ অধ্যায় স্থান পেয়েছে পাঁচটি অনুচ্ছেদ। দ্বিতীয় অধ্যায় বিবাহ-শাদী। এ অধ্যায় রয়েছে চারটি অনুচ্ছেদ। তৃতীয় অধ্যায় মানত। এ অধ্যায় রয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ। চতুর্থ অধ্যায় নিয়্যাত ও ইখলাস। পঞ্চম অধ্যায় উপদেশ ও পরামর্শ। ষষ্ঠ অধ্যায় নিদ্রা, নিদ্রার অবস্থা ও বসার নিয়ম। সপ্তম অধ্যায় নিফাক (কপটতা)। অষ্টম অধ্যায় তারকারাজি।

Dhaka University Institutional Repository

'হা' বর্ণযোগে। এতে স্থান পেয়েছে তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় অসিয়াত। এ অধ্যায় রয়েছে সাতটি শাখা। দ্বিতীয় অধ্যায় অংগীকার প্রসংগ। তৃতীয় অধ্যায় আল-ওয়াকালাহ।

'য়া' বর্ণযোগে। এতে স্থান পেয়েছে। একটি অধ্যায়। অধ্যায় ঃ শপথ। এ পর্যায়ে রয়েছে আটটি পরিচ্ছেদ। আল-লাওয়াহিক। এতে স্থান পেয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ।

(গ) অংক শাস্ত্র

১. রাসাঈল ফিল হিসাব মুজাদওয়ালাত

এটি ইবনুল আছীর (র)-এর অংক বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে জানা যায়। এর অধিক আমরা কিছু জানতে পারিনি।

(ঘ) আরবী ব্যাকারণ (নাহূ) সংক্রান্ত গ্রন্থ পরিচিতি

১. আল-বাহির ফিল ফুরূক ঃ এ গ্রন্থখানা ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ (র) এর আরবী ব্যাকরণ বিষয়ক অনবদ্য সংকলন। ইয়াকূত আল-হামাভী এবং আল্লামা সুয়ূতী (র) (জ. ৮৪৯, মৃ. ৯১১) বলেন, 'আল-বাহির ফিল ফুরূক গ্রন্থখানা নাহূ বিষয়ক গ্রন্থ। সুবকী (র) এ গ্রন্থের নাম 'আল-ফুরূক ওয়াল আবনিয়াহ' বলে উল্লেখ করেন।[১]

২. আল-বাদীঈ

এ গ্রন্থটির পূর্ণনাম 'আল-বাদীঈ ফিন নাহূ' ইয়াকূত আল-হামাভী, কিফতী এবং আল্লামা সুয়ূতী (র) প্রমুখ এ নাম উল্লেখ করেন। ইবন খাল্লিকান, সুবকী এবং ইবন তাগরী 'বিরদী (র) 'আল-বাদীঈ ফী শারহিল ফুসূলি লি ইবনিদ দাহহান' নামে গ্রন্থটির নামকরণ করেন। ইয়াকূত (র) বলেন, এ গ্রন্থটির রয়েছে চল্লিশটি কুররাসাহ বাণ্ডিল। তিনি আরো বলেন, ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ (র) এর ভাই ইয্যদ্দীন আবুল হাসান আলী এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেন। তবে আল বাদীঈ নামেই গ্রন্থটি পাওয়া যায়। গ্রন্থটির পরিচ্ছেদ অত্যন্ত অভিনব পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।[২]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবন মাসউদ আল-গাযী (মৃ. ৪২১ হি./১০৪৩ সন) নাহূ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন বলে ইবন হিশাম তাঁর মুগনী গ্রন্থে উল্লেখ করেন এবং তার নাম 'ইবনুয যাকী' বলে জানান। তিনি বলেন, বৈয়াকরণগণ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। আবূ হায়্যান (র) উক্ত গ্রন্থ থেকে অনেক সূত্র উল্লেখ করেন বলে জানা যায়।[৩]

* ইবনুল আছীর ঃ আন-নিহায়া, ১ম খণ্ডের ভূমিকা, পৃ. ১৬।
* হাজ্জী খলীফা ঃ (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৩৬।
* ইবনুল আছীর ঃ আন-নিহায়া, ১খ, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩. তাহযীবু ফুসূলি ইবনিদ দাহ্হান ঃ ইয়াকূত হামাভী ও ইমাম সূয়ূতী (র) এ গ্রন্থটিকে নাহূ বিষয়ক প্রমাণ্য গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন। এ গ্রন্থের পরিচিতির বিষয় আমাদের অনুসন্ধানে অন্য কোন তথ্য মিলেনি।

৪. আল-ফুরূক ওয়াল আবনিয়াহ ঃ

এ গ্রন্থটি নাহূ বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ বলে সুবকী (র) উল্লেখ করেন। ইয়াকূত হামাভী ও ইমাম সুয়ূতী (র) এ গ্রন্থটির নাম করণ করেন 'আল-বাহির ফিল ফুরূক'।*

(ঙ) অন্যান্য ঃ

১. দিওয়ানু রাসাঈল

২. শারহু গারীবিত তিওয়াল

৩. কিতাবু লাতিফী সান'আতিল কিতাবাহ

৪. আল-মুখতার ফী মানাকিবিল আখয়ার আও আল-আবরার

৫. আল-মুরাসসা ফিল আবা ওয়াল উম্মিহাত ওয়াল আবনা ওয়াল বানাত ওয়াল আযওয়া ওয়ায যাওয়াত

৬. আল-মুস্তাফা ওয়াল মুখতার ফিল আদঈয়া ওয়াল আযকার

উপরিউক্ত গ্রন্থবলীর বিষয়বস্তু উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা কিছুই জানতে পারিনি।

.....

* ইবনুল আছীর ঃ আন-নিহায়া. ১খ. ভূমিকা অংশ. পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

صورة الصفحة الأولى من النسخة الأولى التامة

Dhaka University Institutional Repository

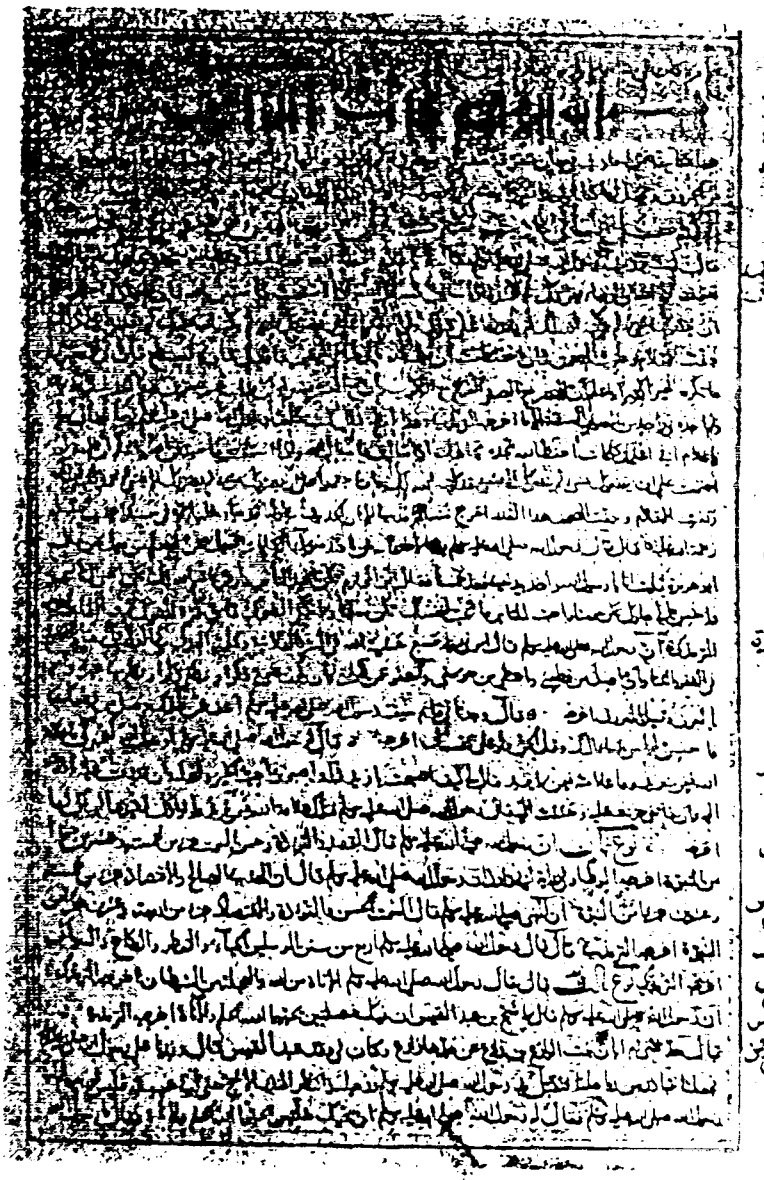

رامز الورقة الأولى من كتاب اللواحق من النسخة الأولى

Dhaka University Institutional Repository

راموز الورقة الأخيرة وجه أول من النسخة الأولى

Dhaka University Institutional Repository

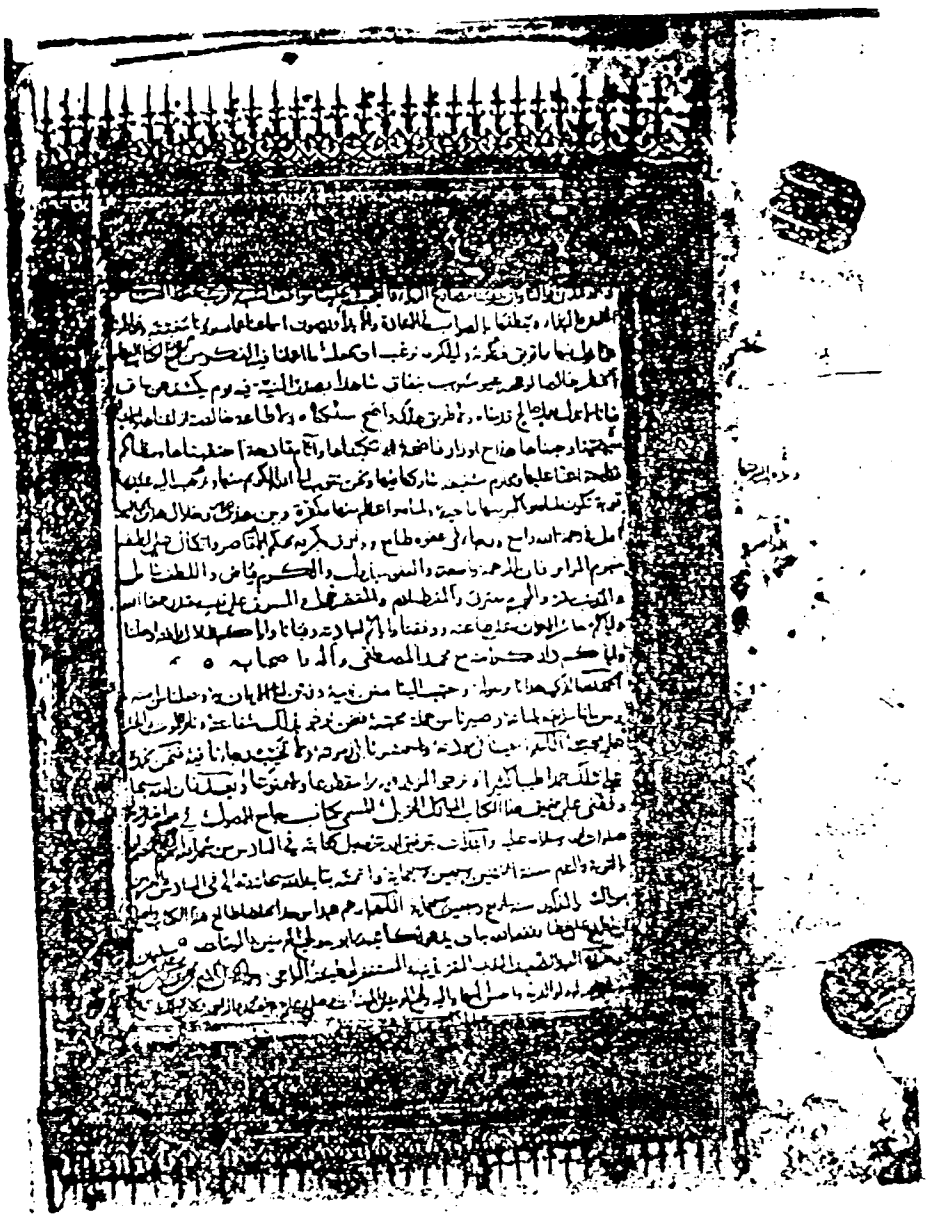

د صورة الورقة الأخيرة وجه ثاني من النسخة الأولى

Dhaka University Institutional Repository

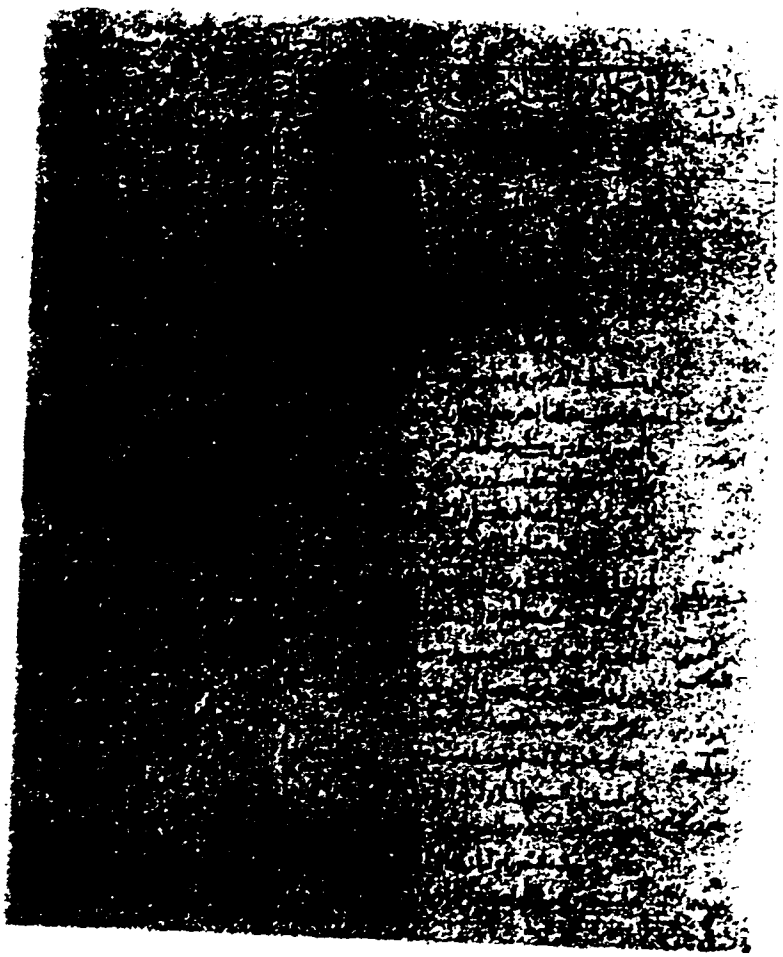

رأموز الصفحة الأولى من المجلد الثالث من النسخة الثانية

Dhaka University Institutional Repository

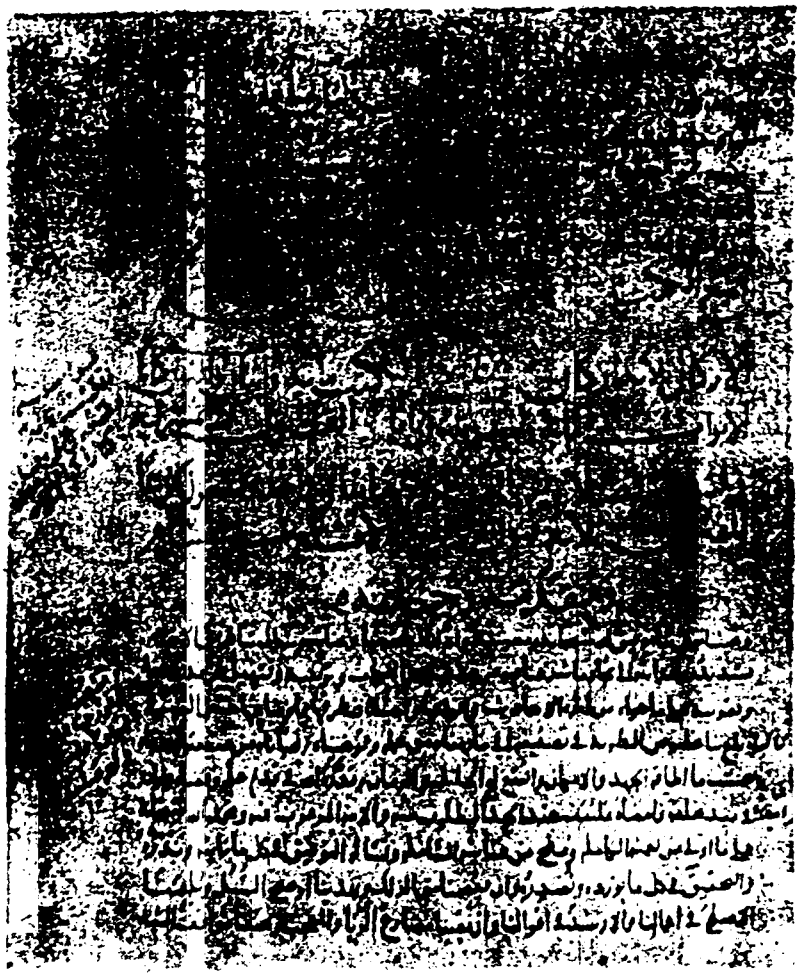

راموز الصفحة الأخيرة من المجلد الخامس من النسخة الثانية

٦٥٦

Dhaka University Institutional Repository

راموز الصفحة الأخيرة من المجلد الثامن من النسخة الثالثة

১০৪

Dhaka University Institutional Repository

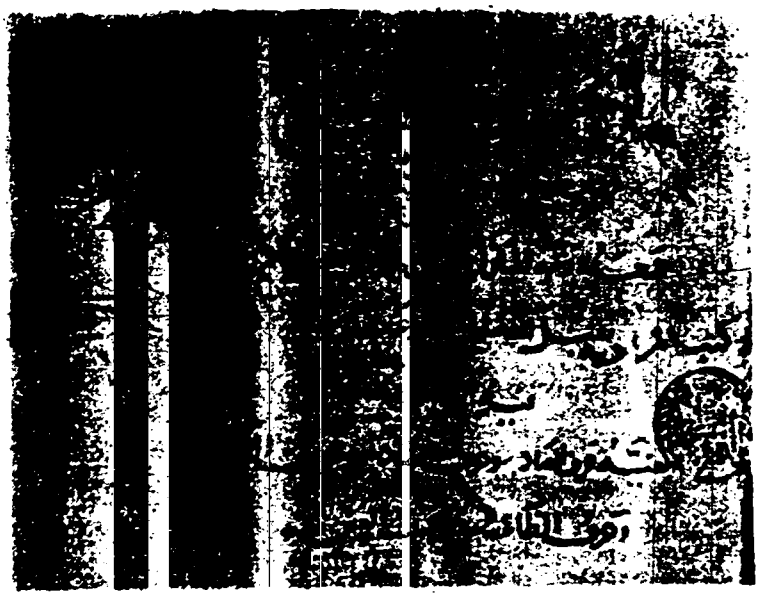

راموز عنوان نسخة المؤلف التي كتبها بيده

Daa

Dhaka University Institutional Repository

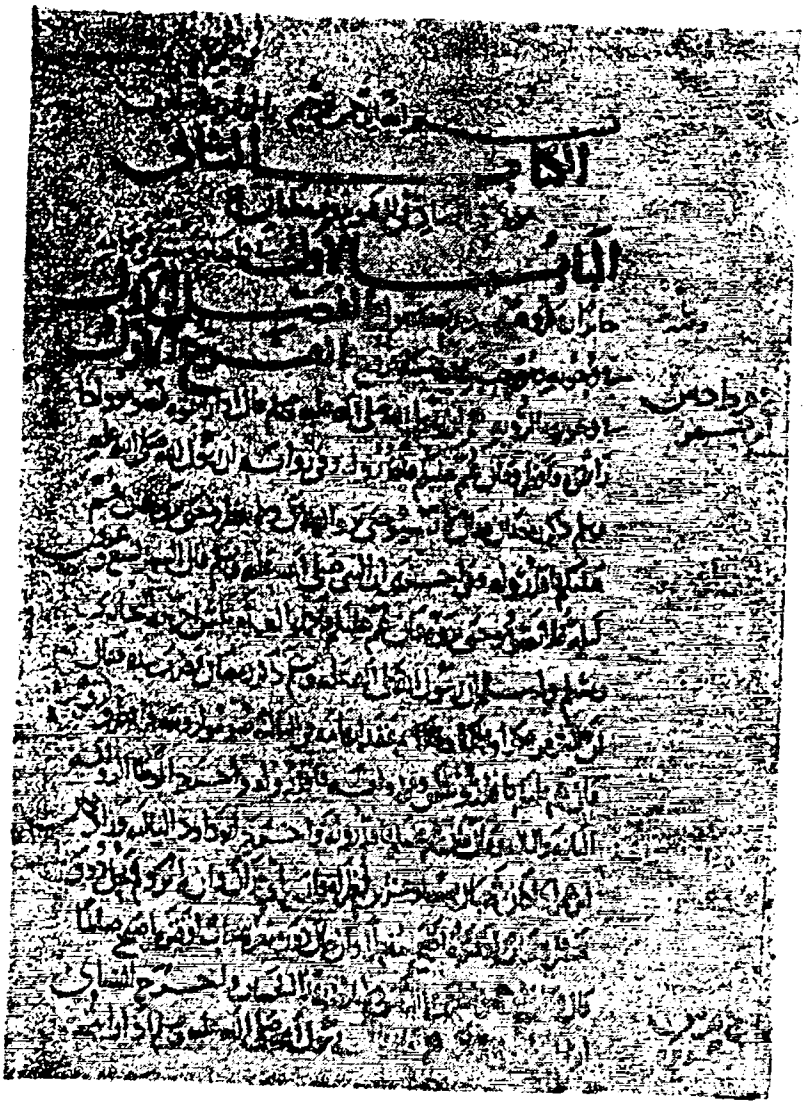

راموز الصفحة الأولى من نسخة المؤلف بخطه

Dhaka University Institutional Repository

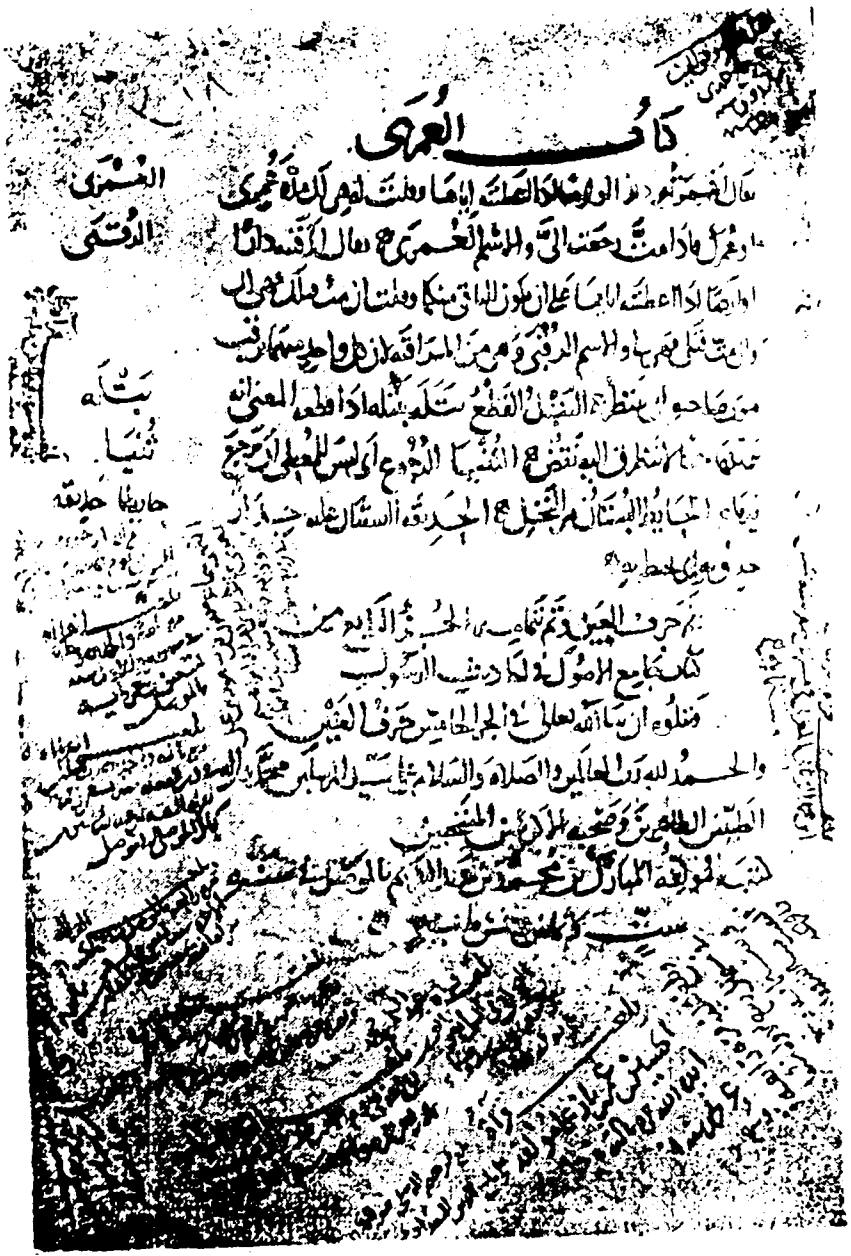

نموز للصفحة الأخيرة من نسخة المؤلف بخطه

Dhaka University Institutional Repository

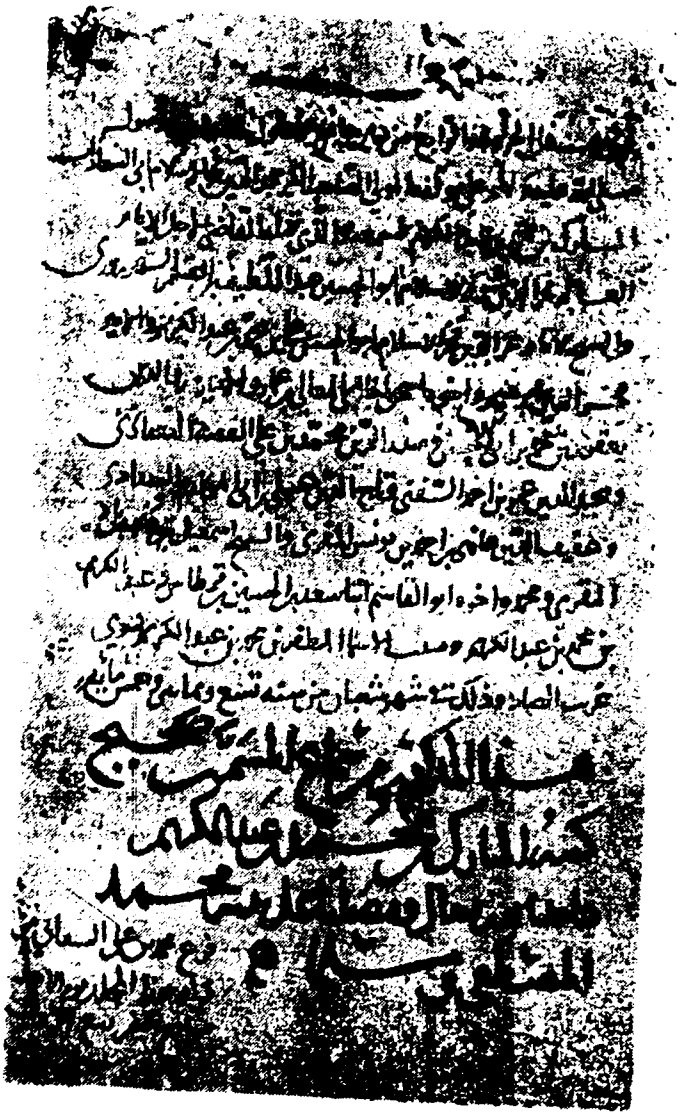

راموز السماعات المثبتة في آخر نسخة المؤلف وفيها توقيعه

Dhaka University Institutional Repository

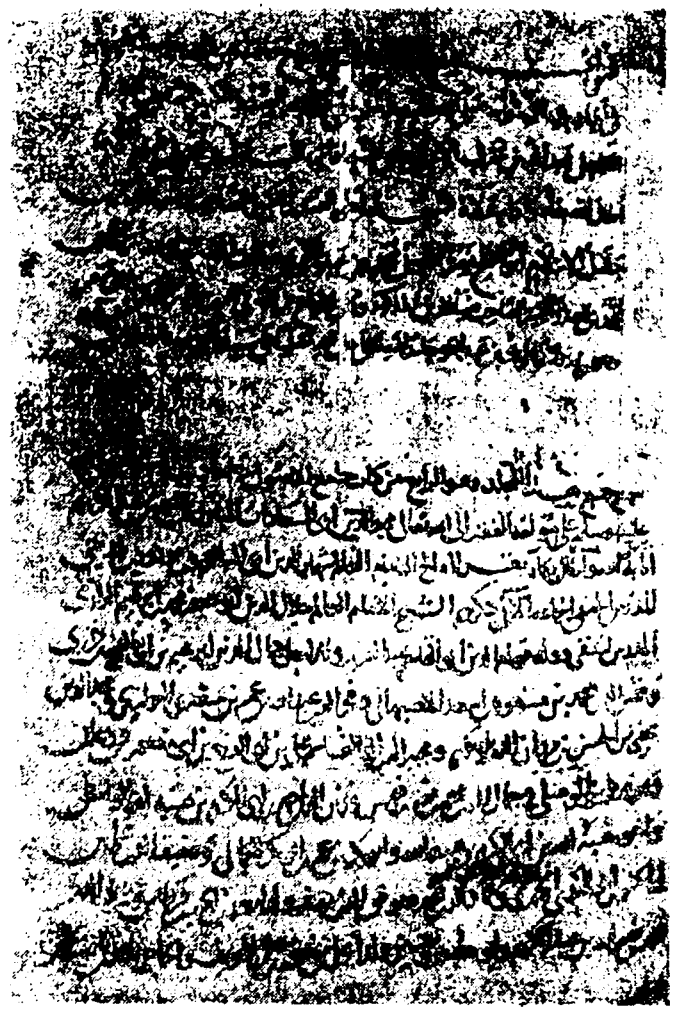

راموز سماعات نسخة المؤلف

Dhaka University Institutional Repository

راموز سماعات نسخة المؤلف

Dhaka University Institutional Repository

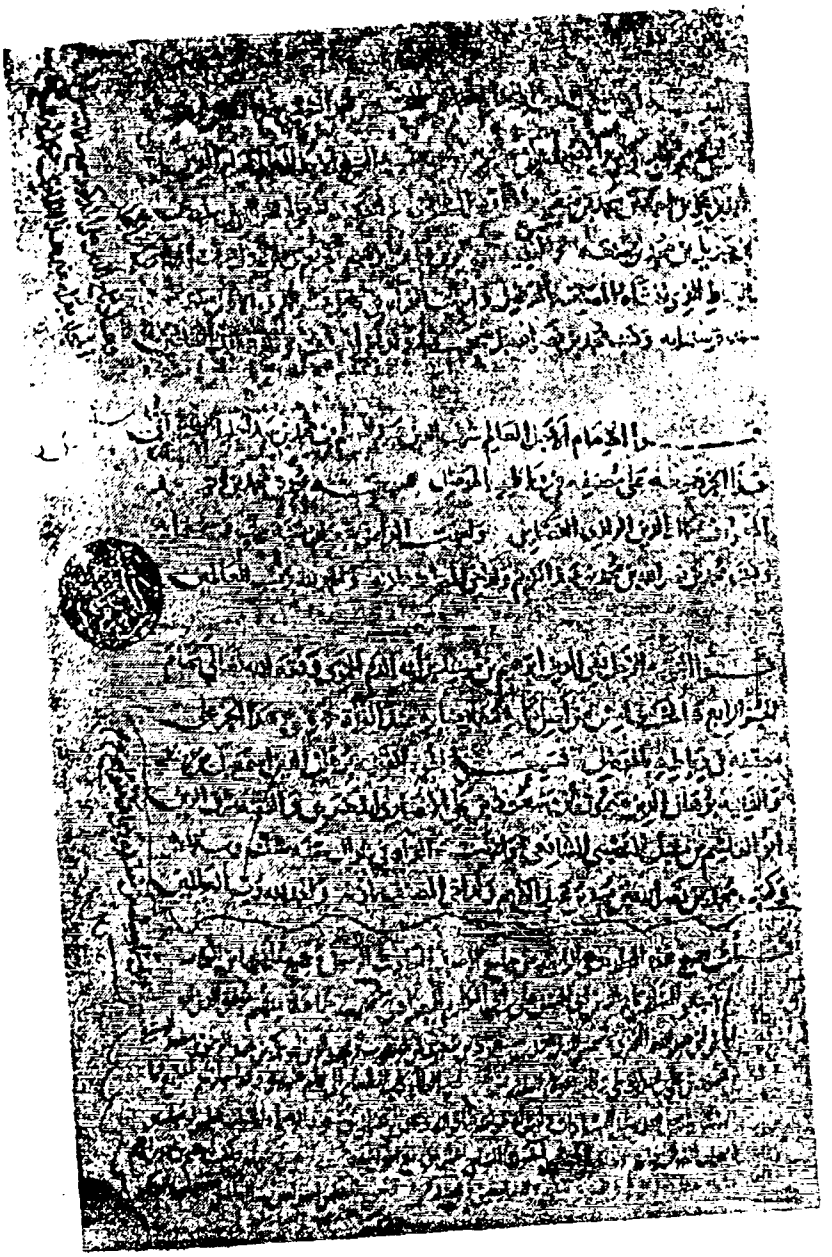

راءوز سماعات نسخة المؤلف

Dhaka University Institutional Repository

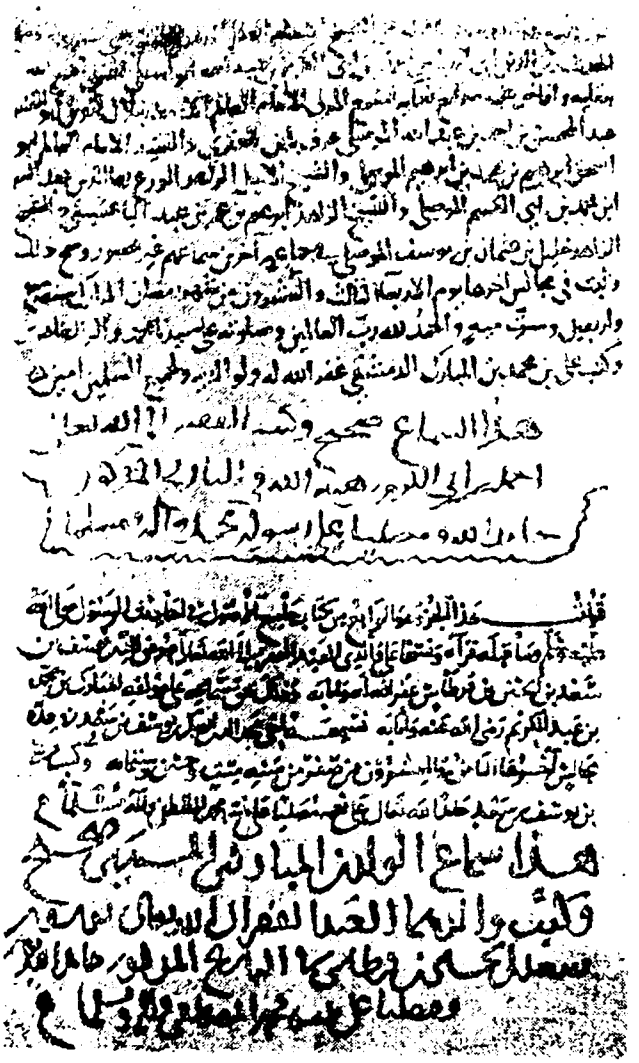

راموز سماعات نسخة المؤلف

Dhaka University Institutional Repository

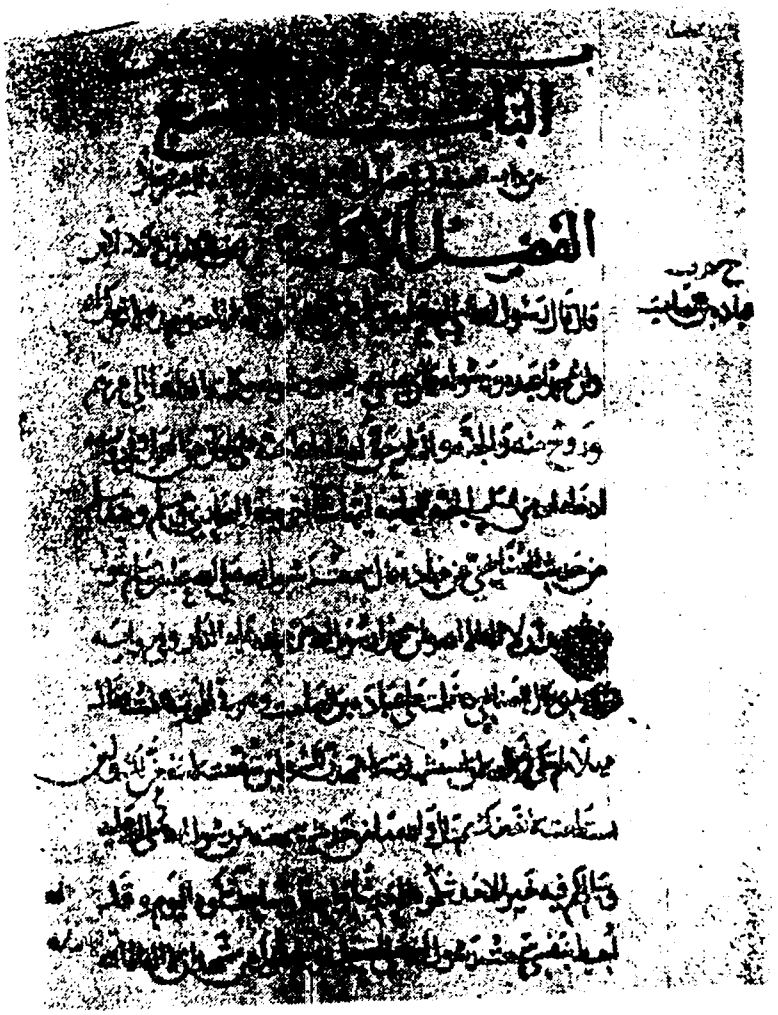

راموز الصفحة الأولى من المجلد السابع وقد كتب في حياة المؤلف

Dhaka University Institutional Repository

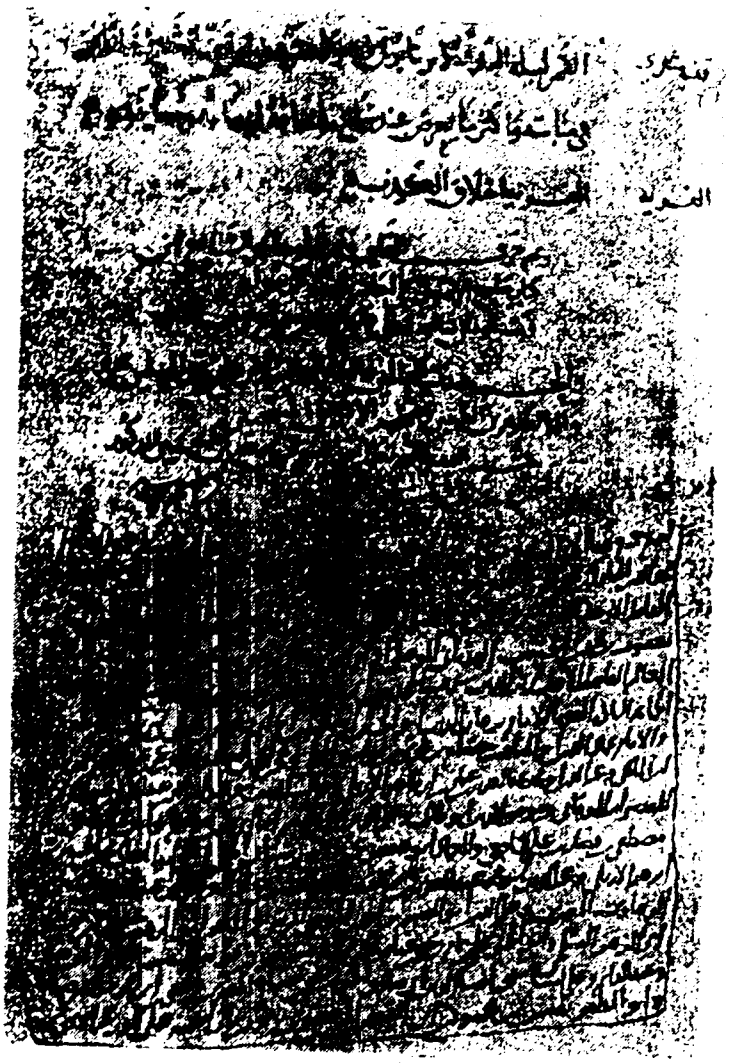

راموز الصفحة الأخيرة من المجلد السابع وفيها السماعات

Dhaka University Institutional Repository

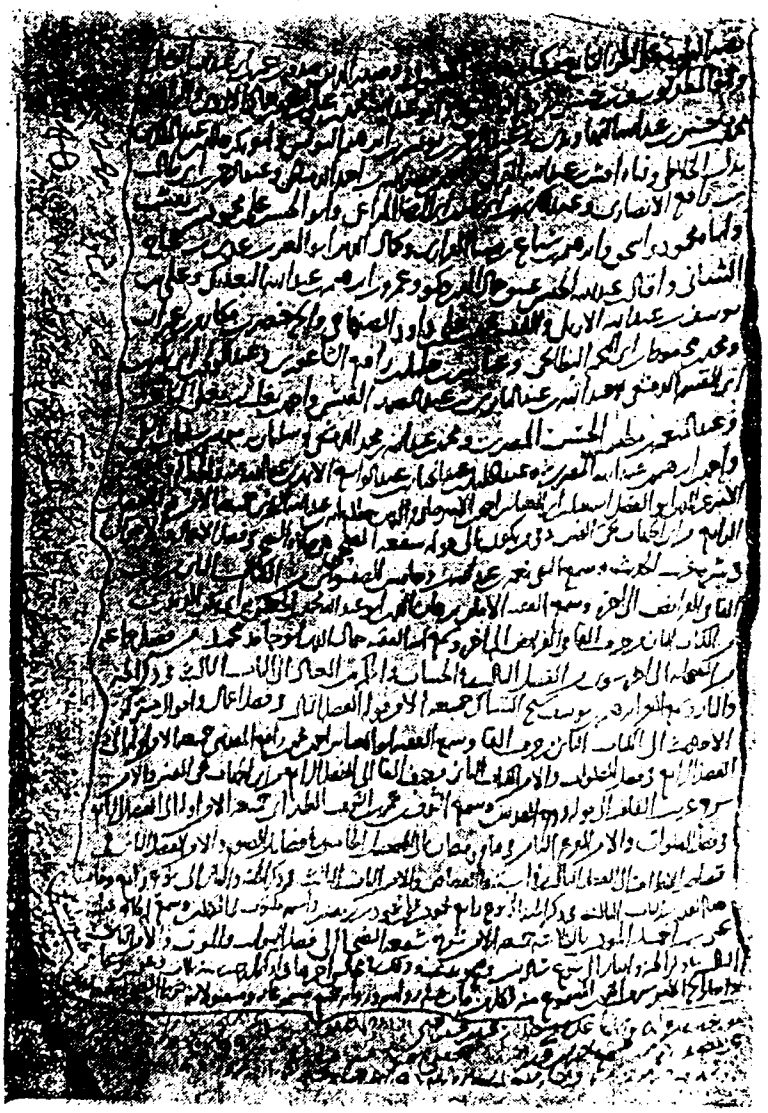

راموز السماعات المثبتة في آخر الجزء السابع الذي كتب في حياة المؤلف

Dhaka University Institutional Repository

رموز عنوان الجزء العاشر وفيه السماعات

Dhaka University Institutional Repository

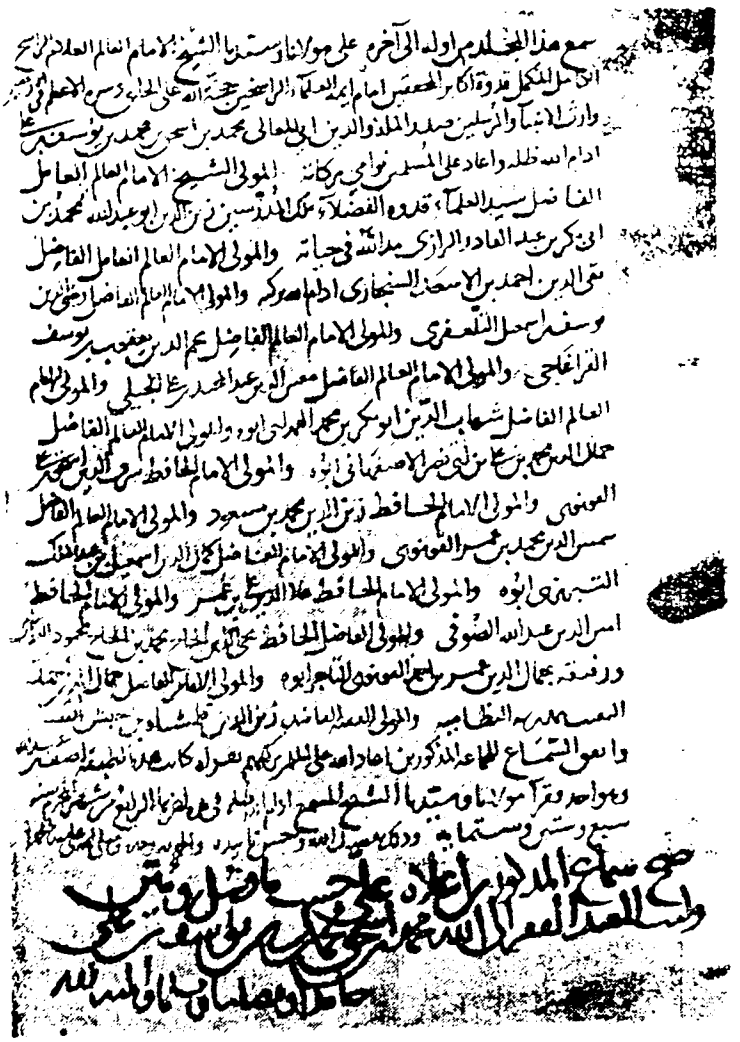

راموز الصفحة الأخيرة من المجلد العاشر المثبت فيها السماعات

Dhaka University Institutional Repository

الوجيه ابن الدّهّان

(٥٣ ـ ٦١٢ هـ = ١١٤٠ ـ ١٢١٥ م)

المبارك بن المبارك بن سعيد ، أبو
، وجيه الدين ابن الدهان الواسطي :
ب ، من النحاة . ولد بواسط ، وتوفي
راد . وكان ضريراً ، يحسن التركية
ارسية والرومية والحبشية والزنجية .
كتاب في « النحو » وشعر [1] .

ابن الصبّاغ

(٠٠٠ ـ ٦٨٣ هـ = ٠٠٠ ـ ١٢٨٤ م)

المبارك بن المبارك بن عمر الأواني ،
منصور ، شمس الدين : طبيب
لمستنصرية ببغداد . كان عالماً بالطب ،
فيه تصانيف . عاش نحو مئة سنة .
و صحيح السمع والبصر [1] .

ابن الأثير

(٥٤٤ ـ ٦٠٦ هـ = ١١٥٠ ـ ١٢١٠ م)

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد
بن عبد الكريم الشيباني الجزري ، أبو
السعادات ، مجد الدين : المحدث اللغوي
الموصلي . ولد ونشأ في جزيرة ابن
عمر . وانتقل إلى الموصل . فاتصل
بصاحبها ، فكان من أخصائه . وأصيب
بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه .
ولازمه هذا المرض إلى أن توفي في إحدى
قرى الموصل . قيل : إن تصانيفه كلها ،

ل بلوى ، وقتل أخوه حطان بزبيد ، وأخذ ماله .
فلم يظهر منه للسلطان كراهة . وكل شيمته براعة
ونباهة » .
نكت الهميان ٢٣٣ وإرشاد الأريب ٦ : ٢٣١ ـ
٢٣٨ والبغية ٣٨٥ والوفيات ١ : ٤٤٤ ومرآة
الزمان ٨ : ٥٧٣ والنجوم الزاهرة ٦ : ٢١٤ والتكملة
لوفيات النقلة ـ خ ـ الجزء الثامن والعشرون .
وولادته في أكثر هذه المصادر سنة ٥٣٢ إلا أن ابن
قاضي شهبة ، في الإعلام ـ خ ـ ذكر ولادته « سنة
اثنين وثلاثين ، ثم أضاف إليها بخطه : « وقيل أربع »
ثم شطب الجملتين ، وكتب : « ولد في حدود الأربع
سنة أربع . وقيل : ولد سنة ... » ـ خ ـ .
) علماء بغداد ١٦٤ وفي اللباب ١ : ٧٤ « ...
بفتح الألف والواو المعجمة ، نسبة إلى أوانا وهي قرية على
عشرة فراسخ من بغداد » .

المبارك بن محمد ، ابن الأثير

عن مخطوطة كتابه ، المرصع ، في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ، رقم ٥٦٦٠ ، ـ وفي اللوحة خطوط آخرين من المشاهير ـ .

ألفها في زمن مرضه ، إملاءً على طلبته ، وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة . من كتبه « النهاية ـ ط » في غريب الحديث ، أربعة أجزاء ، و « جامع الأصول في أحاديث الرسول ـ ط » عشرة أجزاء ، جمع فيه بين الكتب الستة ، و « الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف » في التفسير ، و « المرصع في الآباء والأمهات والبنات ـ ط » و « الرسائل ـ خ » من إنشائه ، و « الشافي في شرح مسند الشافعي ـ خ » في الحديث ، و « المختار في مناقب الأخيار ـ خ » و « تجريد أسماء الصحابة ـ خ » و « منال الطالب ، في شرح طوال الغرائب ـ خ » في مجلد ، جمع فيه من الأحاديث الطوال والأوساط ما أكثر ألفاظه غريب ، وصنفه بعد انتهائه من كتابه « النهاية » رأيت نسخة منه متقنة جداً بخط ابن أخيه محمد بن نصرالله ، سنة ٦٠٦ في خزانة الرباط (١٨٢ أوقاف) واقتنيت تصويرها .

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর জীবনী

'ইবনুল আছীর' নামে সমধিক পরিচিত তিন সহোদর বিশ্ব ইতিহাসের তিন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁরা নিজ নিজ স্থানে স্বকীয় সত্তায় চির অম্লান। তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'আলমুবারক ইবন মুহাম্মাদ একজন বিশ্ববরেণ্য প্রথিতযশা হাদীছবিশারদ হিসেবে, মেঝ ভাই 'আলী ইবন মুহাম্মাদ' প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিসেবে এবং ছোট ভাই 'যিয়াউদ্দীন আবুল ফাতহ নাসরুল্লাহ' আরবী সাহিত্যবিশারদ হিসেবে স্বনামধন্য ছিলেন।

উপরে বর্ণিত ভ্রাতৃত্রয় নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমকালীন বিশ্ব মনীষীদের নিকট পথিকৃৎ হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। এ অংশে তিন সহোদর-এর মধ্যে মেঝ ভাই ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)-এর জীবন ও কর্ম বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

ইবনুল আছীর-এর পূর্ণ নাম ইয্যুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল কারীম ইবন আবদুল ওয়াহিদ আশ-শায়বানী আল-জাযারী আল-মাওসিলী। তাঁর উপনাম ইয্যুদ্দীন, উপাধি আবুল হাসান। তবে তিনিও বিশ্ব ইতিহাসে 'ইবনুল আছীর' নামে সমধিক পরিচিত।

ইবনুল আছীর-এর নাম জীবনীকারগণ একাধিক ধরনের লিখেছেন। যেমন, 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল কারীম'। আল-মুনযিরী, আল-কুসী.ইবনুল হাজিব, ইবনুয যাহ্‌রী (র) প্রমুখ উপারিউক্ত রূপ উল্লেখ করে বলেন, এ বর্ণনা সাঠিক। আরেক দল বিশেষজ্ঞ তাঁর নাম 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল কারীম' বলে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে ইবন খাল্লিকান, ইবনুস সায়ী, ইবনুয-জাওযী (র) অভিমত দিয়েছেন।[১] আমাদের মতে নিম্নোক্ত বিবরণটি অধিক তথ্য নির্ভর মনে হয়। কারণ অধিকাংশ বর্ণনায় এ তথ্যই পাওয়া যায়।

ঐতিসাহিকগণ তাঁর জন্মসন সম্পর্কে সর্ব সম্মত ব্যক্ত করে বলেন ঃ তিনি ৪ জমাদাল উলা ৫৫৫ হি./১৩ মে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে 'জাযিরা ইবন উমার' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[২]

---

১. আযযাহাবী ঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা (প্রাগুক্ত), ২২খ, পৃ. ৩৫৫।

২. ইবনুল আছীর জাযীরা ইবন উমার' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বিধায় তাঁকে জাযারী বলা হয। এ শহরটি তুরস্ক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী সীমান্ত শহর। (সামআনী ঃ আনসার, (প্রাগুক্ত), ২খ, পৃ. ৫৫-৫৬)।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবন ঃ ইবনুল আছীর আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর শৈশবকাল জাযীরা ইবন উমার-এ অতিবাহিত হয়। তিনি ৫৭৬ হি./১১৮০ সনে। পিতামাতার সাথে মাওসিলে চলে আসেন। সেকানে তিনি হাদীছ ফিকাহ তারীখ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

ইবুনল আছিরছিলেন যুগের ইমাম। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পারদর্শিতা অর্জন করেন তদানীন্তন বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নিকট তিনি এসব বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।

তিনি মাওসিলের খ্যাতিমান হাদীছ বিশারদ বিশেষত খতীব মাওসিল আবুল ফাদল আত-তূসী, ইয়াহইয়া ইবন মাহমূদ আছ-ছাকাফী, মুসলিম ইবন আলী আস-সীহী (র) প্রমুখ থেকে বিভিন্ন বিষয় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

কিছু দিন পর তিনি বাগদাদ চলে যান এবং সেখানকার প্রতিভাবান হাদীছ বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণের নিকট বিশেষত তারীখ ও হাদীছ শাস্ত্রে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে নিজ জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন। তাঁর বাগদাদের উস্তাদগণের মধ্যে আবদুল মুনঈম ইবন কুলায়ব, ইয়ায়িশ সাদাকা, আবদুল ওয়াহ্হাব ইবন সুকায়না এবং দামিশকের উস্তাদগণের মধ্যে আবুল কাসিম ইবন সাম্মরা (র) অন্যতম।[৩]

এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন সফর করেন এবং একদল খ্যাতিমান পণ্ডিতের নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। এরপর তিনি মাওসিল চলে আসেন এবং নিজ বাড়ীতে নির্জনবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর বাড়ী বিশেষত মাওসিলের শিক্ষার্থীদের অবাধ পদচারনায় মুখরিত হয়ে উঠে এবং শিক্ষার্থীরা নিজ জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করে নেয়ার অপুর্ব সুযোগ লাভ করেন।[৪]

গ্রন্থরচ না ঃ

ইবনুল আছীর একদিকে অসংখ্য যোগ্য ছাত্র তৈরি করেন অন্যদিকে অনেক প্রমান্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল-কামি ফিত তারীখ' অন্যতম। এ গ্রন্থের তিনি পৃথিবীর সূচনা

---

৩. আয-যাহাবী ঃ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (প্রাগুক্ত),২২খ, পৃ. ৩৫৪।

৪. ইবন খাল্লিকান ঃ ওফিয়্যাতুল আইয়ান, (দারু সাদর, বৈরূত, লেবানন), ৩খ, পৃ. ৩৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

লগ্ন থেকে ৬২৮ হি./১২৩০ খ্রি. পর্যন্ত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেন। গ্রন্থটি ১২৯ খন্ড বিশিষ্ট[৫] এবং সন-তারিখ হিসেবে বিন্যস্ত।

তিনি এ বিশাল গ্রন্থ প্রণয়নের ইমাম তাবারী (র) (জ. ২২৫ হি./৮৩৯ খ্রি., মৃ. ৩১০ হি./৯২৩ খ্রি.) প্রণীত 'তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক' এর সাহায্য গ্রহণ করেন। তবে তিনি 'সনদ' (সূত্র) বর্জন করে কেবল ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। কোন কোন ঘটনা বর্ণনায় তিনি ইমাম তাবারীর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইমাম তাবারী (র) জাহিলিয়া যুগে সংঘটিত অনেক ঘটনা ছেড়ে দেন কিন্তু ইবনুল আছীর জাহিলিয়া যুগের অনেক ঘটনা 'আল-কামিল' গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এহিসেবে ইমাম তাবারী (র) প্রণীত 'তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক' প্রথম এবং ইবনুল আছীর প্রণীত 'আল-কামিল' গ্রন্থখানি দ্বিতীয় বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৬]

ইবনুল আছীর এর দ্বিতীয় প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে, 'উসদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবা'। গ্রন্থটি বৃহৎ পাঁচ খণ্ড বিশিষ্ট। এটি আরবী বর্ণমালার আদ্যাক্ষরে বিন্যাস্ত।[৭] এতে সাড়ে সাত হাজার রাবীর জীবন চরিত স্থান পেয়েছে।[৮]

তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ হচ্ছে 'আল-লুবাব ফী মুখতাসারিল আনসাব লিস-সামাআনী'। গ্রন্থটি তিন খণ্ড বিশিষ্ট। এটি আল্লামা আবূ সা'দ আবদুল কারীম ইবনুস সাম'আনী (মৃ. ৫৬২ হি./১৩৬৬ খ্রি.) প্রণীত গ্রন্থের নির্ভুল মূল গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য । ইবন খাল্লিকান (র) বলেন আমি 'হালব' শহরে মাত্র একবার আট খণ্ড বিশিষ্ট মূল গ্রন্থটি দেখেছি।[৯]

কাশফুয যুনূন প্রণেতা বলেন, আল্লামা সাম'আনী (র) বিরচিত 'আল-আনসাব' গ্রন্থখানি বৃহৎ আটখণ্ড বিশিষ্ট। কিন্তু গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। তবে একথা ঠিক যে, মুল গ্রন্থ অপেক্ষা ইবনুল আছীর প্রণীত সংক্ষিপ্ত সংকলনটি উত্তম।[১০]

---

৫. যিরিকলী ঃ আল-আ'লাম (দারুল ইলম লিল-মালায়িয়ীন, বৈরূত, লেবান), ৪খ, পৃ. ৩৩১। পরবর্তী কালের ইতিহাস গ্রন্থসমূহ এ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। আল-কামিলের ভূমিকায় ৬২৯ হি./ ১২৩১ খ্রি. উল্লেখিত হয়েছে এবং অন্যান্য গ্রন্থের ৬২৮ হি./ ১২৩০ খ্রি. উল্লিখিত হয়েছে।

৬. ড. উমার ফাররূখ ঃ তারিখূল আদাব আল-আরাবী (দারুল ইলম লিল-মালায়িয়ীন, বৈরূত, লেবানন), ৩খ, পৃ. ৫১১।

৭. যিরিকলী ঃ আল-আ'লাম, (প্রাগুক্ত), ৪খ, ৩৩১।

৮. সারকীস ঃ মু'জামুল আতমূ'আত আল-আরাবিয়্যাহ, ১খ, পৃ. ৩৭; ইবন খাল্লিকান (র) বলেন, 'উসদুল গাবাহ' গ্রন্থখানি বৃহৎ ছয় খণ্ড বিশিষ্ট (ওয়াফাত (প্রাগুক্ত), ৩খ, পৃ. ৩৪৯।

৯. ইবন খাল্লিকান ঃ ওয়াফিয়্যাত, (প্রাগুক্ত), ৩খ, পৃ. ৩৪৯।

১০. সারকীস ঃ মু'জামুল মাতবূ'আত, (প্রাগুক্ত), ১খ, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত গ্রন্থত্রয় ছাড়াও তাঁর আরো কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তা হচ্ছে, আদাবুস সিয়াসাহ, তুহফাতিল আজাযিয়া তুরফাতুল গারাযির ফিত-তারীখ আল-জামিউল কাবীর ফী ইলমিল বায়ান, কিতাবুল জিহাদ এবং তারীখূ দাওলাতিল আতাবিকাহ মাওসিল।[১১]

কর্ম জীবন ঃ

ইবনুল আছীর আলী ইবন মুহাম্মাদ এর বর্ণাঢ্য কর্মবহুল জীবন বিভিন্ন দুর্লভ গুণাবলীর দ্বারা সুশোভিত। তিনি ৬২৬ হি./ ১২২৮ খ্রি. হালবে পৌঁছেন। শিহাবুদ্দীন তুঘরিল তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ফলে তিনি তাঁর অতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর নিকট একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। অল্প দিনের ব্যবধানে তাঁদের মধ্যে প্রবল সখ্যতা গড়ে উঠে এবং তিনি সাধারণ মানুষের নিকট জন প্রিয় হয়ে উঠেন।

কিছু দিন পর তিনি ৬২৭ হি/১২২৭ খ্রি. দিমাশক সফর করেন। এরপর ৬২৮ হি./১২২৮ খ্রি. হালবে ফিরে আসেন। এখানে তিনি কিছু দিন অবস্থান করেন। অতঃপর মাওসিলে চলে আসেন।[১২]

তিনি আদৌ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন কি-না অথবা হয়ে থাকলেও কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না, ব্যাপক অনুসন্ধানের পরও আমরা সে তথ্য উদঘাটন করতে পারিনি। কারণ আমরা ইবনুল আছীর -এর জীবন চরিত লিখতে গিয়ে যতগুলো মুল গ্রন্তের সাহায্য নিয়েছি তাতে এ বিষয় সম্বলিত কোন তথ্য পাইনি। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কিভাবে অতিবাহিত হয় অথবা তাঁর পেশা-ই বা কি ছিল তাও অস্পষ্ট। কোন জীবনীকার এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

ইনতিকাল ঃ

ইবনুল আছীর আলী ইবন মুহাম্মাদ এর মৃত্যু সন-তারিখ নিয়ে এ কাধিক অভিমত। পাওয়া যায়।

কাযী সাদুদ্দীন আল-হারিছী (র) বলেন, ইবনুল আছীর ২৫ শাবান ৬৩০ হি./ ১২৩২ খ্রি. ইনতিকাল করেন।

আবুল আব্বাস ইহমাদ ইবনুল জাওহারী (র) বলেন, তিনি রমযান ৬৩০ হি./ ১২৩২ খ্রি. ইনতিকাল করেন। আল-মুনাযিরী, ইবন খাল্লিকান, আবুল মুযাফ্ফার ইবনুজ জাওযী, ইবনুস সায়ী ও

---

১১. ইবনুল আছীর এ গ্রন্থ শেষ করার পূর্বেই ইনতিকাল করেন (যিরিকলী ঃ আল-'আলাম, (প্রাগুক্ত), ৪খ, পৃ. ৩৩২)।

১২. ইবন খাল্লিকান ঃ ওয়াফিয়্যাত, (প্রাগুক্ত), ৩খ, পৃ. ৩৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুস যাহ্‌রী (র) বলেন, তিনি উপরিউক্ত হিজরী সনের শাবান মাসে ইনতিকাল করেন। তাবে তাঁরা দিন তারিখ সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন নি।

ইমাম আয-যাহাবী (র) বলেন, তাঁর মৃত্যু সন ১৫ শাবান ৬৩০ হি./১২৩২ খ্রি.।

তাঁর সময়ে যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন, বাহাউদ্দীন ইবরাহীম ইবন আবুল য়ুসর, আল-হাসান ইবনুল আমীর আস-সায়্যিদ আলী ইবনুল মুরতাযা আল-আলুবী, আল-মুহাদ্দিছ উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাজির আল-আমীনী, সাহিবে ইরবিল মুযাফফারুদ্দীন, আল কাতিব আশ-শায়ির শরফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন নাসরুল্লাহ ইবন উনায়ন, আল-ফাকীহ আল-মা'আফী ইবন ইসমাঈল ইবন আবিস সিনান আল-মাওসিলী। আয-যাহীর ইয়াহইয়া ইবন জাফর আদ-দামাগাণী ও য়ূনুস ইবন সাঈদ ইবন মুসাফির আল-কাত্তান (র)।[১৩]

১৩. আয-যাহাবী ঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা, (প্রাগুক্ত), ২২খ, পৃ. ৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর অবদান

আসমাউর রিজাল অর্থাৎ হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবনেতিহাস। নবী কারীম (সা) এর জীবন চরিত ছিল কুরআন মাজীদের বাস্তব রূপায়ণ। করআন মাজীদ তাঁকে উত্তম আদর্শ হিসাবে পেশ করে ঘোষনা করেছে ঃ (অর্থ্যাৎ আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদর জন্য মহত্তম আদর্শ)[১]। এজন্যই রাসূল কারীম (সা) এর এ মর্মে নির্দেশ ছিল যে, 'আমার নিকট যা শুনবে এবং দেখবে তা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেবে। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন ঃ (অর্থাৎ যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন আমার কথা অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়)।[২] لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فليبلغ الشاهد الغائب

সাহাবা কিরাম নবী কারীম (সা) এর এই নির্দেশ মনে প্রাণে গ্রহণ করেন এবং তাঁরা তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় ও নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সূচনা কালের ঘটনাবলী নিজেদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সাক্ষাতকারীদের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করে যান। বস্তুত পক্ষে এ কাজেই তাঁরা সারা জীবন অতিবাহিত করেন এবং একাজই তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান কর্মসূচীতে পরিণত হয়। সাহাবা কিরামের পরে একই রূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সহাকরে তাবিঈন এ কাজের গুরু দায়িত্ব বহণ করেন। তাঁরা সাহাবা কিরামের পদাংক অনুসারণ করে তাঁদের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন এবং স্মরণ রেখে সর্বতোভাবে সংরক্ষণের প্রয়াস পান। তাবিঈগণের পর তবে তাবিঈগণ একাজে একাগ্রতার সাথে আত্মনিয়োগ করেন। উপরিউক্ত বিষয়াদি অবহিত হওয়াকেই সে যুগে ইল্‌ম বলা হতো।[৩]

নবী কারীম (সা)-এর জীবনেতিহাস, উত্তম আদর্শ, কথা ও কাজসমূহ মুসলিমগণ যে ভাবে সংরক্ষণ করেন বিশ্ব ইতিহাসে তার নজীর নেই। তাঁরা বিশদ ভাবে বর্ণনা করে এই বিশাল ব্যক্তিত্বের

---

১. সূরা আল-আহযাব ঃ ২১।
২. ইমাম বুখারী ঃ নামে সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ইলম, ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়।
৩. হাজ্জী খলীফা ঃ কাশফুয যনূন পৃ. ৬৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন চাতি সংক্রান্ত ঘটনাবলী ও বাণীসমূহ জীবন্ত ছবি আকারে আমাদের নিকট তুলে ধরেন। ফলে হাদীছের ভান্ডারে আমরা তাঁর বিশাল জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

আল্লামা শিবলী নুমানী (র) লিখেন, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের এই গৌরবের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাবে না যে, তারা নিজেদের নবী -রাসূলের জীবনেতিহাস ও ঘটনাবলীর এক একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশকে এমন ভাবে সংরক্ষণ করেন যে, আজ পযর্ন্ত অন্য কোন ব্যক্তির ইতিহাস এমন পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ রূপে লিখে রাখা সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতে করার সম্ভাবনা ও নেই।[৪]

যারা নবী কারীম (সা)এর কথা ও অনুমোদন সংরক্ষণ করে অন্যের কাছে বর্ণনা করেন তারা রাবী বা হাদীছ বর্ণনাকারী নামে অভিহিত। তাঁদের মধ্যে সাহাবা, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন ও তাঁদের পরবর্তী চতুর্থ হিজরী পর্যন্ত অথবা তারও পরবর্তীকালের লোক রয়েছেন যাদের সংখ্যা Sprenger এর মতে পাঁচ লক্ষ হবে।[৫] নবী কারীম (সা) এর দর্শন ও সাক্ষাত লাভকারীগণের মধ্যে অন্যূন্য বারো হাইজার সাহাবার নাম ও জীবন চরিত জানা যায়।

হিজরী চল্লিশ সন পর্যন্ত হাদীছ ছিল নিখুঁত-বিশুদ্ধও পবিত্র। হযরত আলী (রা) (জ. ৬০০ খ্রিঃ/মৃ. ৬৬১ খ্রিঃ) এবং আমীর মু'আবিয়া (রা) (জ. ৬০৬ খ্রিঃ/মৃ. ৬৮০ খ্রিঃ) এর মধ্যকার বিরোধের জের ধরে হাদীছের মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ও হাদীছ শাস্ত্রকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করা হয়। আলী এবং মু'আবিয়া (রা) এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সিফফীনের যুদ্ধে[৬] প্রচুর রক্ত ঝরে এবং অসংখ্য লোক প্রাণ হারায়।

---

৪. শিবলী নু'মানী ঃ সীরাতুন্নবী, বাংলা অনুবাদ ৬সং, ১খ., পৃ. ১১।

৫. ইংরেজী ভূমিকা ঃ আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাব। (কলিকাতায় মুদ্রিত ১৮৫৩ সন) সূত্র ঃ মাওঃ আবদুর রহীম প্রণীত হাদীছ সংকলনের ইতিহাস গ্রন্থ, পৃ. ৬৩৪।

৬. হযরত আলী (রা) খলীফা হওয়ার পর মু'আবিয়া (রা) কে তাঁর হাতে বায়'আত হওয়ার আহবান জানান কিন্তু মু'আবিয়া (র) এ আহবান এড়িয়ে যান। আলী (র) এর প্রচেষ্টা বারবার ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ..... হি./৬৫৭ খ্রি. জুলাই মাসে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সংবাদ শুনে মু'আবিয়া (রা) ও ৬০,০০০ সৈন্য নিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফ্ফীন নামক স্থানে সমবেত হন। হযরত আলী (রা) আপস-মীমাংসার জন্য দূত প্রেরণ কনে কিন্তু তাঁর এ মিশন ও ব্যর্থ হয়। আবশেষে /৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই থেকে সিফ্ফীন প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথমে মু'আবিযার (রা) পক্ষ থেকে আক্রমণ আসে। পরে আলী (রা) পক্ষীয় সেনাপতি মালিক আল-আসতারের নেতৃত্বে সেনাদল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং নিশ্চিত পরাজয় দেখে আমীর মু'আবিয়া (রা) যুদ্ধ বন্ধ করে বর্শা ফলকে কুআন মাজীদ উচু করে তুলে ধরার নির্দেশ দেন। কার্যত তাই হয়। ফলে আলীর পক্ষের লোকদের ঐক্যে ফাটল ধরে। এরপর হযরত আলীর পক্ষে আবূ মূসা আশআরী এবং মুআবিয়ার পক্ষে আমর ইবনুল আসা (রা) সালিস নিযুক্ত হন। এ প্রক্রিয়াও ব্যর্থ হয়। ফলে একদল লোক আলীর পক্ষত্যাগ করে। ইতিহাসে এরা 'খারিজী' নামে পরিচিত। এরা ইসালামের ইতিহাসে সুবিধাবাদী ভূমিকা পালন করে। ফলে তারা হযরত আলী, মু'আবিয়া ও আমর (রা)কে হত্যা করার নীল নক্সা প্রণয়ন করে। সিদ্ধান্ত মুতাবিক মু'আবিয়া তারা তিনজন আততায়ীকে কুফা, দামেস্ক ও ফুসতাতে প্রেরণ করে। সৌভাগ্য ক্রমে মুআবিয়া ও আমর (রা) প্রাণে বেঁচে গেলে ও আলী (রা) আবদুর রহমান ইবন মুলযিমের হাতে ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ফলে মুসলমানগণ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ লোক হযরত আলীর পক্ষ অবলম্বন করে এবং খারিজী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। তারা প্রথমে আলী (রা)-এর ঘোর সমর্থক ছিল। কিন্তু পরে তারা উভয়ের প্রতিপক্ষ রূপে আবির্ভূত হয়। আলী (রা) এর শাহাদাত ও মু'আবিয়া (রা) এর খিলাফত অর্জনের পর আহলে রায়ত খিলাফত তাদের প্রাপ্য বলে দাবি করে এবং তারা উমায়্যা শাসকদের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে। এ রাজনৈতিক কোন্দলে মুসলমানগণ শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং প্রতিটি দলই নিজ নিজ দলের পক্ষে কুরআন ও হাদীছকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চেষ্টা করে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি দল যা দাবি করবে তার অনুকূলে কুরআন ও হাদীছ থাকবে না এটাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং কোন কোন দল কুরআনের মূল অর্থকে বাদ দিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা শুরু করে এবং হাদীছের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করে। মনগড়া অর্থ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে কোন কোন দল এমনও ছিল, যারা তাদের দলীয় সমর্থনে নবী কারীম (সা) এর নামে হাদীছ বর্ণনা শুরু করে দেয়। কুরআন সংরক্ষিত থাকায় অনুরূপ কাজ তাদের জন্য অসাধ্য হয়ে দাড়ায়। কারণ কুরআন মাজীদ ছিল মুসলমানের অন্তরে সংরক্ষিত এবং মুখে তিলাওয়াতরত। এখান থেকেই জাল হাদীছ রচনার এবং সহীহ হাদীছের সাথে জাল হাদীছ সংমিশ্রণের সূচনা ঘটে। প্রথমত বিভিন্ন ব্যক্তির ফযীলাত বর্ণনার ছদ্মাবরণে জাল হাদীছ রচয়িতারা তাদের অশুভ কাজ শুরু করে দেয়। তাদের ইমাম ও দল-উপদলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ফযীলাত সম্পর্কে তারা অসংখ্য জাল হাদীছ রচনা করে। কথিত আছে যে, শী'আরাই তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদের কারণে জাল হাদীছের সূত্রপাত ঘটায়।

জাল হাদীছের পত্তন

সাহাবা কিরামের সামনে নবী কারীম (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রতিভাত ছিল :

ان كذبًا على ليس ككذب على احد ومن كذب على متعمدا فليتبوّا مقعده من النار

রমাযান ৪০ হিঃ/ ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারী ৬১ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করেন। এর ফলে খুলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র ফিলাফতের অবসান ঘটে এবং উমায়্যা রাজতন্ত্রের উত্থান ঘটে।
(প্রফেসর মোঃ হাসান আলী চৌধুরী ঃ ইসলামের ইতিহাসন (আইডিয়ার লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রকাশনায় মোঃ আইয়ুব আলী এম, এ, /৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০), ১ সং, জানুয়ারি, ১৯৮৬, পৃ. ২০৯-১৫; সাইয়েদ আমীমুল ইহমান ঃ তারীখে ইসলাম, ১খ.,)।

Dhaka University Institutional Repository

(অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলা অপর কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার সমতুল্য নয়। কাজেই যে ব্যক্তি, আমার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় মিথ্যা রচনা করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[৭]

সাহাবাগণ নবী কারীম (সা) কে তাঁদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে সাহায্য করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশায় তারা আত্মীয়-স্বজন ও বাস্তু-ভিটা অকাতরে বিসর্জন দেন, যাদের প্রশংসা কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। তাঁদের সম্পর্কে আমাদের এ ধারণা পোষণ করাও চরম ধৃষ্টতা যে, তাঁরা প্রবৃত্তির প্রয়োজনে নবী কারীম (সা) এর নামে হাদীছ রচনা করতেন। মহানবী (সা) এর জীবদ্দশাতেই হোক কি ইনতিকালের পরে সাহাবাগণ যে ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন সাহাবাগণের গৌরবময় সোনালী ইতিহাস তারই সাক্ষ্য বহন করে। আল্লাহর দীনকে অনাগত কালের বনী আদমের কাছে পৌঁছে দেয়ার মহান খিদমত তাঁরাই আঞ্জাম দেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ত্যাগের যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন বিশ্ব ইতিহাসে তার জুড়ি নেই।

হযরত উমার (রা) এর একটি ঘটনা। তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা স্ত্রীলোকের মুহর নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। অধিক মুহর সম্মানজনক হলে তা নবী কারীম (সা) ই কার্যকার করে যেতেন। এ সময় এক মহিলা দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, হে উমার! থামুন, আল্লাহ আমাদের দিতে চান আপনি তা থেকে কি আমাদের বঞ্চিত করতে চান? আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি? واتيتم احدا هن قنطارا

(সূরা নিসা)[৮] উমার (রা) বলেন,

امرأة صابت ورجل اخطأ

(অর্থাৎ এক মহিলা যথার্থ বলেছে এবং একজন পুরুষ ভুল করেছে।)[৯]

হযরত আলী (রা) এর সময়ের একটি ঘটনা, তিনি একবার গর্ভবতীকে পাথর মেরে হত্যার বিষয়ে বিরোধিতা করেন। পক্ষান্তরে উমার (রা) পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। আলী (রা) তাঁকে একাজ থেকে বারণ করে বলেন,

---

৭. ইমাম মুসলিম ঃ মুসলিম শরীফের মুকাদ্দমা।
৮. সূরা নিসা ঃ ২০।
৯. ইমাম মালিক ঃ মুওয়াত্তা, কিতবুল আকদিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

لئن جعل الله لك عليها سبيلاً فانه لم يجعل لك على ما فى بطنها سبيلا

(অর্থাৎ, যদিও আল্লাহ তাকে রজম করার একটি পথ আপনার জন্য করে দিয়েছেন কিন্তু তিনি তো তার গর্ভের সন্তানের জন্য কোন পথ বের করে দেননি।) এ কথা শুনে উমার (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন এবং বলেন ঃ (অর্থাৎ আলী না হলে উমার ধ্বংস হয়ে যেত)। لو لا على لهلك عمر

একবার হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ মাসঊদ বদরী (রা) ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা পাঠের বিষয়ে মারওয়ান ইবন হাকামের বিরোধিতা করেন। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, মারওয়ান সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করেছেন এবং রাসূলের আমলের বিপরীত কাজ করেছেন।

এরূপ অসংখ্য ঘটনা ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে পরিপূর্ণ। এতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাহাবগাণ সত্য প্রকাশের ব্যাপারে কত নির্ভীক ও অকুতোভয় ছিলেন। কাজেই প্রবৃত্তির দাসানুদাসে প্রবৃত্ত হয়ে নবী কারীম (সা) এর বিরুদ্ধে জাল হাদীছ রচনা করবেন তা আদৌ তাঁদের পক্ষে শোভন হতে পারে না।

হাদীছ জাল করার কারণ ঃ

ইমাম যুহরী (মৃ.১২৪ হি./৭৪১ খ্রি.) বলেন ঃ

يخرج الحديث من عندنا شبرًا فيرجع الينا من العراق ذراعًا

(অর্থাৎ, আমাদের নিকট থেকে হাদীছ বের হয়ে যেত এক বিঘত। এরপর ইরাক হতে ফিরে আসত এক হাত হয়ে।[১০] ইমাম মালিক (র) বলতেন, ইরাক হচ্ছে জাল হাদীছের টাকশাল। কাজেই স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, ইরাক হচ্ছে জাল হাদীছ রচনার প্রধান কেন্দ্র।

হাদীছ জাল করার কতগুলো মৌলিক কারণ নিহিত রয়েছে। যথা

(১) রাজনৈতিক বিরোধ ঃ রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলো নবী কারীম (সা) এর নামে জাল হাদীছ রচনার কাজে অংশ নেয়। ইমাম মালিক (র) বলেন,

لا تكلمهم ولا ترو عنهم فانهم يكذبون

(অর্থাৎ, তাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করো না এবং তাদের থেকেও হাদীছ বর্ণনা করো না। কারণ তারা মিথ্যা বলে।[১১]

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ ما رأيت فى اهل الاهواء قومًا اشهد بالزور من الرافضة

---

১০. ড. মুস্তাফা হুসনী আস-সাবায়ী ঃ আস-সুন্নাহ ওয়া কামানাতুহা ফী তাশরীঈল ইসলামী (বাংলা সংস্করণ), পৃ. ৪২।
১১. আবদুল কাদির খাওলী ঃ মিফতাহ কনুযিস সুন্নাহ, ১খ. পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

(অর্থাৎ, বাতিল দলগুলোর মধ্যে রাফেযী সম্পদায় অপেক্ষা জাল হাদীছ রচনায় সিদ্ধহস্ত কোন দলকে আমি দেখিনি।[১২]

জাল হাদীছ রচনায় খারিজীদের ভূমিকাও কোন ক্ষেত্রে কম নয়। তাদের এক নেতা বলে ঃ ان هذه الاحاديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم فان كنا اذا هوينا امرا صيرناه حديثًا .

(অর্থাৎ-এসব হাদীছ হচ্ছে দ্বীন। কাজেই তোমরা কার নিকট হতে দ্বীন গ্রহণ করছ তা দেখে নিও। কেননা আমরা যখন মনগড়া কিছু বলতাম তখন তা হাদীছ বানিয়ে ছাড়তাম।[১৩]

(২) যিন্দীক ঃ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন রূপে মেনে নিতে অপছন্দকারী হচ্ছে ইসলাম বিরোধী সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়টি ইসলামকে মানুষের চোখে বিষিয়ে তোলার লক্ষ্যে বহু জাল হাদীছ রচনা করে। যেমন,

(١) خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره .

(অর্থাৎ, আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে দু'হাত ও বুকের পশম থেকে সৃষ্টি করেন।)

(٢) النظر الى الوجه الجميل عبادة .

(অর্থাৎ, সুন্দর চেহারার প্রতি তাকান ইবাদাত।)

(٣) الباذ نجان شفاء من كل داء .

(অথাৎ, বেগুন সকল রোগের শিফা)।

এভাবে যিন্দীকরা আকীদা, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য জাল হাদীছ রচনা করে। আবদুল কারীম ইবন আবুল আওজাকে হত্যা করার জন্য আনা হলে সে জানায় যে, সে স্বয়ং চার হাজার জাল হাদীছ রচনা করে।

(৩) জাতি, গোত্র, ভাষা, দেশ ও ইমাম প্রীতি ঃ

জাতীয়বাদীরা একটি হাদীছ রচনা করে ঃ

ان الله اذا غضب انزل الوحى بالعربية واذا رضى انزل الوحى بالفارسية .

(অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন ক্ষুব্ধ হন তখন ওহী নাযিল করেন আরবীতে আর তিনি সন্তুষ্ট থাকলে ওহী নাযিল করেন ফারসীতে)।

---

১২. ইবন কাছীর ঃ ইখতিসারু উলূমিল হাদীছ, পৃ. ১০৯।

১৩. اللالى المصنوعة للسيوطى ২খ., পৃ. ৪৮৬; ইবন জাওযী ঃ আল-মাওদূ'আত, ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (র) (মৃ. ১৫০ হি./৭৭২ খ্রি.) এর গোঁড়া সমর্থক দল একটি হাদীছ তৈরি করে ঃ

سيكون رجل فى امتى يقال له ابو حنيفة النعمان هو سراج امتى

(অর্থাৎ, অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, তার নাম আবূ হানীফা আন-নুমান। তিনি হবেন উম্মাতের প্রদীপ)।

ইমাম শাফিঈ'র ঘোর বিরোধী একটি দল হাদীছ তৈরি করে ঃ

سيكون فى امتى رجل يقال له محمد بن ادريس هو اضر على امتى من ابليس

(অর্থাৎ, অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে এক লোকের আবির্ভাব হবে। তার নাম হবে মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস। সে আমার উম্মাতের ইবলীস অপেক্ষাও ক্ষতিকার হবে।

(৪) অসার কল্প-কাহিনী ও ওয়ায নসীহাত ঃ ওয়ায নসীহাতের প্রধান উদ্দেশ্য, আত্মভোলা জনগোষ্ঠীকে দীনের উপর অবিচল থাকতে অনুপ্রেরণা দান। কিন্তু একদল লোক শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে অবৈধ উপায়ে টাকা-কড়ি হাত করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সুললিত কণ্ঠে জাল হাদীছ রচনা করে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মজলিসে কাঁদায়। জান্নাতের বিবরণ দানের সময় তারা বলত ঃ

من قال لا اله الا الله خلق الله من كل كلمة طيرًا منقارة من ذهب وريشه من مرجان.

(অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, আল্লাহ তার প্রতিটি হরফ থেকে একটি করে পাখি সৃষ্টি করবেন যাঁর ঠোঁট হবে স্বর্ণের এবং পালক হবে মুক্তার)।

(৫) ফিক্হ বিদদের বিরোধ ঃ ফিক্হ ও কালাম শাস্ত্রের অনুসারীদের মধ্যে অজ্ঞ ও ফাসিক দল নিজ নিজ মতবাদের সমর্থনে জাল হাদীছ রচনার আশ্রয় নেয়।

المضمصة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضةٌ .

(অর্থাৎ, নাপাক ব্যক্তির উপর তিনবার গড়গড়া করে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয।)

(৬) অজ্ঞতা সত্ত্বেও সৎকাজের প্রতি অনর্থক অনুপ্রেরণা দান ঃ

এ দলটি সৎ কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা দান এবং অসৎ কাজের পরিণামের প্রতি ভীত প্রদর্শনের লক্ষ্যে তারা ছাওয়াবের আশায় জাল হাদীছ রচনা করত।

(৭) রাজা-বাদশাহ মনঃতুষ্টি ঃ খলীফা মাহদীর সময়কাল। গিয়াছুদ্দীন ইবরাহীম একবার খলীফা মাহদীকে কবুতর নিয়ে খেলতে দেখে বলল ঃ لا سبق الا فى نصل اوخف اوحافر .

Dhaka University Institutional Repository

(অর্থাৎ প্রতিযোগিতা করা যায় তীরন্দাজী অথবা উট ও ঘোড়া দৌড়ে)।

সে খলীফা মাহদীর মনোঞ্জনের উদ্দেশ্যে اوجناح 'কবুতর খেলায়' বাড়িয়ে দেয়।

আবুল বুখতারী খলীফা হুরুনুর রশীদের সম্মুখে বলে ঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام

(অর্থাৎ, নবী কারীম (সা) কবুতর উড়াতেন)। একথা শুনে খলীফা ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন ঃ

اخرج عنى لولا انك من قريش لعزتك .

(অর্থাৎ তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি কুরাইশী না হলে অবশ্যই আমি তোমাকে পদচ্যুত করতাম)।

জাল হাদীছের রচনা প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

হাদীছ বিশারদগণ কুচক্রি মহলের জাল হাদীছ রচনার বিরুদ্ধে নিম্ন বর্ণিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ঃ

(১) হাদীছের সূত্রাবলী (اسناد الحديث)

(২) হাদীছসমূহের বিশ্বস্ততা নিরূপণ (التوثيق من الاحاديث)

(৩) হাদীছ বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ বিচার (نقد الرواة وبيان حالهم من صدق او كذب)

(৪) সাক্ষ্য তলব (طلب الشهادة)

(৫) শাস্তি দান

(৬) শপথ গ্রহণ

(১) হাদীছের সূত্রাবলী ঃ সাহাবা কিরাম একে অপর থেকে এবং তাবেঈগণ সাহাবাগণ থেকে যে কোন রিওয়ায়াত নিসংকচে গ্রহণ করতেন। কিন্তু ফিতনার যুগ শুরু হওয়ার পর তাঁরা সনদ ছাড়া কোন রিওয়ায়াত গ্রহণ করতেন না।

হযরত আলী (রা) হাদীছ শিক্ষার্থীদেরকে সনদ ব্যতীত হাদীছ না লেখার নির্দেশ দেন।

ইবনুল মুবারক (র) বলেন ঃ الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء مايشاء

Dhaka University Institutional Repository

(অর্থাৎ ইসনাদ দ্বীনের অংগ। যদি ইসনাদ না হত, তবে যে যা ইচ্ছা তাই বলত)। তিনি আরো বলেন ঃ بيننا وبين القوائم يعنى الاسناد

(অর্থাৎ আমাদের ও কওমের মধ্যে হস্ত পদাদি রয়েছে। আর তাহল ইসনাদ।[১৪]

(২) হাদীছসমূহের বিশ্বস্ততা নিরূপণ ঃ এ কার্যক্রম অব্যাহতভাবে জাল হাদীছ রচনার ধারা বাধাগ্রস্ত করে। তবে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। কারণ হাদীছ জাল করা যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের পক্ষে সনদ জাল করাও অসাধ্য কিছু নয়। এ নিকৃষ্ট প্রক্রিয়াটি চিরতরে ধ্বংস করার জন্য হাদীছ বিশারদগণ সনদের 'জারাহ ও তাদীল' (রাবীদের দোষ-গুণ বিচার) ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং এ উদ্দেশ্যে 'আসমাউর রিজাল' নামে হাযার হাযার রাবীদের জীবন চরিত সংগ্রহের দুরূহ কাজ আঞ্জাম দেন।

(৩) হাদীছ বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ বিচার ঃ হাদীছ বিশারদগণ হাদীছ বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে চরম নিষ্ঠা ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তাঁরা রাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন পিছপা হননি তদ্রূপ যারা পরহিযগার তাদের সততা তুলে ধরার ক্ষেত্রে কার্পণ্যতা ও প্রদর্শনি করেননি। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তানকে বলা হল, যাদের হাদীছ আপনি গ্রহণ করেন না তারা যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আপনার বিরুদ্ধে বিচার চায়, তবে কি সে বিষয়ে আপনি ভীতু নন? তিনি বলেন, তারা আমার বিরুদ্ধে ফরীয়াদ করবে সে ভাল কথা, তবু ও যেন নবী কারীম (সা) এ বলে আমার জন্য ফরিয়াদী না হন যে, কেন তুমি আমার হাদীছ জালমুক্ত করলে না।[১৫]

(৪) সাক্ষী তলব ঃ নবী কারীম (সা) এর হাদীছ জালমুক্ত করার মহান উদ্দেশ্যে আবূ বাক্‌র (রা) রাবীর নিকট হতে সাক্ষ্য তলব করার নিয়ম প্রবর্তন করেন। নারীর পক্ষে নাতীর মীরাছ লাভ সংক্রান্ত হাদীছে তিনি মুগীরা ইবন শু'বার (রা) সাক্ষ্য তলব করেন। উমার (রা)-এর পর থেকে এ ধারা অব্যাহত থাকে।

(৫) শাস্তিদান ঃ হাদীছ জালকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। আলী (রা) হাদীছ জাল করার অপরাধে সাবায়ীদের আগুনে পুড়ে হত্যা করেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের পরও এ

---

১৪. সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দমা, পৃ. ১০।

১৫. ড. মুস্তাফা হুসনী আস-সুবায়ী ঃ আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীযিল ইসলামী, (বাংলা অনু) ১৩৪৯ হি/১৯৩০ সন) পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা অব্যাহত থাকে। খলীফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান হারিছ ইবন সাঈদ কাযযাবকে এবং খলীফা আবদুল মালিক গায়লান দিমাশকীকে হাদীছ জাল করার অপরাধে কতল করেন। খলীফা মানসূর মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ মাসলূবকে হাদীছ জাল করার অপরাধে ফাঁসি দেন। উমায়্যা গভর্নর খালিদ ইবন আবদুল্লাহ কাসরী জাল হাদীছ রচনার অপরাধে বায়ান ইবন জুরায়ককে এবং বসরার আব্বাসী গভর্নর মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান জাল হাদীছ রচয়িতা আবদুল কারীম ইবন আবুল আওজাকে মৃত্যু দণ্ড দেন।[১৬]

(৬) শপথ গ্রহণ ঃ সাবায়ীদের হাদীছ জাল করণের অবস্থা দেখে আলী (রা) ভীষণভাবে মর্মাহত হন। তিনি হাদীছ গ্রহণের প্রাক্কালে রাবীর নিকট থেকে শপথ গ্রহণের পদ্ধতি চালু করেন। কিন্তু এ নিয়ম বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। কারণ যারা নবী কারীম (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করতে ভয় পায় না তাদের পক্ষে মিথ্যা শপথ করা দুসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

জারাহ ও তা'দীল বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ঃ হাদীছ জালকারীদের ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াবার লক্ষ্যে হাদীছ বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এসবের মধ্যে জারাহ ও তা'দীল বিষয়ক গ্রন্থ রচনা অন্যতম।

রাবীদের বর্ণনা সিহাহ সিত্তা, মুসনাদে আহমাদ ইবন হাম্বাল, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ইত্যাদি হাদীছ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। এরপর সীরাত ও মাগাযী গ্রন্থসমূহেও রাবীদের বর্ণনা রয়েছে। প্রথম দিকে হাদীছ সংকলকগণের দৃষ্টি মাগাযীর প্রতি ছিল না। সর্ব প্রথম উমার ইবন আবদুল আযীয (র) (মৃ. ১০১ হি.৭১৮ সন) এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ফলে ইমাম যুহরী (মৃ. ১২৪ হি./৭৪১ সন) যুদ্ধ ও জীবন চরিতের উপর 'কিতাবুল মাগাযী' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। সুহায়লী (মৃ. ৫১৮ হি./১১২৪ সন) উক্ত গ্রন্থটিকে এ বিষয়ের উপর সর্ব প্রথম গ্রন্থরূপে চিহ্নিত করেন। এরপর ধীরে ধীরে যুদ্ধ ও জীবন চরিত বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ইমাম যুহরী (র) এর দু'জন ছাত্র অভূতপূর্ব অবদান রাখেন। তাঁরা হলেন, মূসা ইবন উকবা (মৃ. ১৪১ হি./৭৫৮ সন) এবং মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি./৭৬৮ সন) কথিত আছে যে, প্রাথমিক যুগের গ্রন্থকারদের মধ্যে এ দু'ব্যক্তিই এ বিষয়ে ধারাবাহিকতার ইতি টানেন। ইবন হিশাম (মৃ. ২১৮ হি./৮৩৩ সন) ইবন ইসহাকের গ্রন্থখানি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে বিশদভাবে বর্ণনা করেন যা 'সীরাতে ইবন হিশাম' নামে সুপরিচিত। এর একটি ভাষ্য 'রওদাতুল উনুফ'

---

১৬. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ 'আজমী ঃ হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৩সং মুদ্রণ ১৪০৭ হি./১৯৮৬ সন) পৃ. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

(জামালিয়া মাতবা', ১৩৩১ হি./১৯১২সন) নামে সুহায়লী (র) প্রণয়ন করেন। কিন্তু মূসা ইবন উকবার গ্রন্থটি কালের অতল গহবরে হারিয়ে গেছে। তবে একটি খণ্ডিত অংশ ঘটনাক্রমে রক্ষা পেয়েছে এবং তা SBBA ১৩২২ হি./১৯০৪ সন, ১১খণ্ডে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি দীর্ঘকাল যাবত বিদ্যমান ছিল এবং জীবন চরিতের সকল প্রাচীন গ্রন্থেই এর বরাত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ইবন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি./৮৪৪ সন) প্রণীত 'তাবাকাত' আতি উচ্চ স্থান লাভ করে। এ গ্রন্থটির প্রথম দুখণ্ডে রাসূল কারীম (সা) এর জীবনী এবং অবশিষ্ট দশখণ্ডে সাহাবা ও তাবিঈগণের জীবনেতিহাস স্থান পেয়েছে। নবী করীম (সা) এর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে ইমাম তিরমিযী (মৃ. ৭৫৯ হি./১৩৫৭ সন) এর 'আশ-শামায়িলুন নাবারিয়্যা ওয়াল খাসাইসুল মুস্তাফারিয়া' গ্রন্থের স্থান সকলের উর্ধ্বে। তার অসংখ্য ভাষ্য রচিত হয়েছে। এ সবের মধ্যে কাযী ইয়াদ (মৃ. ৫৪৪ হি./১১৪৯সন) রচিত 'আশ-শিফা বি তারীফি হুকূকিল মুস্তাফা' গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আল্লামা আল-খাফাযী (মৃ. ১০৯৬ হি./১৬৮৪সন) 'নাসীমুর রিয়াদ' নামে এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

হাদীছ ও জীবনী হতে ভিন্নতর কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও রয়েছে যা হাদীছ শাস্ত্রের ন্যায় ইসনাদ সহকারে রচিত হয়েছে। আল্লামা ইবন জারীর আত-তাবারী (মৃ. ৩১০ হি./৯২২ সন) রচিত 'তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক' এরূপ একটি গ্রন্থ। এর একটি পরিপূরক গ্রন্থ আল-আরীব, ইবন সা'দ আল-কুরতুবী প্রণয়ন করেন।[১৭] তারপর তাফসীরুল কুরআন বিষয়ে ও ইসনাদ লিখিত হয়েছে। আল্লামা ইবন জারীর আত-তাবারীর 'তাফসীর জামিউল বায়ান' এর রীতিতে লিখিত।[১৮]

হাদীছ ও মাগাযী নবী কারীম (সা) এর জীবনকল হতে এক শতাব্দী পরে সংগৃহীত হয়েছে। তাই বলে এই বিষয়দ্বয় এক শতাব্দী পর্যন্ত শুধু মৌখিক বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং নবী কারীম (সা) এর সময়েই কিছু পরিমান লেখা হয়েছিল। অতঃপর সাহাবা ও তাবিঈগণের আমলে তা সম্পূর্ণরূপে লেখা হয় এবং ৩য়/নবম শতাব্দীতে গ্রন্থভুক্ত করা হয়। হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ যে রীতি অবলম্বন করেন তা এরূপ নয় যে, প্রতিটি শোনা কথা গ্রহণ করা হবে কেননা তাদের সামনে ছিল নবী করীম (সা) এর এই উক্তি ঃ كفى بالمرء كذبًا يحديث بكل ما سمع

১৭. লাইডেন থেকে ১৩১৫ হি./১৮৯৭ খ্রি. মুদ্রিত হয়েছে।

১৮. আল-আমীরিয়্যা, ১৩২২-৩০ হি./১৯০৪-১১ সনে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(অর্থাৎ, কারো মিথ্যাবাদী হবার জন্য যথেষ্ট যে, প্রতিটি শোনা কথা-ই বলে বেড়ায়)। এ জন্য হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে কঠোর শর্তারোপ করা হয় এবং এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত নিয়ম-কানূন ও প্রণয়ন করা হয়।

বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ সম্পর্কে একটি নিয়ম ছিল এই যে, যে হাদীছ গ্রহণ করা হবে তা সে ব্যক্তি নিজের কানে শুনে গ্রহণ করতে হবে যে, বর্ণনাকারী স্বয়ং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে যদি সে সংশ্লিষ্ট না হয়, তবে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখা অপরিহার্য। এ ছাড়াও ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এও নিরূপণ করা আবশ্যক যে, যে সকল রাবীর নাম সনদে উক্ত হয়েছে তাদের পরিচয়, বর্ণনার স্থান, স্মৃতি শক্তি, বিশ্বস্ততা, আচার-আচরণ, আকীদা-বিশ্বাস, জন্ম-মৃত্যু সন, উপনাম, উপাধি এবং তিনি কোন নামে অধিক পরিচিত, কারা তার উস্তাদ-ছাত্র, তার আদালত ও যাব্‌ত কোন পর্যায়ের মোট কথা, হাদীছের প্রত্যেক রাবী সম্পর্কে এ ধরনের প্রশ্নাদির জবাব খুঁজে বের করা হতো। এরপর রাবীদের মান অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করা হতো। ফলে জাল ও সহীহ হাদীছ চিহ্নিত করা সহজতর হয়ে পড়ে এবং জাল হাদীছ রচনার কাজ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।[১৯]

হাদীছের রাবীগণের পরিচয় লাভ ও তাদের মানগত স্থান নিরূপণের জন্য শত-সহস্র মনীষী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। তারা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যেয়ে রাবীগণের সাথে সাক্ষাত করত তাদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করেন। পক্ষান্তরে যারা তাদের সমকালীন নন তাদের সম্পর্কে তাদের সমসাময়িক অথবা তাদের মাধ্যমে আরো পূর্ববর্তীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করেন। এভাবে গৌরবমণ্ডিত যে শাখাটি অস্তিত্বে আসে তা-ই 'আসমাউর রিজাল' নামে অভিহিত। এ শাখায় রাবীগণের সার্বিক বিবরণ অন্তর্ভুক্ত।[২০]

যে সব মনীষী এ গুরুত্বপূর্ণ মহান কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তারা নিজ কর্তব্য পালন করতে যেয়ে কারো তিরস্কার বা প্রশংসা কোন অবস্থাতেই আদর্শচ্যুত হননি, কারো জ্ঞান-গরিমা তাদের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করতে এবং তাদের কলম তরবারি দ্বারা কেউ থামিয়ে দিতে পারেনি।

---

১৯. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ 'আজমী ঃ হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৪৪-১৪৬।

২০. এ প্রসঙ্গে ড. স্প্রেংগার আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা গ্রন্থের ইংরেজী ভূমিকায় লিখেন ঃ পৃথিবীতে এমন কোন জাতির আবির্ভাব হয়নি অথবা বর্তমানে এমন কোন জাতির অস্তিত্ব ও নেই যারা মুসলমানদের 'আসমাউর রিজাল' এর ন্যায় জীবন-চরিতের উপর একটি বিরাট শাখার উৎপত্তি ঘটিয়েছে। (মাওঃ আবদুর রহীম ঃ হাদীঝ সংকলনের ইতিহাস গ্রন্থ সূত্রে প্রাগু, পৃ. ৬৩৪)।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে মহানবী (সা) এর সীরাত ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস তথা ইসনাদ ভিত্তিক বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত। ফলে তা ইতিহাসের মাপকাঠিতে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয় এবং কালের অতল গহবরে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা পায়।[২১] এতে শুধু ইসলাম ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের অবস্থাই ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেনি বরং এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়াদি সংরক্ষিত হয়েছে কোন না কোন ভাবে যার নবী কারীম (সা) এর সাথে সম্পর্ক ছিল। এ ক্ষেত্রে আরো বলা যায় যে, অন্য কোন জাতির বর্ণনা পঞ্জিতে ও ইতিহাস ভাণ্ডারে এর এক দশমাংশও পাওয়া যাবে না

সাহাবাগণ সবাই ছিলেন সত্যবাদী। তাঁদের পরে প্রাথমিক যুগে স্বল্প সংখ্যক মিথ্যাবাদী রাবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এ যুগে হারিছুল আওয়ার (মৃ. ৬৫ হি./৬৮৪ সন) এবং মুখতারুল কায্যাব (মৃ. ৬৭ হি./৬৮৬ সন) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া থেকে বুঝা যায় যে, এ সময়ে সমাজে মিথ্যবাদী রাবীর নাম সহজেই ধরা পড়ত। এর পর সময়ের আবর্তনে দুর্বল রাবীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২২] এভাবে রাবীদের সমালোচক প্রতিভাবান ইমামগণের আবির্ভাব ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (মৃ. ৯৪ হি./৭১২ সন), সাঈদ ইবন জুবায়র (মৃ. ৯৫ হি./৭১৩ সন), আশ-শাবী (মৃ. ১০৩ হি./৭২১সন), মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ সন) সুলায়মান আল-'আমাশ (মৃ. ১৪৮ হি./৭৫৬ সন), মা'মার (মৃ. ১৫৩ হি./৭৭০ সন), হাম্মাদ ইবন সালামা (মৃ. ১৬৭ হি./৭৮৩ সন), লায়ছ ইবন সা'দ (মৃ. ১৭৫ হি./৭৯১ সন), ইমাম মালিক ইবন আনাস (মৃ. ১৭৯ হি./৭৯৫ সন), আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃ. ১৮১ হি./৭৯৭ সন) বিশর ইবন মুফাদ্দাল (মৃ. ১৯৭ হি./৮১২ সন) ও সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (মৃ. ৯৮ হি./৭১৬সন) এর নাম উল্লেখ করা যায়। ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীল বা আসমাউর রিজাল সম্পর্কিত অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের বিষয় বস্তু ও বিভিন্ন ধরনের।

(১) সাধারণ কিতাব।

(২) বিশেষ কিতাব।

---

২১. Revarend Bosworth Smith বলেন, এখানে পূর্ণ দিনের আলো বিরাজমান য প্রতিটি বস্তুর উপর পতিত হয়েছে এবং মানুষের নিকট পৌছতে সক্ষম হয়েছে। Mohammed and Mohammadanism, ১৩০৭ হি./১৮৮৯ খ্রি., পৃ. ১৫)।

২২. ইমাম দারিমী (মৃ. ২৫৫ হি./৮৬৮ সন) বলেন, প্রথমদিকে মুহাদ্দিছগণ রাবীদের সম্পর্কে কোন প্রকার অনুসন্ধান করতেন না কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তাদের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেন। সুনান, ভূমিকা ও অধ্যায়-৩৭)।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ কিতাব ঃ এতে সাহাবী, অসাহাবী, ছিকাহ, দঈফ সর্বশ্রেণীর রাবীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে অনেক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

(ক) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি./৮৪৪ সন) প্রণীত 'আত-তাবাকাতুল কুবরা'। এ গ্রন্থটি 'তাবাকাতে ইবন সা'দ' নামে সমধিক পরিচিত। আসমাউর রিজাল বিষয়ে এটি অনবদ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি আট খণ্ড বিশিষ্ট। প্রথম খণ্ডে মহানবী (সা) এর সীরাত, দ্বিতীয় খন্ডে তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহসমূহ এবং অন্তিম রোগ ও ইনতিকাল স্থান পেয়েছে। এরপর মদীনার মুফতী ও কুরআন একত্রকারী সাহাবা এবং নবী কারীম (সা)-এর ইনতিকাল পরবর্তী মদীনার মুফতী ও মুহাজির আনসার সাহাবাগণের পবিত্র জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে আহলে বদর, মুহাজির ও আনসার সাহাবাগণের জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। চতুর্থ খন্ডে অবদরী অথচ প্রথম দিকের সাহাবা ও মক্কা বিজয় পূর্ববর্তী সময়ের ইসলামে দীক্ষিতদের জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে মদীনাবাসী তাবিঈ, মক্কা, তায়েফ য়ামান, য়ামামা, বাহরায়ন ইত্যাদি এলাকার সাহাবা এবং তাবিঈগণের জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। ষষ্ঠ ঘণ্ডে কূফাবাসী সাহাবা, তাবিঈ এবং ফকীহদের জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। সপ্তম খণ্ডে শহর বিভিন্ন এলাকায় প্রস্থানকারী সাহাবা তাবিঈগণের নাম স্থান পেয়েছে। বসরা, সিরিয়া মিসর, প্রভৃতি স্থানের সাহাবা ও তাবিঈগণের নাম বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে এবং অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের সংখ্যা খুবই কম। অষ্টম খণ্ডে মহিলা সাহাগণের জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থরাজির মধ্যে এটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।[২৩] ইমাম সুয়ূতী (র) ইনজাজুল ওয়াদেল মুনতাকা নামে এর একটি সংক্ষিপ্ত নুসখা প্রণয়ন করেন।[২৪]

তবে সম্ভবত আসমাউর রিজাল বিষয়ে সর্বপ্রথম আবূ সাঈদ ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ ইবন ফারূখ (ম, ১৯৮ হি./৮১৩সন) গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর সেই গ্রন্থের কোন সন্ধান মিলে না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবন মঈন (মৃ. ২৩৩ হি./৮৪৭সন) ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (মৃ. ২৪১ হি./৮৫৫ সন), আলী ইবন আবদুল্লাহ আল-মাদীনী (২৩৪ হি./৮৪৮সন), আবূ হাফস আমর ইবন আলী আল ফাল্লাস (মৃ. ২৪৯ হি./৮৬৩ সন) এবং বুনদার (মৃ. ২৫২ হি./৮৬৬সন) প্রমুখ অন্যতম।

---

২৩. ড. মাহমূদ আত-তাহ্হান ঃ উসূলুত তাখরীজ ওয়া দিরাসাতিল আসানীদ (অধ্যাপক, হাদীছ বিভাগ, আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ আল-ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব, দারুল কুতুব আস-সালাফিয়া প্রকাশনা), পৃ. ১৭৩-৭৪।

২৪. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আযমী ঃ হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর 'মুসান্নাফ' প্রণেতা আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা, আবদুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারীরী (মৃ. ২৩৫ হি./৮৪৯ সন), ইসহাক ইবন রাহওয়ায়াহ, আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-মাওসিলী (মৃ. ২৪২ হি./৮৫৬ সন), হারূণ ইবন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল (২৩৪ হি./৮৪৮ সন), আবূ যূর'আ আর-রাযী, আবূ হাতিম, ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি./ ৮৬৯ সন), ইমাম মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি./৮৭৪ সন), আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী (মৃ. ২৭৫ হি./৮৮৮ সন) ও বাকিয়্যি ইবন মাখলাদ (মৃ. ২৭৫ হি./৮৮৮ সন) এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

ইমাম বুখারী (র) ঃ

ইমাম বুখারী (র) (মৃ. ২৫২ হি./৮৬৬ সন) এর 'আসমাউর রিজাল' বিষয়ে প্রণীত নিম্ন বর্ণিত গ্রন্থাবলী সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য ঃ আত-তারীখুল কাবীর, আত-তারীখুস সগীর, কিতাবুল মুফরাদাত ওয়াল ওয়াহদান।[২৫]

ইমাম বুখারী (র)-এর একটি পরিপূরক গ্রন্থ 'তাকমিলা' ইমাম আদ-দারুকুতনী এবং অপর একটি গ্রন্থ ইবন মুহিবুদ্দীন সংকলন করেন।

খতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি./১০৭০সন) 'আত-তারীখ' গ্রন্থের অনুসরণে 'আল-মুদিহ লি আওহামিল জামওয়াত তাফরীক' শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম বুখারীর আত-তারীখের উপর ভিত্তি করে ইবন আবূ হাতিম (মৃ. ৩২৭ হি./৯৩৮ সন) আরেকটি গ্রন্থ সংকলন করেন। এটি একটি বিশাল গ্রন্থ। এতে ১২৩৪৫ জনের জীবনী স্থান পেয়েছে।[২৬]

ইমাম মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি./৮৭৪সন) প্রণীত 'রুয়াতুল ই'তিবার' একটি অনবদ্য গ্রন্থ। ইবনুল জারূদ (মৃ. ৩০৭ হি./৯১৯ সন), প্রণীত 'কিতাবুল জারাহ ওয়াত 'তাদীল', ইমাম যাহবী (মৃ. ৭৪৮ হি./১৩৪৭ সন) প্রণীত 'মীযানুল ইতিদাল' ইবন কাছীর (মৃ. ৭৭৪ হি./১৩৭২সন) প্রণীত 'আত-তাকমীল ফী মাআরিফাতিছ ছিকাত ওয়াদ দুয়াফা ওয়াল মাজাহীল' একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ। এতে ইমাম যাহবীর মীযানের সাথে আরো নতুন তথ্যের সমাবেশ ঘটান হয়েছে।

---

২৫. ইবন হাজার (র) বলেন, মাসলামা ইবনুল কাসিম (মৃ. ৩৫৩ হি./.... সন) 'আস-সিলা' নামে ইমাম বুখারীর আত-তারীখুল কাবীরের একটি পরিশিষ্ট রচনা করেন। কিন্তু ইমাম সাখাবীর মতে, আস-সিলা স্বয়ং মাসলামার নিজস্ব গ্রন্থ 'কিতাবুয যাহির'-এর পারিশিষ্ট (ইঃ বিঃ কোষ, আসমাউর রিজাল শীর্ষক নিবন্ধ থেকে গৃহীত, ৩খ., পৃ. ১৩১)।

২৬. ড. মাহমূদ আত-তাহহান ঃ উসূলুত তাখরীজ ওয়া দিরাসাতিল আসানীদ (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৭৫-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ উমার য়ূসুফ ইবন কুরতুবী (মৃ. ৪৬৩ হি./১০৭০সন)। তবে তিনি ইবন আবদুল বার্‌র নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম 'আল-ইস্তীয়াব ফী মা'আরিফাতিল আসহাব'। এ গ্রন্থে সাহাবাগণের বিষয় চুলচেড়া বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। বর্ণক্রম অনুসারে সাহাবাগণের জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। পুরুষ-মহিলা উভয়বিধ সাহাবাগণের নাম-উপনাম ইত্যাদি বিধৃত হয়েছে। এ গ্রন্থে ৩৫০০ সাহাবার জীবনী স্থান পেয়েছে।[২৭]

ইমাম যাহাবী (মৃ. ৭৮৪ হি./১৩৮২সন) প্রণীত গ্রন্থের নাম 'তাজরীদু আসমাইস সাহাবা'। এতে 'উসদুল গাবাহ'র ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

হাফিয ইবন হাজার আল-'আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি./১৪৪৮সন) প্রণীত 'আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা' গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। এতে সাহাবাগণের নাম ও উপনাম এবং মহিলা সাহাবাদের নাম ও উপনাম বর্ণের ক্রমানুসারে বিন্যাসিত হয়েছে। ইস্তী'আব ও উসদুল গাবায় যে সব নাম বাদ পড়েছে তা অত্র গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে ১২২৬৭ জন রাবীর নাম রয়েছে। যার মধ্যে ৯৪৭৭ জন পুরুষের নাম, ১২৬৮ জনের উপনাম এবং ১৫২২ জন মহিলা রাবীর নাম ও উপনাম স্থান পেয়েছে।[২৮] ইমাম সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি./১৫০৫ সন) 'আইনুল ইসাবা' নামে এর একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রণয়ন করেন।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে সাহাবাগণের জীবনেতিহাস সম্পর্কে ইবনুল আছীর ইযযুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-জাযারী (মৃ. ৬৩০ হি./১২৩২ সন), উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা[২৯] নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। এতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার সাহাবার নাম ও জীবনেতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে এমন কতিপয় ব্যক্তির জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যারা সাহাবা নন। গ্রন্থটিতে কিছু ত্রুটি রয়েছে। আল্লামা যাহাবী (র) 'তাজরীদু আসমাইস সাহাবা'[৩০] নামে উহার একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীভূত করত কিছু নাম ও সংযোজন করেন। উসদুল গাবাহ'র সংক্ষিপ্তসার 'দুররুল আছার ওয়া ইযরুল আহবার' মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-কাশগারী (মৃ. ৭০৯ হি./১৩০৯ সন) এবং ইমাম শরফুদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া আহমাদ নববী 'রাওদাতুল আহবার' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন আবূ তায় ইয়াহইয়া ইবন হামীদা শীঈ (মৃ. ৬৩০ হি./১২৩২ সন)

---

২৭. ড. মাহমূদ আত-তাহহান ঃ উসূলুত তাখরীজ ওয়া দিরাসাতিল আসানীদ (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৭০।
২৮ ড. মাহমূদ আত-তাহ্‌হান ঃ উসূলুত তাখরীজ ওয়া দিরাসাতিল আসনীদ (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৭২-৭৩।
২৯. (১২৮৬ হি./১৮৬৯ সন) প্রকাশিত।
৩০. মুদ্রিত হায়দবরাবাদ, ভারত ১৩১৫ হি./.১৮৯৭ সন)।

Dhaka University Institutional Repository

উহার বিন্যাস সাধন করেন। ইবনুল আছীর আলী ইবন মুহাম্মাদ 'উসদুল গাবাহ ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা' এবং আল-কামিল ফিত তারীখ, গ্রন্থদ্বয় রচনা করে অমর হয়ে আছেন।

এ গ্রন্থটি আরবী বর্ণমালার ক্রমের ভিত্তিতে রচিত। মহিলা রাবীদের বিবরণ এসেছে স্বতন্ত্রভাবে। আলোচনা খুবই তথ্যবহুল কিন্তু নাতিদীর্ঘ। সাহাবাদের নামের সংগে প্রাসঙ্গিক হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তেমন পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয় নয়। হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থকারগণের মধ্যে ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি./১২৭৭ সন) উচ্চ স্থানের অধিকারী। আসমাউর রিজাল বিষয়ে তাঁর প্রণীত 'তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাহ' এবং 'আল-মুবহামাত মিন রিজালিল হাদীছ' গ্রন্থ দুটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তাঁর 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায, তাবাকাতুল হুফ্ফায, আল-মুশতাবাহ ফী আসমাইর রিজাল, আল-মুগনী, আল-কাশিফ ও মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। হাফিয ইবন হাজার (র) 'লিসানুল মীযান' নামে ছয় খণ্ড বিশিষ্ট একটি সংযোজনী রচনা করেন। অষ্টম শতাব্দীতে আল্লামা ইবন কাছীর (মৃ, ৭৭৪ হি./১৩৭২ সন) 'তাকমীল ফী মারিফাতিস ছিকাহ ওয়াদ-দু'আফা ওয়াল মাজাহীল' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাতে ইমাম যাহাবীর মীযানের বিষয়বস্তু একীভূত করে আরো কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। এ শাতাব্দীর একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সায়্যিদিন নাস আল-য়ামুরী (মৃ. ৭৩৪ হি./১৩৩৩ সন) 'তাহসীলুল ইসাবা ফী তাফদীলিস সাহাবা' নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।

হিজরী নবম শতাব্দীর প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ইবন হাজার (র) এমন সব রাবী সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনায় হাত দেন যাঁদের বিষয় তাহযীবে উক্ত হয়নি। কিন্তু তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। এ শতাব্দীর খ্যাতিমান মনীষী ইবন মুযানী (মৃ. ৮২৩ হি./১৪২০ সন) সম্পর্কে ইবন হাজার (র) বলেন, তিনি হাদীছ সাহিত্যের জীবনেতিহাস সম্পর্কে একশ খণ্ডে একখানি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। মনে হয় গ্রন্থটি কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, আস-সাখাবী (মৃ. ৯০২ হি./১৪৯৬ সন) এবং আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি./১৫০৫ সন) এর ইনতিকালের সঙ্গে সঙ্গে আসমাউর রিজাল বিষয়ে গ্রন্থ রচয়িতাদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।[৩১]

এ ছাড়াও মুহাদ্দিছগণ ছিকাহ-দঈফ, রাবীগণের নাম-উপনাম উপাধি ইত্যাদি বিষয়ের উপর অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

---

৩১. ইঃ বিঃ কোষ 'আসমাউর রিজাল', শীর্ষক নিবন্ধ থেকে গৃহীত, ৩খ., পৃ. ১৩২-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আসমাউল মুদাল্লিসীন সম্পর্কে সম্ভব সর্বপ্রথম গ্রন্থ ইমাম শাফিঈ'র ছাত্র হুসায়ন ইবন আলী আল-কারাবীসী প্রণয়ন করেন। তারপর ইমাম আন-নাসাঈ এবং আদ-দারু কুতনী লিখেন। হাফিয যাহাবী এর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। পরে এ বিষয়টি আরো ব্যাপকতা অর্জন করে।

শী'আ সম্প্রদায়ের নিকট আসমাউর রিজাল সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত গ্রন্থ রচয়িতাগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ আবদুল্লাহ ইবন হুসায়ন আশ-শুসতারী, আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন জীলা আল-ওয়াফিকী (মৃ. ২১৯ হি./৮৩৪ সন), আবূ জাফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বিরকী (মৃ. ২৭৪ হি./৮০৭ সন), আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ, হাসান ইবন আলী, মুরতাদা ইবন মুহাম্মাদ, আল-খাওয়ানসারী মুহাম্মাদ ইবন বাকির।

জীবনী সাহিত্য (তারাজিমুর রিজাল) বিষয়টি অবশেষে অনেক ব্যাপকতা লাভ করে এবং প্রত্যেক বিষয়ের রিজাল সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি রচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নবর্ণিত গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ তাবাকাতুল কুরবা, (উছমান আদ-দানী, মৃ. ৪৪৩ হি./১০৫১ সন), তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন (আস-সুয়ূতী), তাবাকাতুস সূফিয়্যা। আবূ আবদির রহমান মুহাম্মাদ ইবন হাসান আস-সুলামী মৃ. ৪১২ হি./১০২১ সন), তাবাকাতুল আউলিয়া (ইবনুল মুলাক্কান, মৃ. ৮০৪ হি./১৪০১ সন), তাবাতুশ শু'আরা (ইবন কুতায়বা, মৃ. ২৭৬ হি./৮৮৯ সন), তাবাকাতুল উাদাবা (ইবনুল আম্বারী, মৃ. ৫৭৭ হি./১১৮১সন), তাবাকাতুল হুকামা (ইবন সাঈদ, মৃ. ২৫০ হি./৮৬৪ সন), তাবাকাতুল হানাফিয়্যা (ইবন মুহাম্মাদ আল-কুরাশী মৃ. ৭৭৫ হি./১৩৭৩সন)।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদপ্রণীত গ্রন্থসমূহের তালিকা ও গ্রন্থ পরিচিতি

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বস্তরে যাঁদের অবাধ পদচারণা ইবনুল আছীর–আলী ইবন মুহাম্মাদ তাঁদের অন্যতম। ইতিহাস, রাজনীতি, জিহাদ প্রভৃতি বিষয়ে প্রণীত গ্রন্থসমূহ তাঁকে অমর করে রেখেছে। তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

(১) তারীখু দাওলাতিল আতাবিকা বি-মাওসিল। (تاريخ دولة الاتابكة بموصل)

(২) তুহফাতুব 'আযিল ওয়া তরফাতুল গারাযির ফিত্তারীয। (تحفة العجائب وطرفة الغرائب فى التاريخ)

(৩) আদাবুস সিয়াসাহ। (اداب السياسة)

(৪) আল-জামিউল কাবীর ফী ইলমিল বায়ান। (الجامع الكبير فى علم البيان)

(৫) আল-লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব । (اللباب فى تهذيب الانساب)

(৬) কিতাবুল জিহাদ । (كتاب الجهاد)

(৭) উসদূল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবা। (اسد الغابة فى معرفة الصحابة)

(৮) আল-কামিল ফিত্ তারীখ। (الكامل فى التاريخ)

তারীখু দাওলাতুল আতাবিকাহ বি-মাওসিল ঃ এ গ্রন্থটির একাধিক নাম পাওয়া যায়। ইবনুল আছীর–আলী ইবন মুহাম্মাদ -এর দুটি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ রয়েছে। একটি হলো ঃ আল কামিল ফিত্-তারীখ–এটি বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। অপরটি হচ্ছে 'ইবরাতু উলিল আবসার। এটি আল-কামিল ফিত-তারখি প্রণেতার ইতিহাস বিষয়ক একটি গ্রন্থ। এর অপর নাম হলো 'তারীখু দাওলাতিল আতাবিকাহ বি-মাওসিল। এতে 'মাওসিল-এর সর্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে, হাজ্জী খলীফা। কাশ্ফুয যুনূন, পৃ. ২৭৭)

তুহফাতুল আজায়িব ওয়া তরফাতুল গারায়িব ফিত্ তারীখ ঃ এ গ্রন্থটি ইবনুল আছীর–আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর অনবদ্য সংকলন। এতে চারটি কথিকা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থকার অনেক গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপরিউক্ত গ্রন্থটি সংকলন কনে। (হাজ্জী খলীফা ঃ কাশ্ফুয যুনূন, পৃ. ৩৬৯)।

আদাবুস সিয়াসাহ ঃ ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। গ্রন্থকারের সময়কালটি ছিল আব্বাসীয় যুগ। তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দীনী শিক্ষা ও ইসলামী রাজনীতি ছিল

Dhaka University Institutional Repository

উপেক্ষিত। আমাদের ধারনা, মানুষের মন থেকে ইসলামী রাজনীতির ধারা উঠে যাবার উপক্রম হওয়ায় ইবনূল আছীর 'আদাবুস সিয়াসাহ গ্রন্থটি রচনা করে ইসলামী রাজনীতি যথার্থতা দক্ষতার সাথে উক্ত গ্রন্থে অংকন করেছেন।

আল-জামিউল কাবীর ফী ইলমিল বায়ান ঃ এ গ্রন্থটি কোন বিষয় সর্ম্পকিত তার বিবরণ অজ্ঞাত। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলিমের ধারণা, গ্রন্থটি অলংকার শাস্ত্র বিষয়ক হতে পারে অথবা কুরআন মাজীদের তাফসীর বিসয়ক আলোচনা স্থান পেয়ে থাকবে।

আল-লুবাব ফী তাহখীবিল আনসা ঃ সাম'আলীর (পূর্ণনাম ইমাম আবূ সাদ আবদুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ আল-মারূযী আশ-শাফিঈ ঃ মৃ. ৫৬২ হিঃ) 'নসবনামা সম্পর্কিত গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন।

সামআনীর গ্রন্থটি আট খন্ডে সমাপ্ত। তবে গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এতদ সত্ত্বেও ইযবুযুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল আছীর এ বিষয়ে তথ্য নির্ভর গ্রন্থ রচনা করেন এবং কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজন করেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থটি তিন খন্ডে সমাপ্ত। ৬১৫ হিঃ/ সনে তিনি এ গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করেন। ইবন খাল্লিকানের মতে, এটি এ বিষয়ের সর্ব শ্রেষ্ঠ সংযোজন।

অতঃপর আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) ইবনুল আছীর প্রণীত গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তবে তিনি বংশের দাবিদারদের বাদ দিয়ে বংশের মধ্যে খ্যাতিমান মনীষীদের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন এবং এতে তিনি ইয়াকূত হামাভীর (মৃ. ৬২৬ হিঃ/ ১৪৬৮ সনে) মুজামুল বুলদানের পদ্ধতি অবলম্বন করন। এটি একটি ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত। ৮৭৩ হিঃ/ সনে এটি রচনার কাজ শেষ হয়। সাহিবুল কাশ্ফ বলেন, আমি এ গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র জ্ঞানবানদের অপূর্ব সমাবেশ দেখতে পাই। এ গ্রন্থের আরও একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য সমৃদ্ধ সংকলন বের করেন কাযী কুতবুদ্দীন ইবন মুহাম্মাদ আল-হায়দারী আশ-শাফিঈ (মৃ. ৮৯৪ হিঃ/ ১৪৮৮ সনে। ইবনুল আছীর ও রাশাতী ছাড়াও এর সংকলনের সন্ধান মিলে। এর নামকরণ হয় আল-ইকতিসাব। (হাজ্জী খলীফা ঃ কাশ্ফূয যুনূন, পৃ. ৯৭৯)

কিতাবুল জিহাদ ঃ ইবনুল আছীর (মৃ. ৬৩০ হিঃ/ ১২৩২ সন), আবূ সুলায়মান হাম্দ ইবন মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮ হিঃ/৯৯৮ সন), আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-হানযালী (মৃ. ১৮১ হিঃ/৭৯৭ সন) এবং ছাবিত উবন নাযীর আল-কুরতবী আল মালিকী (মৃ. ৩১৮ হিঃ/ সন) এ বিষয়ে গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

রচনা করেন। তবে মনীষী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) 'মাসারিউল আশওয়াক নামে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। (হাজ্জী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন ঃ পৃ. ১৪১০)

উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা ঃ ইযযুদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মাদ। ইনি ইবনুল আছীর আল-জাযারী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে তিনি সাত হাজার পাঁচ শত সাহাবার জীবন চরিত স্থান দিয়েছেন। ইমাম যাহাবী (র) প্রণীত উসদুল গাবাহর সংক্ষিপ্ত সংকলন 'তাজরীদু আসামাঈ সাহাবা' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন যে, ইবনুল আছীর প্রণীত গ্রন্থখানি সাহাবাদের জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ অতুলনীয় কটি প্রামান্য তথ্যবহুল গ্রন্থ। উল্লেখ্য যে, সাহাবাদের জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে চারটি গ্রন্থ ঃ (ক) কিতাবু আবি আবদুল্লাহ ইবন মান্দাহ, (খ) কিতাবু আবি নু'আয়ম (গ) কিতাবু আবি মূসা আল-ইসবাহানীঈন এবং (ঘ) কিতাবু আবি উমার ইবন আবদিল বার্‌র। তারীখে দিমাশ্‌ক, মুসনাদে আহমাদ, ইস্তী'আব, তাবাকাত ইবন সাদ এবং আবুল ফাত্‌হ ইবন সায়্যিদুন নাস (র) প্রমুখ প্রণীত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'উসদুল গাবাহ গ্রন্থে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আট হাজার সাহাবার জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। (ইমাম আয যাহাবী (পূর্ণ নাম আল-হাফিয শামসুদ্দীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন উছমান ইবন কায়মায আয-যাহাবী), তবে তিনি ইমাম আয-যাহাবী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাজরীদু আসমাইস সাহাবা, ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত। (দারুল মারিফাহ, বৈরূত, লেবানন)।

এ ছাড়াও উসদুল গাবাহ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংকলনের বিষয় অবগত হওয়া যায়। খ্যাতিমান ফিক্‌হবিদ শায়খ বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া আল-কুদর্সী আল-হানাফী (র) প্রণীত 'দুরারুল আছার ওয়া গারারিল আখবার ( ) এবং মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-কাশগারী (মৃ. ৭০৯ হিঃ/ সন) বিরচিত সংক্ষিপ্ত সংকলনটি অন্যতম। (হাজ্জী খলীফা ঃ কাশফুয যূনূন ঃ পৃ. ৮২)

'উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা' গ্রন্থটি পাঁচটি বিশাল খন্ডে বিভক্ত। বর্ণমালার বিন্যাসের আলোকে সুবিন্যস্ত। (খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী ঃ আল-আলাম, পৃ. ৩৩১)। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মহানবী (সা) এর ইনতিকালের সময় মোট মুসলমানের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। মদীনায় ছিলেন ত্রিশ হাজার এবং অবশিষ্টগণ ছিলেন বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযী (র) বলেন, মহানবী (সা) কে যাঁরা দেখেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাঁর ইনতিকালের সময় এমন লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। ইমাম

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম (র) বলেন, মহানবী (সা) থেকে মাত্র চার হাজার সাহাবা হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আয-যাহাবী (র) বলেন, হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবার সংখ্যা দুই হাজারে পৌঁছেছিল। তিনি আরো বলেন, আমার গ্রন্থে যে আট হাজার সাহাবার জীবন চরিত স্থান পেয়েছে তাদের কেউ কেউ অজ্ঞাত-অখ্যাত। অতঃপর ইবনুল আছীর এ সব সাহাবা সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ পেশ করেন। (আয-যাহাবী ঃ তাজরীদের ভূমিকা)।

মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী (র) প্রণীত 'হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইমাম আয-যাহাবী (র) উসদুল গাবাহ গ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার চেষ্টা করেছেন এবং তা 'তাজরীদু আসমাইস সাহাবা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪)।

আল-কামিল ফিত্ তারীখ

আল-কামিল ফিত-তারীখ (তবে 'তারীখে কামিল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ) এর প্রণেতা ইযযুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ষষ্ঠ হিজরী শতকের একজন প্রথিতযশা ঐতিহাসিক। তিনি বিশ্বমানবতার খিদমতে যে সব গ্রন্থ রচনা করে অমরত্ব লাভ করেছেন তন্মধ্যে 'আল-কামিল ফিত্-তারীখ গ্রন্থখানা অন্যতম। মানব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে এতে ৬২৮ হিঃ/১২৩০ সন পর্যন্ত সময়ের নির্ভুল ইতিহাস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি নয় খন্ডে বিভক্ত। খন্ডগুলোর সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১ম খন্ড ঃ পৃ. ৪২২।

প্রকাশকের ভূমিকা

গ্রন্থাকারের বাণী

গ্রন্থটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য

তারীখে তাবারীর অনুকরণে প্রণীত গ্রন্থ

মাওসিল প্রসংগ

আল-কামিল নামকরণের কারণ

ইহকাল বিষয়ক গ্রন্থের উপকারিতা

প্রজ্ঞা ও তার শ্রেণী বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

পরকাল বিষয়ক ইতিহাস গ্রন্থের উপকারিতা

ইতিহাস গ্রন্থ রচনা সূচনাকাল

ইসলাম পূর্ব যুগের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য

য়াহূদী ও অগ্নী উপাসকদের সময়কাল

কলম সৃষ্টির সূচনাকাল এবং ঐতিহাসিকণের অভিমত খন্ডন।

মেঘমালার পর সৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে আলিমগণের অভিমত।

সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আলিমগণের মতামত।

দিবা-রাত্রি ঃ কোন্‌টির সৃষ্টি আগে এবং কোনটির পরে ?

চন্দ্র ও সূর্য সম্পর্কে গ্রন্থকারের অভিমত।

অভিশপ্ত ইবলীসের ঘটনা এবং আদম (আ) এর পদসখলন।

ফিরিশতা ও ইবলীসের মাঝে মতবিনিময়।

আদম পূর্ব জিন্ সম্পর্কিত আলোচনা।

ইবলীসের পূর্ব নাম

ইবলীসের অবাধ্যতা সম্পর্কে গ্রন্থকারের অভিমত

আদম সৃষ্টি প্রসংগ এবং চার প্রধান ফিরিশতা

আদম মাটির তৈরী এবং ফিরিশতা ও ইবলীসের প্রতি আদমকে সিজদা করার নির্দেশ, ইবলীসের পতন এবং আদম প্রসংগ।

আদমের তাওবা কবূল হওয়া।

আল্লাহ কর্তৃক আদমকে বিভিন্ন বস্তুর নাম শিক্ষা দান।

আদম জান্নাতে এবং জান্নাত থেকে নির্বাসিত জীবন।

বিবি হাওয়ার জন্ম এবং বৃক্ষ প্রসংগ।

নারীদের যড়যন্ত্র এবং তাদের ঋতুস্রাব ও তালাক প্রসংগ।

আদম (আ) সম্পর্কে ইবনুল মুসায়্যাবের বর্ণনা এবং গ্রন্থকার কর্তৃক তা খন্ডন।

আদমের জান্নাতে প্রবেশের দিন-ক্ষণ, নির্বাসন এবং তাওবা সম্পর্কিত আলোচনা।

আদমও হাওয়ার অবতরণ স্থল।

Dhaka University Institutional Repository

আরাফাত ও মুযদালাফার নামকরণ

পাহাড়ের পাদদেশে আদম এবং স্বামী-স্ত্রীর পোশাক খসে পড়া প্রসংগ।

আদম (আ) কর্তৃক কা'বা ঘরের বুনিয়াদ রচনা।

আদম (আ) এর হজ্জ এবং যমীনে উদ্ভিত অংকুরিত হওয়া।

মূসা (আ) এর ছড়ি এবং তাঁর মৌলিকত্ব।

আদমের কৃষি কাজ শিক্ষা, পাহাড় থেকে আগুন নির্গমন এবং লোহা তৈরী।

আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে সন্তান সৃষ্টি এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

আদমের সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী এবং কাবীল কর্তৃক হাবীলের নিহত হওয়া।

আদম ও হাওয়া কর্তৃক পুত্রদ্বয়ের 'আবদুল হারিছ নামকরণ।

আদম (আ) এর নব্যুওয়াত লাভ এবং তাঁর নামের তাফসীর।

আবুল ফারাস নামকরণ এবং শীছ প্রসংছ

আদম (আ) এর ইনতিকাল।

আদম ও দাউদ (আ) এর বিবরণ।

শীছ প্রসংগ ও কা'বা ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

শীছ পরবর্তী আনূশ ।

প্রথম প্রতিমা পূজা, গান-বাজনা ও তবলা প্রসংগ।

ইদরীস (আ) এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তি।

ফারসী ভাষায় প্রথম পত্র লেখক।

তরবারী ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার।

নুহ (আ) এর নৌকার বিবরণ।

নৌকা যে স্থানে থেমে ছিল।

জুদী পর্বতের বিবরণ।

নূহ (আ) এর সময়ে প্লাবণ সম্পর্কে অগ্নি পূজকদের মন্তব্য।

পারসিকদের মিথ্যাচারের প্রতিবাদ এবং যাহ্হাকের হত্যাকান্ড

নূহ (আ) এর সন্তান-সন্ততি এবং হাম, সাম ও ইয়াফাসের বিবরণ এবং বিশ্বব্যাপী তাদের কর্তৃত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

ইবরাহীম ও নূহ এবং আদ জাতি।

আদ জাতির পতনের বিবরণ।

ছামূদ জাতিও উটনীর ঘটনা।

উটনী হত্যার কারণ।

উটনী হত্যা, সালিহ (আ) এর ফিলিস্তীন হিজরত এবং সমাধি স্থল।

হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সমসাময়িক রাজা-বাদশাহদের ঘটনা।

ইবরাহীম (আ) ও নক্ষত্ররাশি প্রসংগ।

ইবরাহীম (আ) কর্তৃক প্রতিমা ধ্বংস সাধন।

ইবরাহীম (আ) এর আগুণেন নিক্ষিপ্ত হওয়া।

ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর অনুসারীদের হিজরত।

বিবি সারা ও তৎকালীন মিসরী ফির'আউন।

হযরত ইসমাঈল (আ) এর জন্ম এবং মক্কায় নির্বাসিত জীবন।

যমযম কূপ প্রসংগ।

ইসমাঈল (আ) এর নিকট ইবরাহীম (আ) এর গমন।

কা'বা ঘর নির্মাণ

মাকামে ইবরাহীম

ইস্‌মাঈল (আ) এর যবাহ্ প্রসংগ।

ইসমাঈল বড় না ইসহাক ?

ইসমাঈলের যবাহ'র ঘটনা

ইবরাহীম কর্তৃক ইসমাঈলের যবাহ প্রসংগ।

নমরূদের পরীক্ষায় ইবরাহীম উত্তীর্ণ এবং নমরূদের পতন।

লূত (আ) এর বিবরণ এবং তাঁর জাতির পতন প্রসংগ।

ইবরাহীম পত্নী সারার ইনতিকাল এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি।

ইবরাহীম (আ) এর ইনতিকাল।

ইসমাঈল ও ইসহাক (আ) এর সন্তান-সন্ততি

Dhaka University Institutional Repository

ইসহাকের স্ত্রীর গর্ভে ইয়াকূব

ইয়াকূব কর্তৃক দুই সহোদরাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধকরণ।

আয়্যুব (আ) এর বিবরণ।

আয়্যুব (আ) এর বিপদে পতিত হওয়ার কারণ।

আয়্যুব (আ) এর সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হওয়া।

আয়্যুব (আ) এর দু'আ ও মুনাজাত।

ইউসুফ (আ) এর ঘটনা, স্বপ্ন এবং তাঁর কূপে নিক্ষেপ হওয়া।

মিসরে বিক্রি হওয়া এবং ব্যভিচারের অপবাদে জড়িয়ে পড়া।

মিসর অধিপতির স্ত্রী।

জেলে আটক এবং মিসর অধিপতির স্বপ্ন।

ইউসুফ (আ) এর স্বপ্ন এবং মিসরে খাদ্য মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়া।

ইউসুফ (আ) এর নিকট তাঁর ভাইদের আগমন এবং বিন য়ামীনকে চুরির অপরাধে আটক।

ইয়াকূব (আ) এর বিপদে পতিত হওয়ার কারণ।

ভাইদের সাথে ইউসুফের পরিচয় এবং ইয়াকূব (আ) কর্তৃক ইউসুফের সুঘ্রাণ লাভ।

ইয়াকূব, তাঁর স্ত্রী ও অপরাপর সন্তান কর্তৃক ইউসুফকে সিজদাকরণ।

ইয়াকূব (আ) এর ইনতিকাল।

শু'আয়ব (আ) এবং তাঁর জাতির পতন।

খাযির ও মূসা (আ) প্রসংগ।

ফির'আউন ও মূসা (আ) এর ঘটনা।

ফির'আউন কর্তৃক বনী ইসরাঈলের পতন।

সমুদ্র থেকে উত্তোলিত হয়ে ফির'আউন পরিবারে মূসা (আ) এবং মাতৃক্রোড়ে প্রত্যাবর্তন।

মূসা ও কিবতীর বিবরণ এবং মূসা (আ) এবং পলায়ন।

মাদায়েনে মূসা এবং শু'আয়ব (আ)।

মূসা (আ) এর দীর্ঘ সফর, পথিমধ্যে আগুনের সন্ধান লাভ এরং আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ ও মুনাজাত।

Dhaka University Institutional Repository

মূসা ও হারূণ (আ) এর মিসর গমন এবং 'আসা' ও 'হাত' নামক মুজিযা লাভ।

মূসা ও হারূণ কর্তৃক ফির'আউনের সমুচিত শিক্ষাদান।

যাদুর ঘটনা, শূলিবদ্ধ করা এবং অসংখ্য লোকের ইসলাম গ্রহণ।

ফির'আউন কর্তৃক নিজ সন্তানদের আগুনে নিক্ষেপের ঘটনা।

ফির'আউন পত্নী আসীয়ার শূলিবিদ্ধ হওয়া।

ফির'আউন সম্প্রদায়ের প্রতি ঝড়-বন্যা, উকূন, ব্যঙ্গ ও টিড্ডি প্রেরণ।

মূসা (আ) কর্তৃক সমুদ্র দ্বিখন্ডিত করণ এবং ফির'আউন অনুসারীদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া।

মূসা (আ) এর তূর পাহাড়ে গমন এবং তাওরাত লাভ।

সামিরী ও গোবৎসের বিবরণ।

মূসা (আ) কর্তৃক আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা।

তূর পাহাড় থেকে তাওরাতগাছসহ প্রত্যাবর্তন এবং গাভীর ঘটনা।

তীহ্ উদ্যানে বনী ইসরাঈল এবং হারূণ (আ) এর ইনতিকাল।

তীহ্ উদ্যানে অবস্থানে বাধ্য হওয়ার কারণ এবং মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া।

আউজ ইবন উন্‌ক এর ঘটনা এবং মূসা (আ)এর ইনতিকাল।

মূসা ও মালাকুল মাওতের মধ্যকার ঘটনা।

ইউশা ইবন নূন এবং বাল'আম ইবন বাউরার কাহিনী।

কারূণ কর্তৃক মূসা (আ) কে ব্যভিচারের অপবাদ দান।

কারূণের যমীনে ধসে যাওয়া।

মৃত হিযকীলের জীবিত হওয়া এবং মৃত্যুরবণ করা।

ইলয়াস প্রসঙ্গ।

আল-ইসা'আর নবুওয়্যাত লাভ।

শামূয়িল ও তালূত

তালূতের রাজত্বকাল। দাউদ (আ)কে সেনাধ্যক্ষ নিযযুক্তিকরণ ও নদী পার হওয়া।

দাউদের নিকট তালুত কন্যার বিয়ে।

দাউদ (আ) এর রাজত্বকাল। শনিবারের ঘটনা ও উরিয়ার স্ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুল মাকদিসের ভিত্তি স্থাপন ও দাউদ (আ) এর ইনতিকাল।

সুলায়মান (আ) কর্তৃক বায়তুল মাকদিস সংস্কার।

সুলায়মান (আ) এর রাজত্বকাল।

সুলায়মান (আ) ও রাণী বিলকীস।

বিলকীসের রাজত্বকাল।

সুলায়মানের দরবারে রাণী বিলকীস।

হুদহুদের ঘটনা।

সুলায়মানের স্ত্রীত্বে রাণী বিলকীস।

সুলায়মান (আ) এর ইনতিকাল।

বায়তুল মাকদিস ধ্বংস।

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্‌র শাস্তি।

দানীয়ালের ঘটনা।

উযায়র (আ) ও তাঁর একশ বছর নিদ্রা।

বনী ইসরাঈলের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হওয়া।

ইস্কান্দার বাদশাহও য়াজূজ ও মা'জূজ।

ইস্কান্দার বাদশাহর ইনতিকাল।

হযরত যাকারিয়্যা (আ) এর তত্ত্বাবধানে মারয়াম।

শৈশবে ইয়াহইয়া (আ) এর নবুওয়্যাত লাভ।

আল্লাহ্‌র দরবারে অধিক রোনাজারি।

বায়তুল মাকদিসের পতন।

যাকারিয়্যা (আ) এর শাহাদাতবরণ।

মারয়ামের গর্ভে ঈসা (আ)।

মাতৃক্রোড়ে ঈসা (আ)।

নিজ মাতৃভূমি থেকে মারয়ামের বেরিয়ে পড়া।

ঈসা (আ) এর জন্মের সময় শয়তানের উপস্থিতি।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা (আ) এর নবূওয়্যাত লাভ ও মুজিযা প্রদর্শন।

মৃতকে জীবন দান।

মাঈদা অবতীর্ণ হওয়া।

ঈসা (আ) কে আকাশে উত্তোলন।

তাতায়ানূসের ঈসা (আ) এর আকৃতি ধারণ।

আসহাব কাহ্ফের ঘটনা।

হযরত ইউনুসে ইবন মাত্তা (আ)

হাবীব আন-নাজ্জার।

খালিদ ইবন সিনান আল-'আবসী।

পারসিক রাজ-বাদশাহদের স্তর।

হীরার রাজা-বাদশাহদের বিবরণ।

আবরাহা বাদশাহর পতন।

হস্তী বাহিনীর ঘটনা।

আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক আবরাহার মুকাবিলা।

মহানীব হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর জন্ম লাভ।

দুধ মায়ের কোলে মহানবী (সা)।

মহানবী (সা) এর বক্ষ বিদারণ।

মহানবী (সা) এর মাতৃ বিয়োগ।

যি-কারের ঘটনা ও তাঁর কারণ।

জাহিলিয়া যুগে আরব সমাজ।

কুরায়শ ও কায়স গোত্রের মধ্যকার যুদ্ধ।

হারবুল ফুজ্জার।

দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃ. ৩৯৮

মহানবী (সা) এর নসবনামা।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততি

আবদুল মুত্তালিবের মানত এবং পুত্র সন্তানদের নামকরণ।

আসাফ ও নয়িলার নিকট আবদুল্লাহকে নিয়ে আবদুল মুত্তালিবের গমন।

আবদুল্লাহর জীবনের বিনিময়ে একশ উট যবাহকরণ।

আমিনার সাথে আবদুল্লাহর বিয়ে।

পঁচিশ বছর বয়সে মদীনায় আবদুল্লাহর ইনতিকাল।

আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক হাজীদের পানি পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ।

যমযম কূপ এবং তার ইতিবৃত্ত।

আবদুল মুত্তালিবের সর্বপ্রথম কালো খেযাব ব্যবহার।

হেরা গুহায় আবদুল মুত্তালিবের ধ্যান এবং ১২০ বছর বয়সে ইনতিকাল।

আবদে মানাফ তনয় হাশিমের নসবনামা।

আনিন্দ্য সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ায় তাকে 'চাঁদ' নামে ডাকা হতো।

মহানবীর পরদাদা কুসাই ইবন কিলাবের নসবনামা।

কুসাইর কা'বা ঘরের মুতাওয়াল্লীর পদ গ্রহণ।

কিলাব, মুররা ও কাবের নসবনামা।

লুঈ, গালিব, ফিহ্‌র, মালিক, নাদর প্রমুখের নসবনামা।

কুরায়শ নামকরণের কারণ। কিনানা, খুযায়মা, মুদরিকা, ইলয়াস, মুদার, আদনানের নসবনামা।

মহানবী (সা) এর শৈশবকাল

আবদুল মুত্তালিবের পর আবূ তালিবের অভিভাবকত্বে মহানবী (সা)।

আবূ তালিবের সাথে সিরিয়া গমন এবং বুহায়রা পাদ্রীর সাক্ষাৎ লাভ।

খাদীজার সাথে মহানবীর বৈবাহিক বন্ধন।

হিলফুল ফুযূল।

কুরায়শ কর্তৃক কা'বা ঘর ধ্বংস।

মহানবীর নবুওয়্যাত পূর্ব ঘটনাবলী।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবীর নবুওয়্যাত লাভ।

ওহীর বিরতিকাল।

মহানবীর প্রতি সর্বপ্রথম খাদীজার ঈমান।

একত্ববাদের স্বীকারুক্তি এবং প্রতিমা পূজা বর্জন।

মহানবী (সা) এর মিরাজ এবং বক্ষ বিদারণ।

নামায ফরয হওয়া।

সর্বপ্রথম যিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। আবূ তালিবের প্রতি দীনের দাওয়াত।

যারা সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত।

নিকটাত্মীয়দের প্রতি মহানবীর দাওয়াত।

কুরায়শদের সমঝোতার প্রস্তাব।

দুর্বল মুসলমানদের প্রতি নির্যাতনের স্টীমরোলার।

মহানবীর অনুসারীদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন এবং তাদের বিবরণ।

আবিসিনিয়ায় হিজরত।

আমীর হামযা ও উমার (রা) এর ইসলাম গ্রহণ।

মহানবীর বয়কটী জীবন।

আবূ তালিবের মৃত্যুর পর মহানবীর উপর অকথ্য নির্যাতন।

নাসীবীন এলাকার জীনের ইসলাম গ্রহণ।

মুতঈম ইবন আদীর তত্ত্বাবধানে মহানবী (সা)।

আকাবার ১ম ও ২য় শপথ।

মহানবীর মদীনায় হিজরত।

কুরায়শদের দারুণ নাদওয়ার সমাবেশ এবং শয়তানের অংশ গ্রহণ।

মহানবী (সা) ও আবূ বাকর (রা) এর মদীনায় হিজরত।

সাওর গুহায় তিন দিন অবস্থান।

মহানবীর হত্যার পুরষ্কার একশত উটনী।

Dhaka University Institutional Repository

কুরায়শ কাফিরদের মহানবীর পশ্চাদ্ধাবন।

কুবা এলাকায় চার দিন অবস্থান এবং মসজিদ নির্মাণ।

মহানবীর সর্বপ্রথম জুমু'আর নামায আদায়।

বদর যুদ্ধ

সাহাবীদের সাথে মহানবীর পরামর্শ।

আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন বাণিজ্য কাফেলা।

বদর যুদ্ধে জিবরাঈল (আ) এর উপস্থিতি।

আবূ জাহ্লসহ নেতৃস্থানীয় কতিপয় কাফির নিহত হওয়া।

গণীমাতের সম্পদ বন্টন।

আবূ লাহাবের মৃত্যুর কারণ।

বন্দী মুক্তির ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে মহানবীর পরামর্শ।

বদর যুদ্ধে নিহত কাফির ও শহীদের সংখ্যা।

বনু কায়নুকার যুদ্ধ।

কা'দা ও ছাতুর যুদ্ধ।

কা'ব ইবন আশরাফের মৃত্যু

আবূ রা'ফের মৃত্যু।

উহুদ যুদ্ধ।

কাফির সংখ্যা তিন হাজার।

মহানবীর আহত হওয়া।

আমীর হামযার শাহাদাতবরণ।

মহানবীর শহীদ হওয়ার গুজব।

মহানবীর হাতে উবাই ইবন খালাফের মৃত্যু।

ফিরিশতা কর্তৃক হানযালা (রা) কে গোসল দান।

উহুদের শহীদদের দাফন।

হামরাউর আসাদের যুদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজী'র যুদ্ধ।

বীরে মাউনা।

নবী নাযীরের নির্বাসন।

যাতুর রিকার যুদ্ধ।

দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ।

খন্দক যুদ্ধ ও তার কারণ

বনু কুরায়জার যুদ্ধ এবং মুসলিম বাহিনী কর্তৃক এক মাস অবরুদ্ধ।

বনু লিহয়ানও যি-কারোদের যুদ্ধ।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ।

ইফকের ঘটনা।

হুদায়বিয়ার সন্ধি।

বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর কাছে মহানবীর পত্র প্রেরণ।

খায়বর যুদ্ধ এবং ফিদাকের সম্পদ।

উমরাতুল কাযা।

যাতুস সালাসিলের যুদ্ধ।

খাবাতের যুদ্ধ।

মুতার যুদ্ধ।

মক্কা বিজয়।

কুরায়শদের প্রতি হাতিবের যুদ্ধ।

গাযওয়ায়ে খালিদ ইবনওয়ালিদ

গাযওয়ায়ে হাওয়াযিন।

তায়ফ অবরুদ্ধ।

হুনায়নের গণীমাত বন্টন।

তাবূক যুদ্ধ।

ছাকীফের প্রতিনিধি দল।

Dhaka University Institutional Repository

তাঈর যুদ্ধ ও 'আদীর ইসলাম গ্রহণ।

১০ হিজরী ঃ মহানবীর নিকট প্রতিনিধি দলের আগমন। হযরত আবূ বাক্‌র (রা) এর নেতৃত্বে হজ্জব্রত পালন।

১১ হিজরী ঃ বিদায় হজ্জ। উসামা ইবন যায়দের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ। মহানবী (সা) এর অন্তিমশয্যা ও ইনতিকাল। আবূ বাক্‌র (রা) এর খিলাফত লাভ। মহানবী (সা) কে কাফন-দাফন। য়ামানে আসওয়াদ আনসীর আবির্ভাব। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে জিহাদ। মালিক ইবন নুওয়াইরার ঘটনা। মুসায়লামাতুল কাযযাব ও য়ামামার অধিবাসী। বাহরায়ন অধিবাসীদের মিথ্যা নবুওয়্যাত দাবি।

১২ হিজরী ঃ আম্বার বিজয়।

১৩ হিজরী ঃ য়ারমূকের যুদ্ধ। আবূ বাক্‌র (রা) এর ওসীয়াত। আবূ বাক্‌র (রা) এর ইনতিকাল। হযরত উমার (রা) এর খিলাফত লাভ। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের অপসারণ। দামিশ্‌ক বিজয়। ফাহলের যুদ্ধ। জালিনূসের ঘটনা।

১৪ হিজরী ঃ আরমাছ আগওয়াছ ও ইমাসের দিন। বসরার গভর্নরের উদ্দেশ্যে উমার (রা)।

১৫ হিজরী ঃ বায়তুল মাকদিস বিজয়।

১৬ হিজরী ঃ মাদায়ন, তাকরীত ও মাওসিল বিজয়।

১৭ হিজরী ঃ কূফা ও বসরাভিত্তি স্থাপন। পারসিকদের বিরুদ্ধে অভিযান।

১৮ হিজরী ঃ প্লেগ রোগের কারণে উমার (রা) এর সিরিয়া যাত্রা।

১৯ ও ২০ হিজরী ঃ মিসর বিজয়।

৩য় খন্ড ঃ পৃ. ৪০০

২১ হিজরী ঃ প্রবীণ সাহাবাগণের সাথে উমার (রা) এর পরামর্শ। উমার (রা) এর ক্ষমা এবং দীনী ব্যাপারে কঠোরতা।

২২ হিজরী ঃ হামদান বিজয়। আবদুর রহমানের নেতৃত্বে তুর্কীস্থানে অভিযান। আম্মার ইবন য়াসারের অপসারণ। আহনাফের নেতৃত্বে খুরাসান বিজয়।

২৩ হিজরী ঃ কিরমান, মিজিস্তান ও মিকরান বিজয়। উমার (রা) এর শাহাদত বরণ। উমার (রা) এর নসবনামা, অপরূপ গুণাবলী, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী। আবদুর রহমান (রা) এর ভাষণ।

২৪ হিজরী ঃ উসমান (রা) এর খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ। মুগীরার অপসারণ।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ হিজরী ঃ আরমেনিয়া ও আযরবায়জানবাসীর সাথে সন্ধি স্থাপন। রোম, ও আফ্রিকার যুদ্ধ এবং আফ্রিকা বিজয়।

২৬ হিজরী ঃ স্পেন বিজয়।

২৭ ও ২৮ হিজরী ঃ কুবরাস বিজয়।

২৯ হিজরী ঃ আবূ মূসার অপসারণ।

৩০ হিজরী ঃ আল-ওয়ালীদের অপসারণ। তাবারিস্তানের যুদ্ধ। আরিস কূপে মহানবীর আংটি পতন। আবূ যার (র) কে রাবাযায় নির্বাসন।

৩১ হিজরী ঃ কিরমান ও সিজিস্তান বিজয়।

৩২ হিজরী ঃ আবূ যার (র) এর ইনতিকাল।

৩৩ ও ৩৪ হিজরী ঃ উছমান (রা) এর শাহাদতের লক্ষণ।

৩৫ হিজরী ঃ শাহাদত পূর্ব ভাষণ। সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন। অবরুদ্ধ উছমান (রা) এবং শাহাদত বরণ।

৩৬ হিজরী ঃ খলীফা হিসাবে আলী (রা) এর বায়'আত গ্রহণ উছমান হত্যার বিষয়ে আইশা (রা) এর সাথে আলীর মতবিনিময়। তালহা ও যুবায়রের শাহাদত বরণ। উটের যুদ্ধ। সিফ্ফীনের যুদ্ধ।

৩৭ হিজরী ঃ সিফফীন যুদ্ধের অবসান। বিভিন্ন ধর্ম ভিত্তিক দলের উৎপত্তি।

৩৮-৩৯ হিজরী ঃ দুমাতুল জান্দালের ঘটনা।

৪০ হিজরী ঃ আলীর (রা) শাহাদত পূর্ব ভাষণ এবং শাহাদত বরণ।

খিলাফতের সময়কাল, নসবনামার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজন।

ইমাম হাসান (রা) এর বায়'আত গ্রহণ অনুষ্ঠান।

৪১ ও ৪২ হিঃ ইমাম হাসান (রা) কর্তৃক মু'আবিয়া (রা) এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৪৩ -৪৭ হিঃ সিন্ধু অভিযান।

৪৮-৪৯ হিঃ কনস্টান্টিনোপল অভিযান।

৫০ হিজরী ঃ মুগীরা ইবন শু'বার ইনতিকাল এবং যিয়াদকে কুফার গভর্নর পদে নিয়োগ দান।

৫১ হিঃ হুজর ইবন আদীর হত্যাকান্ড।

৫২-৫৪ হিঃ মু'আবিয়া কর্তৃক সাঈদ ইবুল আসের অপসারণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫-৫৬ হিঃ বসরার গভর্নর রূপে ইবন যিয়াদের মনোনয়ন লাভ। য়াযীদের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ।

৫৭-৫৯ হিঃ দাহহাক ইবন যিয়াদের অপসারণ।

৬০ হিজরী ঃ ইনতিকালের পূর্বে মু'আবিয়ার ভাষণ। মু'আবিয়ার ইনতিকাল, স্ত্রী, পুত্র-পরিজন। য়াযীদের বায়'আত গ্রহণ এবং মুসলিম ইবন আকীলকে হত্যা।

৬১ হিঃ ইমাম হুসায়ন (রা) এর শাহাদত বরণ। শাহাদতের পূর্বে ইমাম হুসাইনের ভাষণ। য়াযীদের দরবারে ইমাম হুসাইনের মাথা। ইমামের সাথে যারা শহীদ হন।

৬২-৬৩ হিঃ হাররার ঘটনা

৬৪ হিজরী ঃ মু'আবিয়া ইবন য়াযীদের সাথে ইবন যুবায়রের বায়'আত। মারওয়ান ইবন হাকামের বায়'আত।

৬৫ হিঃ আবদুল মালিকের বায়'আত। ইবন যুবায়র কর্তৃক কা'বা ঘর সংস্কার।

৬৬-৬৮ হিঃ ইবন যুবায়রকে হত্যা করার প্রতি অনুপ্রেরণা দান।

৪র্থ খন্ড ঃ পৃ. ৩৭৬

৭০-৭১ হিঃ মুস'আব ইবন যুবায়রের শাহাদত বরণ।

৭২-৭৩ হিঃ আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের শাহাদত। হাজ্জাজ কর্তৃক কাবা ঘরের উপর হামলা।

৭৪-৭৫ হিঃ ইরাকের গভর্নর রূপে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ।

৭৬-৮৫ হিঃ আবদুল আযীয ইবন মারওয়ানের ইনতিকাল এবং ওয়ালীদের পক্ষে বায়'আত।

৮৬ হিঃ আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের ইনতিকাল। ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিকের খিলাফত লাভ।

৮৭ হিঃ রোমাকদর বিরুদ্ধে অভিযান।

৮৮ হিঃ মসজিদূন নবীর সংস্কার।

৮৯ হিঃ আফ্রিকার গভর্নর রূপে মূসা ইবন নুসায়র।

৯০ হিঃ বুখারা বিজয়

৯১-৯২ হিঃ স্পেন বিজয়।

Dhaka University Institutional Repository

৯৩ হিঃ সমকন্দ বিজয়।

৯৪-৯৫ হিঃ হিজায থেকে উমার ইবন আবদুল আযীযের অপসারণ এবং হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ইনতিকাল।

৯৬ হিঃ আল-ওয়ালীদ আবদুল মালিকের ইনতিকাল এবং সুলায়মান ইবন আবদুল মালিকের খিলাফত লাভ।

৯৭-৯৯ হিঃ কনস্টন্টিনোপল অবরোধ , তাবারিস্তান বিজয় এবং সুলায়মান ইবন আবদুল মালিকের ইনতিকাল। উমার ইবন আবদুল আযীযের খিলাফত লাভ। আলীর প্রতি গালাগাল বন্ধ।

১০০-১০১ হিঃ উমার ইবন আবদুল আযীযের ইনতিকাল। য়াযীদ ইবন আবদুল মালিকের খিলাফদত লাভ ও মুহাম্মাদ ইবন মারওয়ানের ইনতিকাল।

১০২-১০৪ হিঃ আবদুর রহমান আদ-দাহহাকের অপসারণ।

আব্বাসীয় যুগ

আবুল আব্বাস সাফফাহর খিলাফত লাভ।

১০৫-১৩২ হিঃ বনী উমায়্যাদের নিহত ব্যক্তিবর্গ।

১৩৩-১৩৫ হিঃ আবুল আব্বাস সাফফাহর ইনতিকাল।

১৩৬ হিঃ আল-মানসূরের খিলাফত লাভ।

১৩৭ হিঃ আবূ মুসলিম খুরাসানীর জীবনাবসান।

১৩৮-১৪৩ হিঃ তাবারিস্তান বিজয়।

৫ম খন্ড ঃ পৃ. ৩৭৪

১৪৪-১৪৫ হিঃ বাগদাদ নগরী নির্মাণ।

১৪৬ হিঃ মানসূরের ইানতিকাল।

১৪৭ হিঃ মাহদীর খিলাফত লাভ।

১৪৮-১৫১ হিঃ সুলায়মান ইবন হাকীম আল-আবদী

১৫২-১৬৯ হিঃ মাহদীর ইনতিকাল এবং আল-হাদীর খিলাফত লাভ।

Dhaka University Institutional Repository

১৭০ হিঃ আল-হাদীর ইন্তিকাল। হারূনুর রশীদের খিলাফত লাভ।

১৭১ হিঃ স্পেন বিজেতা আবদুর রহমানে ইনতিকাল।

১৭২-১৭৩ হিঃ খায়যুরানের ইনতিকাল।

১৭৪-১৮২ হিঃ প্রথম প্রধান বিচারপতি উপাধি ধারক।

১৮৩-১৯৩ হিঃ হারূনুর রশীদের ইনতিকাল। আমীনের খিলাফত লাভ। আমীন ও মামূনের মধ্যকার বিরোধ।

১৯৪-১৯৮ হিঃ আমীন নিহত। আমীনের সন্তান-সন্ততি ও গুলাবলী।

১৯৯-২০৪ হিঃ মামূনের বাগদাদ আগমন।

২০৫-২১৫ হিঃ রোমকদের বিরুদ্ধে মামূনের অভিযান।

২১৬-২১৮ হিঃ মামূনের অন্তিম ওসীয়াত এবং ইনতিকালের দিন-তারিখ। আল-মু'তাসিমের খিলাফত লাভ।

২১৯-২২৭ হিঃ আল-মু'তাসিমের ইনতিকাল। আল-ওয়াছিক বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

২২৮-২৩২ হিঃ আল-ওয়াছিকের ইনতিকাল। আল-মুতাওককিলের খিলাফত লাভ।

২৩৩-২৪৭ হিঃ আল-মুতাওয়াক্কিল নিহত। আল-মুনতাসিরের ক্ষমতা লাভ।

২৪৮ হিঃ আল-মুনতাসিরের ইনতিকাল। আল-মুস্তায়ীনের খিলাফত লাভ ও নিহত হওয়া।

২৪৯-৫১ হিঃ আল-মুতায বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

২৫২-২৫৫ হিঃ ইনতিকাল। আল-মুহতাদির খিলাফত লাভ।

২৫৬ হিঃ ইনতিকাল। আল-মুতামিদ আলাল্লাহর ক্ষমতা লাভ।

৬ষ্ঠ খন্ড ঃ পৃ. ৩৬২

২৫৭-২৭৮ হিঃ বাগদাদ সংকট।

২৭৯ হিঃ আল-মুতামিদের ইনতিকাল। আল-মু'তযাদ বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

২৮০-২৮৯ হিঃ আল-মুতাযাদের ইনতিকাল। আল-মুকতাফী বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

২৯০-২৯৫ হিঃ আল-মুকতাফী বিল্লাহর ইনতিকাল। আল-মুকতাদির বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

২৯৬-৩১৭ হিঃ আল-মুকতাদির বিল্লাহর পুনঃখিলাফত লাভ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১৮-৩২০ হিঃ আল-মুতকদির নিহত এবং আল-কাহির বিল্লাহর ক্ষমতা লাভ।

৩২১-৩২২ হিঃ কাহির বিল্লাহ ক্ষমতাচ্যুত এবং আর-রাদী বিল্লাহর ক্ষমতা লাভ।

৩২৩-৩২৯ হিঃ আর-রাদী বিল্লাহর ইনতিকাল এবং আল-মুত্তাকী বিল্লাহর ক্ষমতা লাভ।

৩৩০-৩৩৩ হিঃ আল-মুস্তাফফী বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

৩৩৪ হিঃ আলী মুতী বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

৭ম খন্ড ঃ পৃ. ৩৫৭

৩৫১-৩৮১ হিঃ আত-তায়ী বিল্লাহর ইনতিকাল এবং কাদির বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

৩৮২-৩৯৩ হিঃ আত-তায়ী বিল্লাহর ইনতিকাল।

৩৯৪-৪১৬ হিঃ সোমনাথ মন্দির বিজয়।

৪১৭-৪২২ হিঃ আল-কাদির বিল্লাহর ইনতিকাল এবং আল-কায়িম বি আমরিল্লাহর খিলাফত।

৮ম খন্ড ঃ পৃ. ৩৮০

৪২৩-৪২৭ হিঃ আস-মুস্তানসির বিল্লাহ।

৪২৮-৪৬৭ হিঃ আস-কায়িম বি আমরিল্লাহর ইনতিকাল এবং আল-মুকতাযী বি আমরিল্লাহর খিলাফত লাভ।

৪৬৮-৪৮৭ হিঃ আল-মুকতাযী বি আমরিল্লাহর ইনতিকাল এবং আল-মুস্তাযহির বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

৪৮৮ -৫১২ হিঃ আল-মুস্তাযহির বিল্লাহর ইনতিকাল এবং আল-মুস্তারশিদ বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

৫১৩-৫২৯ হিঃ আল-মুস্তারশিদ বিল্লাহর ইনতিকাল এবং আর-রাশিদ বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

৫৩০ হিঃ আল-মুকতাফী বি আমরিল্লাহ।

৫৩১-৫৩২ হিঃ আর-রাশিদ নিহত।

৯ম খন্ড ঃ পৃ. ৩৮৭

৫৩৬-৫৪৪ হিঃ সাইফুদ্দীন গাযী ইবন আতাবিক যানকীর ইনতিকাল।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪৫-৫৫৫ হিঃ খলীফা আল-মুকতাফী বি আমরিল্লাহর ইনতিকাল এবং আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহর খিলাফত লাভ।

৫৫৬-৫৬৬ হিঃ আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহর ইনতিকাল।

৫৬৭-৫৭৫ হিঃ আল-মুস্তাযফা বি আমরিল্লাহর ইনতিকাল এবং আননাসির লি-দীনিল্লাহর খিলাফত লাভ।

৫৭৬-৫৮৯ হিঃ সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর ইনতিকাল।

৫৯০-৬১৩ হিঃ আয-যাহিরের ইনতিকাল।

৬১৪-৬২২ হিঃ আন-নাসির লি-দীনিল্লাহর ইনতিকাল এবং আয-যাহির বি-আমরিল্লাহর খিলাফত লাভ।

৬২৩-৬২৮ হিঃ আয-যাহির বি আমরিল্লাহর ইনতিকাল।

আল কামিল ফিত তারীখ ( ) প্রণেতা ইবনুল আছীর ইযযুদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ

উপরিউক্ত গ্রন্থখানি প্রণয়ন সম্পর্কে বলেন, আমি ইতিহাস গ্রন্থ গভীরভাবে অধায়ন করতে থাকি এবং ইতিহাসের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্ক মানুষের ভীষণ অস্থিরতা অনুভব করি। এরপর বেশ কয়েক খণ্ডে ইতিহাস প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তিনি আরও দাবি করেন, কেউ ইতহাস বিষয় জ্ঞান-ভান্ডার সমৃদ্ধিশালী করতে চাইলে আমার প্রণীত গ্রন্থখানি চর্চার কোন বিকল্প নেই।

অতঃপর আমি পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে বিশ্ব ইতিহাস রচনার কাজ হাত দেই এবং আমার (গ্রন্থকার) সময়কাল পর্যন্ত নির্ভুল ইতিহাস রচনা করি। তিনি বলেন আমি এ দাবি করি না যে, আমার গ্রন্থে সর্ব বিষয় সবিস্তার স্থান পেয়েছে, তবে মাওসিলের[১] বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করি। তিনি আরও বলেন, আমার গ্রন্থে এমন সব তথ্য সন্নিবেশিত করেছি যা অন্য কেউ করতে পারেননি। আমি গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র)[২] প্রণীত 'আত-তারীখুল কাবীর' গ্রন্থটি সামনে রেখেছি। ইতিহাসের বিখ্যাত বিষয়সমূহের বিবরণ দান শেষে সাহাবা কিরামের নিখুঁত জীবন চরিত্র অংকন করেছি।

---

১. মাওসিল-এর মানকরণ ঃ এ শহরটি দজলা এবং ফোরাতের মোহনায় অবস্থিত বিধায় এ স্থানটির নাম আল-মাওসিল রাখা হয়েছে। অথবা এটি জাযীরা ও ইরাকের সাথে মিলিত একটি ভূ-খন্ড বিধায় এর নাম রাখা হয়েছে আল-মাওসিল।

২. আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবন জারীর ইবন যায়দ ইবন খালিদ আ-তাবারী (র) তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, তারীখ ইত্যাদি বিষয়ের খ্যাতিমান ইমাম ছিলেন। জন্ম ২২৪, মৃত্যু ঃ ৩১০ বাগদাদ। (পৃ. ৫ আল-কামিল)।

Dhaka University Institutional Repository

এ মহান কাজে আমার অনেক বন্ধু অনুপ্রেরণা যোগান এবং তাঁরা তা রচনা করে পাঠ করে শুনাবার অনুরোধ জানান। কিন্তু আমি তাদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি। কারণ প্রথমত এতে অনেক ভুল-ত্রুটি থেকে যায় যা সংশোধন করাও তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব ছিল না। এরপর অলসতার বেড়াজাল ছিন্ন করে একাগ্রতা সহকারে সম্মুখে অগ্রসর হই।

দীর্ঘ গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা শেষে এ গ্রন্থের নামকরণ করেছি 'আল-কামিল ফিত্ তারীখ' কিন্তু একদল লোক আমার এ ইতিহাস রচনার বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারেনি। কারণ তারা রাতভর হাদীছ চর্চায় নিরত থাকতেন।

ইহকালীন উপকারিতা ঃ কর্মের মাঝে অমর হয়ে থাকার বাসনা মানুষের আবহমানকালের। ফলে জীবিতরা তাদের থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং অতীতের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে উপকারিতা লাভ করতে পারে। এ গ্রন্থে মানুষের উত্থান-পতন সম্পর্কিত প্রামাণ্য চিত্র অংকিত হয়েছে। ফলে মানুষ এ থেকে বিরাট ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে।

পারলৌকিক উপকারিতা ঃ বুদ্ধিনিষ্ঠ মানুষ অতীত ইতিহাস সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করলে তার বিবেকের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। ফলে মানুষ পরকালমুখী হবার সুযোগ লাভ করে। সে দুনিয়ার বিপদাপদ বিশ্লেষণ করে হয়ে উঠে সহনশীল এবং তার চরিত্র হয় মহত্তম। সে এও জানতে পারে যে, দুনিয়ার বিপদাপদ কোন নবীকে ছাড়েনি। কোন রাজা-বাদশাহও এ থেকে নিরাপত্তা লাভ করেনি। এ পর্যায়ে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد (এতে আছে উপদেশ তার জন্য যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে (সূরা কাফ ঃ ৩৭)।

যাদের অন্তর বক্র তারা তাচ্ছিল্যভরে বলেছে ঃ এতো উপকথা। গ্রন্থকার বলেন, আমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করছি যেন তিনি আমাদের দান করেন বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর, সত্যকণ্ঠ এবং তিনি যেন আমাদের সহজ সরল কথা বলার এবং তদনুপাতে আমল করার তাওফীক দেন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কতই না চমৎকার অবিভাবক তিনি।

ইসলামে সন-তারিখ লিপিবদ্ধের সূচনা ঃ মহানবী (সা) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন সন-তারিখ লিখে রাখার কাজ শুরু করার জন্য উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নির্দেশ দেন। কথিত আছে যে, আবূ মুসা আল-আশ'আরী (রা) একবার উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর উদ্দেশ্যে লিখেন যে, আপনার পক্ষ থেকে আমার নিকট তারিখ বিহীন একটি পত্র এসেছে। উমার (রা) বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য লোকদের একত্র করেন এবং তাদের সুচিন্তিত অভিমত চান। একদল বলেন, মহানবী (সা) এর নবুওয়াত

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্তি থেকে সন-তারিখ লিখে রাখা যায়। একদল বলেন, মহানবী (সা) এর মদীনায় হিজরত থেকে সন-তারিখ লিখে রাখা যায়। উমার (রা) বলেন, মহানবী (সা)-এর মদীনায় হিজরত থেকেই সন-তারিখ লিখে রাখব। কারণ তাঁর হিজরতের মধ্য দিয়ে সত্য-মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, এ ব্যাপারে এমন একটি নিদর্শন রেখে যাওয়া সমীচীন হবে যাতে মানুষ এর গুরুত্ব অনুভব করবে। একদল বলেন, রোমকদের অনুসরণে সন-তারিখ লিপিবদ্ধ করা উচিত। কারণ যুল-কারনায়ন থেকে তারা সন-তারিখ লিখে আসছে। একদল বলেন, পারসিকদের অনুসরণে সন-তারিখ লিখে রাখা যেতে পারে। এরপর লোকেরা মহানবী (সা) এর মদীনায় অবস্থানকালের দিকে দৃকপাত করে এবং তারা জানতে পারে যে, তা ছিল দশ বছর। অতঃপর মহানবী (সা) এর মদীনায় হিজরত থেকে আরবী মাসের সন-তারিখ লেখার কাজ শুরু হয়।

মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বলেন, এক ব্যক্তি উমার (রা) কে বলেন, আপনি তারিখ লিখুন। উমার (রা) বলেন, কী তারিখ লিখব ? তিনি বলেন, অনারব যেভাবে লেখে তদ্রূপ দিন-মাস-বছর লিখুন। উমার (রা) বলেন, এতো চমৎকার প্রস্তাব। অতঃপর সর্বসম্মত ভাবে হিজরত থেকে সন-তারিখ লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন মাস থেকে লেখা যাবে সে বিষয় আবার দ্বিমত হয় ? একদল বলেন, রমাযান মাস থেকে। একদল বলেন, মুহাররাম থেকে। কারণ এটি অত্যন্ত সম্মানিত মাস। এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) বলেন, উমার (রা) লোকদের একত্র করেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, আমরা কোন সময় থেকে দিন-তারিখ লিখে রাখব ? আলী (রা) বলেন, মহানবী (সা) এর মদীনায় হিজরত এবং শিরক রাষ্ট্র থেকে বিদায়ের পরক্ষণ থেকে সন তারিখ লেখা যেতে পারে। উমার (রা) তা-ই করেন। আমর ইবন দীনার বলেন, ই'আালা ইবন উমায়্যা ইয়ামানী সর্বপ্রথম সন-তারিখ লিখে রাখেন।

ইসলাম পূর্বযুগে বানু ইবরাহীম (সা) এর আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া, কাবা ঘর পুনঃনির্মাণ থেকে সন-তারিখ লিখে রাখার কাজ শুরু করে। এরপর বানু ইসমাঈল কাবা ঘর পুনঃ নির্মাণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সন-তারিখ লিখে রাখে অথবা তেহামা থেকে একটি দল বেরিয়ে যায়। তাদের বের হওয়ার সময় থেকে সন-তারিখ লেখার কাজ শুরু হয়। বানু ইসমাঈলের যারা তেহামায় থেকে যায় তারা সাদ নাহদ বানু যায়দের জুহায়না গোত্র সন-তারিখ লিখে রাখে। অতঃপর কা'ব ইবন লুঈ মৃত্যুবরণ করে। এরপর তার মৃত্যু থেকে আসহাবে ফলীক কেন্দ্র করে সন-তারিখ লিখে রাখে। তারপর উমার (রা) মদীনায় হিজরত থেকে সন-তারিখ লিখে রাখার ব্যবস্থা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের সময়কাল ঃ সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। ওয়াহব ইবন মুহাব্বিহ বলেন, ছয় হাজার বছর। আবু জাফর বলেন, উমার (রা) মহানবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেন, এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। اجلكم فى اجل من قبلكم من صلاة العصر الى مغرب الشمس

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাওরাতের আলোকে য়াহূদীরা বলে, আদম (আ) থেকে হিজরত পর্যন্ত সময়কাল হল, ৪৩৪২ বছর। খ্রিষ্টানরা আদম (আ) থেকে হিজরত পর্যন্ত সময়কাল হল, ৫৯৯২ বছর ১ মাস। অগ্নি উপাসকরা বলে, হিজরাত পর্যন্ত সময়কাল ৩১৩৯ বছর।

সৃষ্টির সূচনা ঃ উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং বলেন, লেখ। ফলে কলম পৃথিবীর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় লিখে। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কিছু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন ছিলেন। এরপর আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে কিয়ামত অবধি যাবতীয় বিষয় সৃষ্টি করেন। বর্ণিত আছে যে, একবার আবূ রাযীন আল-উকায়লী মহানবী (সা) কে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'সৃষ্টি' সৃষ্টির পূর্বে আমদের প্রতিপালক কোথায় ছিলেন ? তিনি বলেন, মেঘের নীচে বাতাসের উপরে। এরপর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ هل ينظرون الا ان يا يتيهم الله فى ظلل من الغمام

একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ সর্বপ্রথম আরশ সৃষ্টি করে তাতে সমাসীন হন। অপর দল বলেন, আরশ সৃষ্টি পূর্বে আল্লাহ পানি সৃষ্টি করেন, এরপর তিনি আরশ সৃষ্টি করে পানির উপর স্থাপন করেন। অপর একদল বলেন, কলম সৃষ্টির পর আল্লাহ কুরসী সৃষ্টি করেন। তারপর আরশ সৃষ্টি করেন। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ কোন কিছু সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি করেননি।

আবদুল্লাহ ইবন সালাম, কবি যাহহাক ও মুজাহিদ বলেন, সৃষ্টির সূচনা হয় রবিবারে। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (রা) বলেন, সৃষ্টির সূচনা হয় শনিবারে। আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বলেন, আল্লাহ সৃষ্টি সূচনা করেন রবিবারে– পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয় রবিবার ও সোমবারে। মঙ্গলবার ও বুধবার সৃষ্টি করেন ঃ لاقواة والرواسى শুক্র ও শনিবারে সৃষ্টি করেন আসমান। এরপর তিনি জুমুআবারের শেষ মুহূর্তে সৃষ্টি কাজ থেকে অবসর নেন। এ দিনেই আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হয়, এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে কাবা ঘরকে পানির উপরে চারটি স্তম্ভ সহ স্থাপন করেন। এরপর পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দিন আগে না রাত ?

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ একাধিক অভিমত দিয়েছেন। একদল বলেন, দিনের আগে রাতের সৃষ্টি। –ইবন আব্বাস (র) ও এ বিষয় অভিমত দিয়েছেন।

একদল বলেন, রাতের পূর্বে দিনের সৃষ্টি। ইবন মাসঊদ (রা) এ পর্যায়ে বলেন, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট রাত-দিন বলে কিছু নেই। আসমানে যে জ্যোতি প্রোজ্জ্বল তা তারই নূরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আর জাফর বলেন, প্রথম অভিমত অধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিনতর أ انتم اشد خلقًا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها না আকাশ সৃষ্ট ? তাঁর তা নির্মাণ করেছেন। তিনিই একে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (আন-নাযিআত-২৭-৩০) তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রাতের সৃষ্টি আগে এবং দিনের সৃষ্টি পরে।

উবায়দ ইবন উমায়র আল-হারিছী বলেন, আমি আলী (রা) এর নিকট ছিলাম। ইবনুল কাওয়া তাকে চাঁদের কালো অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, একটি জীবন্ত নিদর্শন। ইবন আব্বাস (রা) ও অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর উল্লেখযোগ্য উস্তাদ ও শাগরেদবৃন্দ

ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ ছিলেন একাধারে যুগের ইমাম, বিশেষজ্ঞ আলিম, ঐতিহাসিক, সাহিত্য বিশারদ, জীবনীকার এবং নসব নামার চিত্র অংকনে একক পারদর্শী ব্যক্তিত্ব। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করণকল্পে তৎকালীন একদল খ্যাতিমান আলিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বেশ ক'জন স্বনামধন্য উস্তাদের নাম আমরা জানতে পারি। উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইবনুল আছীর আল-মুবারক ইবন মুহাম্মাদ এবং তাঁর মেঝ সহোদর আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর মধ্যে বয়সে ব্যবধান মাত্র এগার বছর। কাজেই তাঁরা প্রায় একই উস্তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আমরা এখানে আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমতঃ আল্লামা ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর উস্তাদগণের নাম পেশ এবং যাঁদের আলোচনা প্রথম খন্ডে স্থান পেয়েছে তাদের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে কেবল আলী ইবন মুহাম্মাদ-যাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের পরিচিতি তুলে ধরব।

ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর কয়েকজন বিশিষ্ট উস্তাদের পরিচিতি মূলক বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(ক) ইয়াহইয়া ইবন মাহমূদ আছ-ছাকাফী।

(খ) মুসলিম ইবন আলী আস-সিহী।

(গ) ইয়ায়িশ ইবন সাদাকাহ।

(ঘ) আবুল কাসিম ইবন সাসরা।

(ঙ) আল-খাতীব আবুল ফাদ্‌ল আত-তূসী

(চ) আবদুল মুনঈম ইবন কুলায়ব

(ছ) আবদুল ওয়াহহাব ইবন সুকায়না।[১]

---

১. আয-যাহাবী ঃ সিয়ারু আ'আমিন নুবালা, (প্রাগুক্ত), ২২ পৃ. ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর চারজন বিশিষ্ট উস্তাদ যথাক্রমে ইয়াহইয়া ইবন মাহমূদ আছ-ছাকাফী, মুসলিম ইবন আলী আস-সিহী-ইয়ায়িশ ইবন সাদাকাহ এবং আবুল কাসিম ইবন সাসরা (র) এর নাম আমরা জানতে পারলেও বহু অনুসন্ধানের পর কেবল ইয়ায়িশ ইবন সাদাকাহ (র)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানতে পেরেছি।

ইয়ায়িশ ইবন সাদাকাহ (র)

(তাঁর পূর্ণনাম আবুল কাসিম আল-ফাররানী আদ-দারীর)। তাঁর পিতার নাম আবুল হাসান ইবনুল খাল্ল । ইবনুন নাজ্জার (র) বলেন, তিনি শাফিঈ মাযহাবের একজন খ্যাতিমান ইমাম এবং তাঁর সময়ের একজন প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী। তাঁর তাকওয়া-পরহিযগারী ছিল খুব-ই উন্নত। দ্বীনী শিক্ষা তিনি ইবনুল খাল্ল (র) থেকেই বেশির ভাগ লাভ করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে আবুল কাসিম ইসমাঈল ইবন উমার ইবন আহমাদ আস-সামারকান্দী, আবুল কাসিম নাস্‌র ইবন আলী আল-'আকবারী, আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন নাস্‌র ইবনুয যা'ফারানী (র) অন্যতম। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আবুল মাহাসিন উমার ইবন আলী আল-কারশী অনত্যম। ইয়ায়িশ (র) ৫৭৩ হি. সনের ২০ যুলকাদাহ রোজ বুধবার ইনতিকাল করেন।[২]

উল্লেখ্য যে, আল-খাতীব আবুল ফাদল আত-তূসী, আবদুল মুনঈম ইবন কুলায়াব এবং আবদুল ওয়াহহার ইবন সুকায়না (র) এর পরিচিতি অভিসন্দর্ভের প্রথম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায় ঃ আল্লামা ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ-এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এ অতিবাহিত হওয়ায় পুনরাবৃত্তি করা অত্যাবশ্যক মনে না করে তাঁদের বিবরণ ২য় খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায় আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ-যেমন অনেক স্বনামধন্য উস্তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তদ্রূপ বরেণ্য শাগরিদও রেখে যান। তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্র হলেন ঃ

(১) ইবনুদ দুবায়ছী

(২) আল-কাওসী

(৩) ইবনুল 'আদীম

(৪) ইবন আসাকির এবং

(৫) আবূ সাঈদ আল-কুযাঈ

---

২. আস-সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা, (দারুল মা'রিফাহ, ২স বৈরূত, লেবানন) ৬খ., পৃ. ৩২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইবনুল আছীর-আলী ইবন মুহাম্মাদ-এর যে ক'জন ছাত্রের নাম আমরা জানতে পেরেছি এবং তাঁদের মধ্যকার যাঁদের পরিচিতি আমাদের জানা আছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

ইবনুদ দুবায়ছী ঃ তাঁর পূর্ণনাম জামালুদ্দীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন আলী ইবনুল হাজ্জাজ) তবে তিনি ইবনুদ দুবায়ছী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ওয়াসিতের 'দুবায়ছা' পল্লীতে ৫৫৮ হি./২৬ রজব/১লা জূলাই ১১৬৩ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। দুবায়ছা পল্লীর দিকে সম্বোধন করে তাকে ইবনুদ দাবায়ছী বলা হয়। তাঁর বাল্য শিক্ষা ওয়াসিতে শুরু হয়। তিনি সেখানে হাদীছ ও আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এরপর তিনি ৫৮০ হি./১১৮৪ সনে বাগদাদ চলে যান এবং ইরাক ও হিজায সফর করেন। সেখানে তিনি বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ আবূ তানিব আল-কিনানী, ইবন শাতীল, কায্যায, আবুল আলা ইবন আকীল প্রমুখের নিকট হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি আবুল হাসান হিবাতুল্লাহ (র) এর নিকট ফিক্হ শাস্ত্র চর্চা করেন। একজন খ্যাতিমান বিচারপতি হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ৬৩৮ হি./১২৩৯ সনে বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

তিনি ছিলেন একাধারে কুরআনের বিখ্যাত পাঠক (কারী), হাফিযে হাদীছ, বিখ্যাত ফিকহবিদ, ঐতিহাসিক, আরবী সাহিত্যিক। তিনি তারীখে সাম'আনী রচনা করেন।৩

ইবনুদ দুবায়ছী (র) তাঁর একবার নিম্নোক্ত পংক্তি মালা রচনা করেন(*)

ইবনুল 'আদীম ঃ (তাঁর পূর্ণনাম কামালুদ্দীন আবুল কাসিম উমার ইবন আহমাদ ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন আবী জারাদাহ আল-উকায়লী আল-হালাবী) তবে তিনি 'ইবনুল 'আদীম' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ৫৮৮ হি./১১৯৩ সনে হালাব-এ জন্ম গ্রহণ করেন।

তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় তাঁর পিতা, চাচা আবূ গানিম মুহাম্মাদ, দিমাশকের আবূ হাফ্স উমার ইবন তাবারযাদ এবং বাগাদাদের আল-কিন্দী প্রমুখের নিকট। এ ছাড়াও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তীন, হিজায এবং ইরাক সফর করেন। কালক্রমে তিনি একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ রূপে পরিচিত হয়ে উঠেন এবং 'কাযী' (বিচারপতি) নিযুক্ত হন। ৬৫৮ হি./১২৬০ হি./ সনে এক অজ্ঞাত কারণে

---

৩. ইবন খাল্লিকান ঃ ওয়াফিয়্যাত, ২খ, পৃ. ৩৫২-৫৩; ইবনুল ইমাদ ঃ শাযারাতুয যাহাব, ৫খ, পৃ. ১৮৫-৮৬; যিরিকলী ঃ আ'লাম, ৭খ, পৃ. ১১; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাহ ওয়াল আরাবিয়্যাহ (মাসতূরাত দারু মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরূত, লেবানন), ২খ, পৃ. ৫৩৪-৩৫।

(*) خبرت بنى الايام طرًا فلم اجد * صديقا صدوقا مسعدًا فى النوائب
واصفيتهم منى الوداد فقابلوا * صفاء ودادى بالقذى والشوائب
وما اخترت منهم صاحبًا وارتضيته * فا حمدته فى فعله والعواقب

Dhaka University Institutional Repository

কাহিরার উদ্দেশ্যে তিনি হালাব ত্যাগ করেন। কিছু দিন পর সিরিয়ার কাযী নিযুক্ত হন। অতঃপর ৬৬০ হি./১২৬২ সনে 'ইবনুল 'আদীম' (র) কাহিরায় ইনতিকাল করেন।

ইবনুল 'আদীম ছিলেন একাধারে হাফিযে কুরআন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ, ফিকহবিদ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল খুবই চমৎকার।

তাঁর অনেক কবিতা রয়েছে। তিনি বুগইয়াতুত তালাব ফী তারীখে হালাব, আল-ওয়াসীলাতু ইলাল হাবীব ফী যিকরিত তায়্যিবাত ওয়াত্তিব, আল-ইনসাফ ওয়াত-তাহাররা ফী দাফয়িয যূলামি ওয়াত তাজাররী ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৪]

ইবন আসাকির আদ-দিমাশকী ঃ (তাঁর পূর্ণ নাম আবুল কাসিম আলী ইবন আবূ মুহাম্মাদ আল হাসান ইবন হিবাতুল্লাহ), তবে তিনি 'ইবন আসাকির আদ-দিমাশকী' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর উপাধি ছিকাতুদ্দীন। মুহাদ্দীছ হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর যুগের সিরিয়ার একজন খ্যাতিমান শাফিঈ মাযহাবের একজন বিখ্যাত ফিকহবিদ হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। একজন বিশুদ্ধভাষী হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দিমাশকের 'আন-নূরিয়াহ' মাদ্রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং আজীবন এ প্রতিষ্ঠনেই কাটান। বনু আসাকিরের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বিখ্যাত আলিম ছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে।

তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। আল-হামাভী মু'জামুল উদাবা গ্রন্থে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দশটি বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটির নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ

(১) তারীখে দিমাশক। গ্রন্থখানি আট খন্ড বিশিষ্ট।

(২) আল-মুসতাকসা ফী ফাদায়িলিল মাসজিদিল আকসা। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হচ্ছে বায়তুল মাকদিস সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীছসমূহ।

(৩) আল-আশরাফ 'আলা মা'রিফাতিল আতরাফ ফিল হাদীছ। এ গ্রন্থটিতে সুনানু আবী দাউদ, জামি আত-তিরমিযী, আন-নাসাঈ প্রমুখ গ্রন্থের হাদীছসমূহ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি বৃহৎ দুই খণ্ড বিশিষ্ট। দারুল মিসরিয়া গ্রন্থাসারে সংরক্ষিত আছে।

(৪) কিতাবুল আরবায়ন। গ্রন্থটি বার্লিনে পাওয়া যায়।[৫]

---

৪. ইবনুল ইমাদ ঃ শাজারুত্যু যাহাব, ৫খ, পৃ. ৩০৩ ; যিরিকলী ঃ আল-আলাম, ৫খ, পৃ. ১৯৭; আল-হামাভী, মু'জামুল উদাবা, ১৬খ., পৃ. ৫-৫৭; জুরজী যায়দান তারীখু আদাবিল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ ২খ্য. পৃ. ৫৯৬-৫৯৭।

৫. ইবন খালিকান ঃ ওয়াকাত, ১খ., পৃ. ৩৩৫, আল-হামাভী, মু'জামুল উদাবা, ১খ, পৃ. ১৩৯; জুরজী যায়দান ঃ তারীখু আদাবিল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), ২খ, পৃ. ৭৬-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইবনুল আছীর ভ্রাতৃদ্বয়ের সমসাময়িক কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক, ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, মুহাদ্দিছ ও ফিক্‌হবিদ

ইবনুল আছীর–আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ তৎকালের যেমন অন্যতম জগদ্বিখ্যাত মনীষী ছিলেন তদ্রূপ অনেক মনীষী সেসময় এমন ছিলেন যাঁরা বিবেচিত হতেন জগতের ধ্রুব নক্ষত্র। তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(১) শাহরাস্তানী ঃ (তাঁর পূর্ণনাম আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মাদ ইবন আবুল কাসিম আবদুল কারীম ইবন আবূ বাক্‌র আহমাদ আশ-শাহরাস্তানী), তবে তিনি শাহরাস্তানী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি আশ'আরী মাযহারের একজন খ্যাতিমান মুখপত্র। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইমাম ও ফিক্‌হবিদ। তিনি ৫৪৮ হিঃ/১১৫৩ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁর অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছ। কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(ক) কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল ঃ এ গ্রন্থটিতে দীনী মাযহাব, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতে আরও স্থান পেয়েছে ইসলামী এবং অনৈসলামী বিভিন্ন দল-উপদলের বিষয়। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। গ্রন্থটি দুই খন্ড বিশিষ্ট। এটি ১২৬৩ হিঃ/১৮৪৬ সনে লন্ডনে এবং ৬৬০ হিঃ/ ১২৬১ সনে মিসরে প্রকাশিত হয়। তুর্কীস্তানে নূহ ইবন মুস্তাফা (মৃ. ৪৬৩ হিঃ/১০৭০ সন) এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছে। এ সব নুসখা বার্লিনে পাওয়া যায়। আফদালুদ্দীন ইসফাহানীর তত্ত্বাবধানে এর একটি ফারসী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) কিতাবু তারীখিল হুকামা প্রাচ্যের বিশিষ্ট গ্রন্থগারসমূহে এটি পাওয়া যায়। ভারত বর্ষের কোন এক রাজার সময়ে এর একটি ফারসী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

(গ) নিহায়াতুল আকদাম ফী ইলমিল কালাম।

(ঘ) মুসারা'আতুল ফালাসাফাহ। (ইবন খাল্লিকান ঃ ১ খ., পৃ. ৪৮২)।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ইবনুল আরাবী ঃ ইবনুল আরাবী (তাঁর পূর্ণ নাম শায়খ মুহিউদ্দীন আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবন আলী আত্-তায়ী, আল-হাতিমী আল-আন্দালুসী), তবে তিনি পাশ্চাত্য জগতে ইবনুল আরাবী এবং স্পেনে ইবন সুরাকা নামে সুপরিচিত। কিন্তু প্রাচ্যে তিনি শুধু ইবন আরাবী নামেই পরিচিত এবং 'আল'. বিশেষণ বাদ দিয়ে তাঁকে সেভীলের কাযী আবূ বাক্‌র ইবনুল আরাবী (মৃ. ৫৫০/১১৫৫ সন) থেকে পৃথক করা হয়। ইসলামে সব কিছুতে আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান মন্ত্রের উদগাতা এবং 'আল-কামিল' 'পূর্ণাঙ্গ মানুষ' হিসেবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) কে বর্ণনাকারী মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর জন্ম হয় বিশ্বনবীর ইনতিকালে প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর পরে। সূফী মতবাদে অনুধ্যান পরায়ন দার্শনিক তত্ত্বের জন্মদাতা ইবনুল আরাবীর ভাগ্যে সমভাবে প্রশংসা ও নিন্দা বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু নিজের মতবাদে তিনি অবিচল থেকেছেন হিমলেয়ের মত যদিও প্রতিপক্ষের অজস্র ভ্রুকুটির সেল বর্ষিত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে এই মহামনীষীই 'শায়খুল আকবার বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী' নামে অমর হয়ে আছেন।

ইবনুল আরাবী অসংখ্য বাগবাগিচায় ভরা, সৌন্দর্যের লীলা ভূমি মার্সিয়া নগরীতে ৫৬০ হিঃ ১৭ রমাদান রোজ সোমবার/২৯ জুলাই ১১৬৫ খ্রিঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলী একজন খ্যাতিমান আলিম ও বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজেই পুত্রের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক খ্যাতিমান আলিমগণের নিকট প্রেরণ করেন। আট বছর বয়সেই তিনি পুত্রকে সেভীলে নিয়ে যান এবং কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, ইলমুল কালাম, দর্শন, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেন। মুহিউদ্দীনের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ এবং বুদ্ধি ছিল প্রখর। অল্প বয়সেই একজন পন্ডিত হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। আরবী ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অতুলনীয়। কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ফলে তাঁর কবিতা ও রচনা অল্প সময়ের মধ্যে সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাঁর চরিত্র ছিল অনুপম এবং ব্যবহার ছিল মার্জিত। তিনি সত্যানুসন্ধানীদের সাথে সময় কাটাতেন। তিনি বিস্ময়কর স্বাপ্নিক ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি স্বপ্নে 'ইসমে আযম' শুনতে পাই।

তিনি ৫৯৭ হিঃ/১২০০ সনে সাঁইত্রিশ বছর বয়সে সিউটা গমন করেন এবং স্থানীয় বিশিষ্ট আলিমগণের সাথে মিলিত হন। তিনি লিখেছেন, সিউটায় থাকাকালে আমি স্বপ্নে দেখি যে, 'সব তারাকে বিয়ে করেছি, তারপর আমি চাঁদকে বিয়ে করেছি, আমার এই বিস্ময়কর স্বপ্নের কথা প্রসিদ্ধ গণক ও পন্ডিত বন্ধুকে জানালে তিনি বলেন, এই স্বপ্ন দ্রষ্টার অসামান্য সৌভাগ্য দেখা যাচ্ছে, তিনি সমস্ত ঐশী জ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ফাতিমা বিনত আল-ওয়ালীয়াহ নাম্নী এক মহিলা তাপসের সেবা করেন এবং তাঁর নিকট সূফী তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কিছুকাল একজন সুলতানের 'খাছ মুনশী, হিসাবে কাজ করেন। এ সময়ে রাষ্ট্রীয় জটিল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান পেশ করে সকলের বিস্ময়ের সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তিনি সূফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন (৫৯৯ হিঃ/১২০২ খ্রিঃ)। অতঃপর জন্মভূমি স্পেনের আর ফিরে যাননি। ইবনুল আরাবী হজ্জের উদ্দেশ্যে স্পেন ত্যাগ করলেও সোজাসুজি মক্কা শরীফে না গিয়ে প্রথমে মিসর গমন করেন। সেখানে প্রায় এক বছর অবস্থান করে নিজের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। ফলে মিসরে তাঁর অসংখ্য ভক্ত জুটে যায় কিন্তু নিষ্ঠাবান আলিম সমাজ তাঁর উপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন। প্রবল প্রতিরোধের মুখে প্রথমে কারাভোগ করেন এবং পরে মিসর ত্যাগে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি বাগদাদ চলে আসেন। সত্যানুসন্ধানী আলিম সমাজ তাঁকে 'যিন্দাপীর'–জাগ্রত তাপস হিসেবে অভিনন্দন জানান। সেখানে থেকে তিনি মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তথায় প্রায় সাত বছর অবস্থান করেন। এ সময় এক অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলার সাথে পরিচয় ঘটে এবং তিনি তার চরণে একটি মনোজ্ঞ দীর্ঘ কবিতা উৎসর্গ করেন। এতে আলিম সমাজ তীব্র প্রতিবাদ জানালে তিনি কবিতাটির সুন্দর ভাষ্য লিখে তার রহস্যময় রূপ দান করেন।

ইবনুল আরাবী (৬১১হিঃ/১২১৪ খ্রিঃ) মক্কা শরীফ ত্যাগ করে আলেপ্পো গমন করেন। সেখানকার খ্রিষ্টান শাসক অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং বসবাসের জন্য একটি বিরাট প্রাসাদ উপহার দেন। কিন্তু তিনি সম্পদের প্রতি নির্মোহ থাকায় তাঁর কাছে যা কিছু আসত তা ভক্তদের মাঝে তৎক্ষণাৎ বিলিয়ে দিতেন। একবার এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে ভিক্ষা চায় কিন্তু তাঁর হাতে কিছু না থাকায় তাঁর বৃহৎ বালাখানাটি দান করে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর দান স্পৃহা তাঁরই পূর্ব পুরুষ হাতেম তায়ী কর্তৃক ঝড়-তুফানের রাতে নিজের অতি প্রিয় অশ্বটিকে যবাই করে অতিথি আপ্যায়ণের উজ্জল কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর তিনি মাওসিল সফর করে দামেস্টে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সংকল্প করেন। সেখানকার সর্ব শ্রেণীর লোক তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। দামেস্কের প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন আহমাদ গোলামের ন্যায় তাঁর সেবা করতেন। মালিকী মাযহাবের কাযীও তাঁর প্রতি অনুরকত হয়ে পড়েন এবং নিজ কন্যাকে তাঁরে সাথে বিয়ে দেন। বিশ্বব্যাপী তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষও তাঁকে 'যিন্দীক' বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। অন্য দিকে তাঁর ভক্তের সংখ্যা ও দিন দিন বেড়ে ওঠে। ফলে তিনি 'সিদ্দীক' উপাধিতে অভিষিক্ত হয়ে ওঠেন। মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

শাসকগণ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে থাকেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁকে মাসোহারা দান করতেন।

ইবনুল আরাবীর শেষ জীবন গ্রন্থ রচনা, উপদেশ দান ও ইবাদতের সাধনায় ব্যয়িত হয়। তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁকে 'শায়কুখল আকবার' বা জ্ঞানীকুল শিরোমণি, হুজ্জাতুল্লাহিল যাহিরা বা আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এবং আয়াতুল্লাহিল যাহিরা বা আল্লাহর বিস্ময়কর ইংগিত খিতাবে বিভূষিত করে। পাঁচাত্তর বছর বয়স্ক এই জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব সারা বিশ্বে বিশাল ব্যক্তিত্ব রূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন। অবশেষে (৬৩৮ হিঃ/১২৪০ খ্রিঃ) তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁকে আল-কিবরীত আল-আহমার নামক স্থানে সমাহিত করা হয়।

শায়খুল আকবার ইবনুল আরাবী স'ন্ধে আলিম সমাজ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবন তাইমিয়া ও আত্-তাফতাযানী (র) তাঁকে কাফির ফাতাওয়া দিয়েছেন এবং তাঁর প্রচারিত মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে আল-কামূস রচয়িতা মাজদুদ্দীন, ইমাম সুয়ূতী, আবদুর রায্যাক আল-কাশানী, আবদুল ওয়াহ্হাব শারানী প্রমুখ তাঁকে একজন বিখ্যাত ওলী, সূফী ও সিদ্দীক হিসেবে অভিনন্দিত করেছেন। আল্লামা জামালুদ্দীন (র) বলেছেন ঃ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী আলিমকুল শিরোমণি এবং আল্লাহ তাঁকে সব রহমত-হিকমত বা জ্ঞান দান করেছেন। ইবন কামাল পাশা বলেন, তোমরা সকলেই জান, ইবনুল আরাবী আত্-তায়ী একজন খাঁটি মুজাহিদ এবং তাঁর মনীষা অসামান্য। শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র) (৬৩২ হিঃ/১২৩৪ খ্রিঃ) বলেন, ইবনুল আরাবী সত্যতার সমুদ্র বিশেষ।

রচনা ঃ ইবনুল আরাবী একজন সৃষ্টিধর্মী লেখক ও গবেষক। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে (৬৩৩ হিঃ/১২৩৫ খ্রিঃ) তিনি নিজেই তাঁর প্রণীত একটি গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সে গ্রন্থ তালিকায় গ্রন্থ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৮৯-তে। তারপর তিনি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে আজও দেড়শো খানা হস্তলিপির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তিনি পনেরো খন্ডে পনেরো পারা তাফসীর লিখে যান। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে 'আল-ফুতূহাত আল মাক্কিয়াহ ( )। গ্রন্থটি চারটি বৃহৎ খন্ডে এবং ৫০৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। তিনি দাবি করতেন, এর প্রতিটি শব্দ তিনি অলৌকিক ভাবে প্রত্যাদিষ্ট হন এবং তার মধ্যে শাশ্বত বাণী ছাড়া আর কিছুই নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ফুতূহাত রচনার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন। 'আমি যদি ফুতূহাত না লিখতাম, তবে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।' এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সত্যের অমর জ্যোতিতে তার প্রকাশ বেদনায় এই সাধকের অন্তর কী পরিমাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) কে ফিরিশতা, নবীগণ ও আউলিয়াসহ আলমে মামূরে তখতে বসে থাকতে দেখেন এবং তার দ্বারা ইলাহী রহস্য উদঘাটন পূর্বক তত্ত্বকথা লিখতে আদিষ্ট হন। অন্য এক সময় তিনি কাবা শরীফ তাওয়াফ করার সময় এক নূরানী চেহারার যুবককে ও তাঁর সাথে তাওয়াফ করতে দেখেন এবং তিনি তাকে অনন্ত রহস্যময় চির শাশ্বত আল্লাহর আরশ দেখান।

তাঁর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে, 'ফুসূস আল-হিকাম ফী খুসূসিল হিকাম'। এটি বিখ্যাত নবীগণের নাম শীর্ষক সাতাশটি অধ্যায়ে লিখিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ববাণী স'লিত অভিনব পুস্তক। মুসলিম সূফী সমাজে এ গ্রন্থটির আবেদন যথেষ্ট। আরবী, ফাসী ও তুর্কী ভাষায় এর ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

ইবনুল আরাবীর জীবন মিষ্টিক ভাবধারার চরম উৎকর্ষ এবং শরীয়তী গোঁড়ামীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। আল-মাকারী বলেন, ধর্ম মতে তিনি যাহিরী এবং ঈমানে তিনি বাতিনী। তিনি তাকলীদ বর্জন করে চলতেন। তিনি মানুষে ঐশীরূপ দেখেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন যে, ঐশী সত্তার বিকাশ ও স্ফূরণ মানবত্বে আর ইত্তেহাতের ভিত্তিমূলে তিনি আদমকে সর্বপ্রথম আল্লাহর শারীরিক বিকাশ বলে ধরেছেন। শেষে হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর মধ্যেই তিনি 'আল-ইনসানুল কামিল', (Perfect man) বা মানবতার পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ দেখেছেন।

বহু শতাব্দী যাবত ইবনুল আরাবীর এসব আশ্চর্য মতবাদ নিয়ে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই। তথাপিও পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রকাশ্যে–অপ্রকাশ্যে সাদরে পঠিত হয় এবং সেগুলো নকল করা পুণ্যের কাজ বিবেচিত হয়। (মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ ঃ মুসলিম মনীষা, পৃ-১৫৯–১৬৮; আয–যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৪খ., পৃ. ৮৬–৯০; ইবন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ৫খ, পৃ. ২৩৪; হাজ্জী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন সূচী নং ২০৪৫; Brockel mann, ১খ., পৃ. ৫২৫; জুরজী যায়দান ঃ তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, (মানসুরাতু দারি মাকতাবাতিল হায়াহ, বৈরূত, লেবালন), ২খ., পৃ. ১০৪–১০৫।

কয়েকজন খ্যাতিমান মহাদ্দিছ

ইবুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ এর সময়কার কয়েকজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছের পরিচায় নিম্নে উপাস্থাপন করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(১) আল-ফাররা আল-বাগাবী (র) প্রণীত হাদীছ প্রন্থের নাম 'মাসাবীহুস সুন্নাহ । ইমাম হুসায়ন ইবন মাসঊদ আল-বাগাবী (র) (মৃ. ৫১৬হিঃ/১১২২ খ্রিঃ) এর সম্পাদনা করেছেন। এতে প্রথমে সহীহ, হাসান প্রভৃতি হাদীছ সংযোজিত হয়। পরবর্তী কালের আলিম সমাজ এই হাদীছ সংকলন খানির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ওয়ালী উদ্দীন আবূ মহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ওরফে খতীব তাবরিযী একে সুসংবদ্ধ রূপে সজ্জিত করেন। হাদীছের মূল বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম এবং যে গ্রন্থ থেকে তা সংগ্রহ করা হয়েছে তার সূত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মাত্র দুটি করে পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত ছিল কিন্তু পরে তাতে তিনটি পরিচ্ছদ সংযোজিত হয়। এ হচ্ছে ৭৩৭হিঃ/১৩৩৬ খ্রিঃ ঘটনা। শেষ পর্যন্ত এর নামকরণ করা হয় 'আল-মিশকাতূল মাসবীহ'[১] প্রকৃত পক্ষে মুহাদ্দিছ মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী (র) এর 'মাসবীহুস সুন্নাহ' কিতাবররই বর্ধিত সংস্করণ 'মিশকাতুল মাসাবীহ'। মাসাবীহ গ্রন্থে ৪৪৩৪টি হাদীছ আর মিশকাতে রয়েছে ৬০০০ হাদীস। এতে সিহাহ সিত্তা'র প্রায় সমস্ত হাদীছ এবং এর বাইরের ও অনেক হাদীছ স্থান লাভ করেছে। মোট কথা মিশকাত শরীফ হাদীছ শাস্ত্রের একটি নির্ভযোগ্য প্রামাণ্য সংকলন। মুসলিম জাহানে এটি অসামান্য গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। মুসলিম জাহানের এমন কোন স্থান নেই যেখানে এটি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। মুহাদ্দিছগণ এর ব্যাখায় বিরাট বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[২]

কিতাবটি প্রথম ৬৯৪ হিঃ/১৯৪খ্রিঃ মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

এমনকি স্বয়ং খতীবের উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম তীবী (র) এ কিতাবের একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিচে কতিপয় প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হলো ঃ

(১) শারহু মিশকাত ঃ মুহাম্মাদ হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ তীবী (র) (মৃ. ৭৪৩ হিঃ/১৩২ খ্রিঃ) এর নাম দেন আল-কাশিফ ( )। এটি মিশকাত শরীফের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শরাহ।

(২) শারহু মিশকাত ঃ সায়্যিদ শরীফ জুরজানী। এটি ইমাম তীবী (র) এর ভাষ্য গ্রন্থের সারসংক্ষেপ।

---

১. মুহাম্মাদ আবুদর রহীম ঃ হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, (ইঃ ফাঃ বাঃ প্রকাশনা, প্রকাশকাল ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ খ্রিঃ), পৃঃ ৫৭৯-৫৮০ (সূত্র তুহফাতূল আহওয়াযী, পৃ. ১২৮)।

২. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী ঃ মিশকাত শরীফের অনুবাদ, ১খ., (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজচার, ঢাকা, প্রকাশকাল ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ ফেব্রুঃ) মিশকাত শরীফের পরিচয়, পৃ. ধ.)।

৩. জুরজী যায়দান ঃ তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, (মানসূরাতু দারু মাকতাবাতিল হায়াহ, বৈরূত), ২খ., পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) শারহু মিশকাত ঃ আল্লামা মুল্লা আলী তারিমী আকবরাবাদী (র) (মৃ. ৯৮১ হিঃ/১৫৭৩ খ্রিঃ)।

(৪) শারহু মিশকাত ঃ আল্লামা মুল্লা আলী কারী ঃ শায়খ নূরুদ্দীন আলী ইবন সুলতান মুহাম্মাদ হারাবী (মৃ. ১০১৪ হিঃ/১৬০৫ খ্রিঃ) এর নামকরণ করা হয়েছে 'মিরকাতুল মাফাতীহ ( )। এটি অতি বিশদ ও বিখ্যাত ভাষ্য গ্রন্থ।

(৫) শারহু মিশকাত ঃ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (র) (মৃ. ১০৫২ হিঃ/১৬৪২ খ্রিঃ) নাম লুম'আত এটি ও মিশকাত শরীফের একটি বিখ্যাত ও বিস্তারিত শরাহ। এছাড়াও তাঁর প্রিয় অপর একটি ভাষ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'আশ'আতুল লুম'আত । এটি লুম'আতেরই সারসংক্ষেপ। এটি ফারসী ভাষায় প্রণীত। এতে প্রথমে প্রতিটি হাদীছের ফারসী তরজমা এবং সংক্ষেপে মুকাদ্দিমীনের অভিমত স্থান পেয়েছে। এটি মিশকাত শরীফের একটি মূল্যবান শারাহ। মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী (র) মিশকাত শরীফ তরজমা করার সময় বেশির ভাগ এ গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

(৬) শারহু মিশকাত ঃ শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ ইবন ইমাম রব্বানী ওরফে খাযিনুর রহমত (মৃ. ১০৭০ হিঃ/১৬৫৯ খ্রিঃ)।

(৭) শারহু মিশকাত ঃ শায়খ ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ আরিফ ওরফে আবদুন্নবী শাত্তারী আকবরাবাদী (মৃ. ১১২০ হিঃ/১৭০৮খ্রিঃ) এটির নাম 'যরীআতুন নাজাত' ( )।

(৮) শারহু মিশকাত ঃ নওয়াব কুতবুদ্দীন খাঁ দেহলবী (মৃ. ১২৭৯ হিঃ/১৮৬২ খ্রিঃ) এর নাম 'মাযাহিরে হক'। এতে তিনি প্রথমে প্রতিটি হাদিছের উর্দূ তরজমা পেশ করেছেন। অতঃপর শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (র) প্রণীত 'আশ'আতুল লুম'আত, এর উর্দূ অনুবাদ ও তাঁর উস্তাদ হযরত শাহ ইসহাক দেহলবীর আলোচনার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন।

(৯) শারহু মিশকাত ঃ মাওলানা ইদরীস কান্দলবী (র) এর প্রণীত গ্রন্থটি হচ্ছে 'তা'লীকুস সাবীহ, ()। এটি আরবী ভাষায় লিখিত বিশাল ভাষ্য গ্রন্থ।

এ গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সিহাহ সিত্তাহ, মুত্তয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদে শাফিঈ, মুসনাদে আহমাদ, ইমাম দারিমী ইমাম দারুকুতনী, ইমাম বায়হাকী, ইমাম ইবন রাযীন, ইমাম নব্বী, ইমাম ইবন জাওযী (র)[৪] প্রমুখের প্রণীত হাদীছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে এই প্রমাণ্য সংকলনটি তৈরি করা

---

৪. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের অনুবাদ, ১খ.. পৃ. ধ-প।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। উল্লেখ্য যে, মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থখানি বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসায় পাঠ্য পুস্তক হিসাব পঠিত হয়ে আসছে। গ্রন্থখানির একাধিক জনের বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু অনুবাদ রয়েছে।

(২) আবুল আব্বাস আত-তুজায়বী আল-আকলীশী আল-আন্দলুসী (মৃ. ৫৫০ হিঃ/১১৫৫ খ্রিঃ), তাঁর প্রণীত গ্রন্থ সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(ক) আল-কাওকাবুদ দুররিল মুস্তাখরাজি মিন কালামিন নাবী ( )।

(খ) আদ-দুরুল মানযূম ফী মা ইয়াযীলুল হুমুমু ওয়াল গুমূম ( )। দুটো গ্রন্থই দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।[৫]

কয়েকজন বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদ

ইবনুল আছীর– আল মুবারক মুহাম্মাদ এর সময় বেশ কিছু বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

(১) আল-জুওয়ায়নী (তাঁর পূর্ণনাম আবুল মা'আলী আবদুল মালিক), তবে তিনি 'ইমামুল হারামায়ন উপাধিতে সর্বত্র সুপরিচিত; আল-জুওয়ানী নামেও তিনি পরিচিত। শাফিঈ মাযহাবের 'উসূলুল ফিক্‌হ' বিষয়ক গ্রন্থকার। তিনি ১৮ মুহাররাম ৪১৯ হিঃ/১২ ফেব্রুয়ারী ১০২৮ খ্রিষ্টাব্দে নীশাপুরের নিকটস্থ মুশতানিকান নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন বিশ বছরেরও কম তখন তিনি তাঁর পিতাকে হারান এবং তিনি অধ্যাপক হিসাবে পিতার স্থলাভিত্তিক হন। আকাঈদের ক্ষেত্রে তিনি আল-আশ'আরীর মতবাদ গ্রহণ করেন। সালজূক তুগরিল বেগের ওয়াযীর 'আমীদুল মুল্‌ক আল কুন্দী যখন আকাঈদী বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে মি'র হতে অভিশাপ দেয়ার ব্যবস্থা করেন তখন তিনি (আল- জুওয়ায়নী) আবুল কাসিম আল-কুশায়রীর সাথে জন্মস্থান ত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি বাগদাদ এবং পরে সেখান থেকে ৪৫০ হিঃ/১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হিজাযে গমন করেন। হিজাযে অবস্থানকালে তিনি চার বছর পর্যন্ত পবিত্র মক্‌কা ও মদীনায় অধ্যাপনা করে 'ইমামুল হারামায়ন'–এই সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হন।

সালজূক সাম্রাজ্যের যখন ওয়াযীর নিজামুল মুল্‌ক ক্ষমতাসীন হন তখন তিনি আশ'আরীদের প্রতি সদয় হন এবং দেশত্যাগীদের দেশে প্রত্যাগমনের অনুরোধ জানান। এর ফলে যারা নীশাপুরে ফিরে আসেন

---

৫. জুরজী যায়দান ঃ (প্রাগুক্ত) ২খ., পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল-জুওয়ায়নী (র) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। নিজামুল মুল্‌ক বিশেষ করে আল-জুওয়ায়নীর খাতিরে এ স্থানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। বাগদাদে স্থাপিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মত এর নাম রাখা হয় 'নিজামিয়া'। আল-জুওয়ায়নী (র) আমৃত্যু এই মাদ্রাসায় অধ্যাপনা কাজে নিরত থাকেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং আরোগ্য লাভের আশায় স্বীয় জন্মস্থানে ২৫ রবীউছছানী ৪৭৮ হিঃ/২০ আগষ্ট ১০৮৫ সনে ইনতিকাল করেন।

তাঁর রচনা সম্ভার এত বিশাল ছিল যে, সূফী (তাবাকাতুল শাফিঈয়্যা, ২খ., পৃ. ৭৭২০) এর মতে, তা কেবল একটি অলৌকিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁকে উচ্চতম সম্মান দেয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন গ্রন্থই ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তাঁর 'কিতাবূল বুরহান ফী উসূলিল ফিক্‌হ ( ) একটি অভিনব গ্রন্থ। এটি এত কঠিন ও দুর্বোধ্য ছিল যে, সূফী (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪৬) এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন 'লাগযুল উম্মাহ'–(জাতির প্রহেলিকা)। তাঁর প্রণীত 'কিতাবুল ইরশাদ ফী উসূলিল ই'তিকাদ' গ্রন্থখানি প্যারিস থেকে ১৩৫৭ হিঃ/১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কিতাবুল ওয়ারাকাত ফী উসূলিল ফিক্‌হ ( )। এর ভাষ্য গ্রন্থ হিজরী একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত ও মাজমু মুতুন উসূলিয়্যলি আশহার মাশাহীর উলামাইল মাযাবিহিল আরবা'আয় মুদ্রিত (দামিশক, তাঃ বিঃ)। আহমাদ ইবন ইদরীস আল-কারাফী রচিত 'তাহাফাতুল ফুসূল ফিল উসূল' ( ) কায়রোতে ১৩০৬ হিঃ/১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৬]

(২) আস-সারাখসী ( ) (তাঁর পূর্ণনাম শামসুল আইম্মা আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবন আবী সাহ্‌ল আহমাদ (যা স্বয়ং তাঁর রচনাবলীতে উৎকীর্ণ রয়েছে, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবী সাহ্‌ল নয়, যেমনটি কোন কোন জীবনকার উল্লেখ্য করেছেন)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ হানাফী ফিক্‌হবিদ। আল্লামা আবদুল হায়্যি লাখনাবী (র) এর ভাষ্য মতে তিনি ৪০০ হিঃ/১০০৯-১০ খ্রিষ্টব্দে মাশহাদ ও মার্ভের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হারীরুদ নদীর তীরবর্তী সারাখাস শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।[৭] তিনি লিখেছেন যে, তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখন পিতার সাথে বাণিজ্য ব্যপদেশে বাগদাদে আসেন। অতঃপর বুখারায় গিয়ে শামসুল আইম্মা আবদুল আযীয হালওয়াঈ (অথবা হালওয়ানী) এর নিকট বিদ্যাভ্যাস করে বিভিন্ন শাস্ত্রে এত বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হন যে, ৪৪৮ হিঃ/১০৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তদীয় উস্তাদের ইনতিকালের সাথে সাথে

---

৬. সুবকী ঃ তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪৯-৮৩১।

৭. মুকাদ্দামাতুল হিদায়া ঃ পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মাদ্রাসার পরিচালনার দায়িত্ব এবং তাঁর উপাধি যুগপৎভাবে সর্বসম্মতি ক্রমে উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করেন।

ক্রুসেডের যুদ্ধের সময়কাল হিসাবে সময়টা ছিল খুবই নাযুক। ক্রুসেডের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত ফিকহী আহকাম স'লিত ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী সংকলিত বিখ্যাত 'আস-সিয়ারুল কাবীর ( ) গ্রন্থখানির ভাষ্য রচনা করেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) যুদ্ধ এবং সন্ধির পদ্ধতিসমূহ, অমুসলিম জাতিসমূহের সাথে সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে এই গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। মোটকথা ইসলামের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থখানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আল্লামা সারাখসী (র) এর এই ব্যাখ্যা মূলপাঠসহ হায়দরাবাদ ও মিসর হতে একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে।

আল্লামা সারাখসী (র) তাঁর উস্তাদ হুলওয়ানী (র) কিয়ামতের নিদর্শনাবলী ( ) বিষয়ে যে পাঠ দান করেন আল্লামা সারাখসী (র) তাকে গ্রন্থরূপ দান করেন ( ) প্যারিস-এর হস্তলিখিত গ্রন্থসভার, আরবী সংকলন, ক্রমিক নং ২৮০০)।

কোন এক অজ্ঞাত কারণে আল্লামা সারাখসী (র) কারাবরণ করেন। সেই কারা প্রকোষ্ঠে থেকেই তিনি আল-মাবসূত, শারহুস সিয়ারিল কাবীর এবং উসূলুল ফিক্হ সংকলন করেন। এসব গন্থের প্রায় সবগুলোই তাঁর কারাজীবনের স্মৃতি বহন করে।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা সারাখসী (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর সংকলিত 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বিষয়ে ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) প্রণীত 'আল-মাবসূত' এর কলেবর বিভিন্ন মাসআলার পুনরাবৃত্তি এবং দীর্ঘ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফলে শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত বিব্রতকর দিক লক্ষ্য করে আল-হাকীম আশ-শহীদ আবুল ফাদ্ল মুহাম্মাদ ইবন আহ্মাদ আর-রাওদী (র) 'আল-মাবসূত' এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'আল- মুখতাসার, প্রণয়ন করেন। এ সংকলনে পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের সুবিধা করে দেয়া হয়। আল্লামা সারাখসী (র) আল-মুখতাসার-এর ভাষ্য লিখেন এবং তা 'আল-মাবসূত' নামে ৩০ খন্ডে কায়রো হতে প্রকাশিত হয়।

ফাকীর মুহাম্মাদ ঝিলাম (হাদাইকুল হানাফিয়্যা, পৃ. ২০৭) এর বিবরণ হতে জানা যায় যে, তাঁকে বুখারায় গ্রেফতার করে উযজান্দ (উযকান্দ মা ওয়ারাউন নাহার অঞ্চলে ফারগানার পার্শ্ববর্তী একটি শহর)-এ দেশান্তরিত করা হয়। এ এলাকাটি সেকালে কারাখানীদের দখলে ছিল। ওখানে তখন সীমাহীন অরাজকতা বিরাজ ছিল। পূর্বাঞ্চলের রাজধানী প্রথমে কাশগার, তারপর উযজান্দ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

কারাখানীদর সমকে তেমন কিছু জানা যায় না। আল্লামা সারাখসী (র)-এর জীবনকালে কারাখানীদের নিম্ন বর্ণিত শাসকগণ রাজত্ব করেন ঃ

(১) মাগারিবী কারাখানী (পশ্চিমাঞ্চল) ঃ নাসর খান ৪৬০-৪৭৪ হিঃ; খিদর খান– তিনি নাসর খানের ভাই। তাঁর রাজত্বকাল হচ্ছে ৪৭৪-৪৮৭ হিঃ।

(২) মাশরিকী কারাখানী (পূর্বাঞ্চল) ঃ খাকান হাসান ৪৮৭-৪৯৫ হিঃ। প্রাচীনতম জীবনীকার ইবন ফাদলুল্লাহ আল-উমারী শাসকদের নামসমূহ সবিস্তার লিখেননি। ইবন কুতলুবুগা তদীয় তাজুত তারাজিম গ্রন্থে লিখেন, আল্লামা সারাখসী (র) কারামুক্ত হওয়ার পর মারগীনান শহরে আমীর হাসানের অতিথেয়তা লাভ করেন এবং সেখানেই শারহুস সিয়ারিল কাবীর' এর অবশিষ্ট অধ্যায়গুলোর রচনাকর্ম সম্পন্ন করেন। আল্লামা সারাখসী (র) 'শারহুস সিরায়ির কাবীর এর উপসংহারে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন ঃ উযজানদের কারাগার হতে মুক্তি লাভের পর তিনি দশ দিনের পথ অতিক্রম করে মারাগীনানে চলে যান এবং সেখানেই ইমাম সাইফুদ্দীন ইবরাহীম ইবন ইসহাক (র) এর ঘরে অতিথেয়তা গ্রহণ করেন এবং সেখানেই তদীয় গ্রন্থের রচনাকর্ম শ্রুতিলিপিকারদের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। সেকালের জীবনীকারগণ আল্লামা সারাখসী (র) এর বন্দীত্বের কোন কারণ উল্লেখ করেননি। ঐ যুগে শরী'আত সম্মত রাজস্ব ছাড়াও প্রায়ই নতুন নতুন করারোপ করা হতো। সম্ভব অন্যান্য কর প্রদান বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বের অপরাধে তাঁকে বন্দী ও দেশান্তরিত করা হয়েছিল।

ইবন ফাদলুল্লাহ উমারী (র) একটি অন্ধকূপে তাঁর বন্দী থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন, কূপের প্রাচীর শীর্ষে শিক্ষার্থীগণ সমবেত হতেন এবং উস্তাদের Dictation (নির্দেশনা) অনুযায়ী তারা লিখে রাখতেন। বলাবাহুল্য কোন গ্রন্থ বা লিখিত স্মারক ব্যতীত কেবল স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করেই তিনি Dictation দিতেন এবং শিক্ষার্থীগণ তা-ই হুবহু লিখে রাখতেন। সম্ভবত ক্রমে ক্রমে তাঁর বন্দীত্ব শিথিল হয়ে আসে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এর কিতাব তখন শিক্ষার্থীগণ হাতে করে নিয়ে আসতেন। তারা তা পাঠ করতেন আর উস্তাদ তার ব্যাখ্যা দিতেন। আর তারা সাথে সাথে লিখে নিতেন।

তাঁর বন্দীত্বের আমলে তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত কেউ কেউ তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করেন যে, শায়খ যেন শিক্ষা দানের মাধ্যমে কালাতিপাত করতে পারেন। তিনি স্বয়ং তা বিবৃত করে লিখেন, ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী (র) প্রণীত কিতাব 'আল-আসল' ( ) এর যে সংক্ষিপ্তসার 'আল-কাফী' ( ) নামে মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-হাকিম আল-মাওয়াযী (র) প্রণয়ন করেন। তিনি তাঁর ভাষ্য লেখার ইচ্ছা

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘকাল ধরে পোষণ করে আসছিলেন। এ সুযোগে তিনি সে কাজটি সম্পন্ন করেন। পরিতাপের বিষয়, ভূমিকায় কোন তারিখের উল্লেখ নেই। তবে এরপর তিনি লিখেন, কিতাবুল মা'আকিল (২৭ খ. বিশিষ্ট)-এর সূচনা বুধবার ১লা রবিউল আওয়াল, ৪৬৬ হিঃ/১০৭২ খ্রিঃ এবং কিতাবুর রিদা-এর সূচনা বৃহস্পতিবার, ১২ জুমাদাল আখিরা, ৪৭৭ হিঃ/১০৮৪ খ্রিঃ। একখানা ব্যতীত অবশিষ্ট পান্ডুলিপির কপিতে সর্বশেষ তারিখ ৪৯৭ হিঃ/১১০৩ খ্রিঃ লিখিত আছে কিন্তু এতে একটি জটিলতা আছে। আল-মাবসূত-এর সপ্তবিংশতিতম খন্ড যদি ৪৬৬ হিঃ/১০৭২ খ্রিঃ শুরু হয় এবং ত্রিশতম খন্ড ৪৭৭ বা ৪৯৭ হিঃ/ ১১০৩ খ্রিঃ শেষ হয়ে থাকে অর্থাৎ তিনটি খন্ডেই যদি ১১ বা ১৩ বছর লেগে থাকে, তবে ত্রিশটি খন্ড শেষ করতে ১২০ বা ১৩০ বছর লেগে যাবার কথা যা অবিশ্বাস্য। 'কিতাবু উসূলিল ফিক্হ ( ) এর শুরুতে লিখিত রয়েছে যে, উক্ত রচনাকর্ম ৪৯৭ হিঃ/১১০৩ সনে শুরু হয়েছে। আর 'শারহুস সিয়ারিল কাবীর' ( ) এর উপসংহারে লিখিত আছে যে, যখন ৬/৭ খন্ড শেষ হয়ে যায় তখন ২০ রবীউল আওয়াল, রোজ শুক্রবার ৪৮০ হিঃ/১০৮৭ খ্রিঃ কারামুক্ত হন।

অতঃপর মারগীনানে পৌঁছে পুনর্বার প্রতিলিপির মাধ্যমে কিতাব লিখানোর কাজ শুরু করা হয় ২৪ রবীউল আখিরা, ৪৮০ হিঃ/১০৮৭ খ্রিঃ এবং অবশিষ্ট অংশ দশ দিনে ৪৮০ হিঃ/১০৮৭ সনের ৩ জমাদাল উলা, রোজ শুক্রবার সম্পন্ন করা হয়। যদি প্রতিদিন Dictation প্রদানের গড় পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০ হয়, তবে আল্-মাবসূত-এর ২৭ হতে ৩০তম খন্ড পর্যন্ত ৭৮৩ পৃষ্ঠা রচনায় ১১/১৩ বছর ব্যয়িত হয়েছে। এ দাবি ধোপে টিকে না।

তিনি বলেন, আমি দু'বছর বন্দী ছিলাম। মুক্তি লাভের তিন বছর পর ৪৮৩ হিঃ/১০৯০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

বন্দী অবস্থা হতে মুক্তি লাভের কারণও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। দেশের ফকীহ ও শাসকবর্গের মধ্যে তখনকার যুগে খুব একটা সম্ভাব ছিল না। ফকীহগণ সালজূক শাসক মালিক শাহকে আমন্ত্রণ জানান। ফলে মালিক শাহ গোটা এলাকা দখল করে নেন। তাঁর উযজান্দ অধিকারের সনটি ৪৮৩ হিঃ/১০৯০ খ্রিঃ বলা হয়ে থাকে। ৪৮০ হিঃ/১০৮৭ সনে তাঁর মুক্তি লাভের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ যেন আলিম সমাজের প্রশাসনের একটি কৌশলপূর্ণ উদ্যোগ ছিল। আল-মাবসূত প্রণয়নকালে আল্লামা সারাখসী (র) স্থানে স্থানে তাঁর মনোবেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন।

নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাঁর উক্ত বর্ণনাসমূহ হতে তাঁর ঈমান, তাকওয়া, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে জানা যায়। ফিকহী বিধি বিধানে সর্বদাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিফলন

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে থাকে। আল্লামা সারাখসী (র) তাঁর রচনাবলীর স্থানে স্থানে সমকালীন যুগ ও পারিপার্শ্বিকতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কিতাবসমূহের স্থানে স্থানে ফার্সী বাক্যের প্রয়োগ তাঁর ফার্সী ভাষা জ্ঞানের পরিচয়বহ। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় স্বরূপ উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিনি তদীয় 'শারহস সিয়ারিল কাবীর' (১খ., ২০১ অথবা পরিচ্ছেদ ৪০৩)-এ হুদায়বিয়ার সন্ধির বিশ্লেষণ করেছেন যে, যেহেতু মক্কাবাসী ও খায়বারবাসীর মধ্যে চুক্তি ছিল, মুসলমানগণ তাদের যে কোন এক পক্ষের উপর হামলা করলে অপর পক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে, এজন্য মহানবী (সা) নামমাত্র শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করতে সম্মত হয়ে তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে বাধ্য করেন।

একজন ফিক্হবিদ হিসেবে তাঁর এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় যা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কিতাবের ব্যাখ্যাকারীর জন্য অপরিহার্য বটে। যে মাসআলা তিনি বর্ণনা করতেন তার প্রমাণও তিনি পেশ করতেন। আল-মাবসূতই হোক আর শারহুস সিয়ারিল কাবীরই হোক প্রতি পদে পদে পাঠক তা অবলোকন করে থাকেন। Encyclopaedia of Islam, লাইডেন ১ম সংস্করণ এর Heffening তাঁর জীবন চরিত আলোচনায় একাধিক ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তিনি হালওয়ানীকে হুলওয়ানী লিখেছেন। বংশ তালিকা রচনায় মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবী সাহল বলেছেন, আমীর হাসান ও খাকান হাসান এর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন যে, তাঁর বন্দীত্বের কারণ সম্পর্কে লিখেছেন যে, একটি ফিক্হী মাসআলায় খাকানের মর্জি বিরোধী তাঁর ফতোওয়া দানই ছিল এর কারণ অথচ তাঁর সকল জীবনীকারই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এ ছিল তাঁর মুক্তির পরবর্তীকালের ঘটনা এবং এর সম্পর্ক ছিল প্রাদেশিক শাসক অর্থাৎ মারগীনামের গভর্নরের সাথে, যিনি ক্ষুব্ধ হওয়ার পরিবর্তে তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। তিনি ৪৮৪ হিঃ/ সনে ইনতিকাল করেন।[৮]

(৩) ইমাম বুরহানুদ্দীন আল-ফারগানানী ঃ হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের দুটি পরিবারের নাম আল-মারগীনানী। তাঁদের জন্মস্থান ফারগানা প্রদেশের অন্তর্গত মারগীনান নামক শহরের সাথে

---

৮. আবদুল হায়্যি লাখনাবী ঃ মুকাদ্দামাতুল হিদায়া, পৃ. ১৫; সালাহুদ্দীন আল-মুনাজ্জিদ, মুকাদ্দামাতুশ শারহিস সিয়ারিল কাবীর কায়রো; শিহাবুদ্দীন আল-মারজানী, আরাফাতুল ওয়াকীন ফী গুরাফাতিল খাওয়াকীন, কাযান, পৃ. ২৭; আবুল ওয়াফা আল-কুরাশী, আল-জাওয়াহিরুল মদিয়্যা, ২খ., পৃ. ২৮; আত-তামীমী আলগাযযী, আত-তাবাকাতুস সুন্নিয়্যা, বনী জামি গ্রন্থাগার, ইস্তাম্বুল, পাণ্ড। (সূত্র ইসলামী বিশ্বকোষ, (ইঃ ফাঃ বাঃ প্রকাশকাল ঃ আগষ্ট ১৯৯৮) ২৪ খন্ড, পৃ. ৬০৮। গ্রন্থগুলো স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলোতে দুষ্প্রাপ্য বিধায় ইসলামী বিশ্বকোষের সাহায্য নেয়া হয়েছে)।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কযুক্ত। উক্ত শহর বর্তমান সায়হূন নদের দক্ষিণে অবস্থিত। বস্তুতই মারগীনান শহরই উক্ত পরিবারদ্বয়ের কর্মতৎপরতার কেন্দ্র ছিল।

মারগীনানী ফকীগণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বাক্‌র ইবন আবদুর জলীল ইবন খলীল ইবন আবূ বাক্‌র আল-ফারগানী আল-মারগীনানী। তিনি হানাফী মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিদায়া' এর প্রণেতা ছিলেন। তিনি ৫১১ হিঃ/১১১৭ সনে জন্ম গ্রহণ করেন (আল-লাখনাবী ঃ মুকাদ্দামাতুল হিদায়া, পৃ. ২) কারো কারো মতে, তিনি ৫৩০ হিঃ/১১৩৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন (আয-যারকানী ঃ আল-কালাম, ৫খ., পৃ. ৭৩)। তিনি দেশ থেকে দেশান্তর ভ্রমণ করে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা ব্যপদেশে দেশ ভ্রমণ করতে করতে তিনি ৫৪৪ হিঃ/১১৪৯ সনে পবিত্র মক্‌কা ও মদীনা যিয়ারত এবং পবিত্র হজ্জব্রত পালনের পরম সৌভাগ্য লাভ করেন।

আল-মারগীনানী (র)-এর বিশেষ বিশেষ উস্তাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(১) নাজমুদ্দীন আবূ হাফ্‌স উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আন-নাসাফী (মৃ. ৫৩৭ হিঃ/১১৪০১-৪২ খ্রিঃ)। তিনি আকাঈদ বিষয়ে 'আকাঈদুন নাসাফী ( ) নামক একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। আল্লামা আত-তাফতাযানী (র) উক্ত গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছেন।

(২) আস-সাদরুশ শহীদ হুসামুদ্দীন উমার ইবন আবদুল আযীয ইবন উমার মাযযা (মৃ. ৫৩৬ হিঃ/১১৪১-২ খ্রিঃ)।

(৩) আবূ আমর উছমান ইবন আলী আল-বায়কান্দী (মৃ. ৫৫২ হিঃ/১১৫৭ খ্রিঃ)। তিনি আল্লামা সারাখসী (র) এর ছাত্র ছিলেন।

(৪) হিদায়া প্রণেতা আর-মারগীনানী (র) ইমাম তিরমিযী (র) সংকলিত জামিউস সুনান হাদীছ গ্রন্থখানি যিয়াউদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ সাঈদ ইবন আস'আদ-এর তত্ত্বাবধানে থেকে অধ্যয়ন করেন। উক্ত যিয়াউদ্দীনের হাদীস অধ্যয়নের সনদসমূহ আল-কারশী ১খ., পৃ. ২৫১, ক্রমিক সংখ্যা ৬৭৯-তে লিপিবদ্ধ আছে।

(৫) আবুল মাহাসিন আল-হাসান ইবন আলী ইবন আবদুল আযীয ইবন আবদুর রায্‌যাক আল-মারগীনানী (আল-কারশী, ১খ., ১৯৮, ক্রমিক সংখ্যা ৪৮৭)।

(৬) বাহাউদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-আসবীজানী (মৃ. ৫৩৫ হিঃহ/১১৪০)।

(৭) যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন আন-নাবদীনাজী। তিনি আলাউদ্দীন সামারকান্দীর ছাত্র ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) কিওয়ামুদ্দীন আহমাদ ইবন আবদুর রশীদ আল-বুখারী আল-মারগীনানী নিজেও সে যুগের প্রচলিত প্রথা মুতাবিক নিজের শিক্ষা লাভ ও ছাত্র জীবনের বিশদ বিবরণ লিখে গেছেন। কিন্তু মনে হয়, তাঁর উক্ত রচনা কালের করাল গ্রাস হতে রক্ষা পায়নি। আল-মারগীনানী (র) পান্ডিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর উস্তাদগণকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজ শহরে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। তিনি সেখানেই১৪ যুল-হিজ্জা, ৫৯৩ হিঃ/১১৯৭ সনে রোজ মঙ্গলবার রাতে ইনতিকাল করেন। তাঁর মাযার সামারকান্দ শহরের এমন একটি কবরস্থানের নিকটে অবস্থিত যেখানে মুহাম্মাদ নামক ন্যূনাধিক চারশত লেখক পন্ডিত মুসলিম মনীষী সমাহিত রয়েছেন (লাখনাবী, মুকাদ্দমাতুল-হিদায়া)।

আল-মারগীনানী কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহের নাম জানা যায়। এসব গ্রন্থের কতগুলো গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রয়েছে এবং কতগুলো গ্রন্থের নাম ও উদ্ধৃত্তি বিভিন্ন জ্ঞানালোচনা মূলক গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। (১) নাশরুল মাযহাব (আল-কারশী, লাখনাবী, হাজ্জী খলীফা রচিত ইতিহাস গ্রন্থে ক্রমিক সংখ্যা ১৩৭৯০, সম্ভবত ভুলক্রমে উক্ত গ্রন্থের নাম নাশরুল মাযহাবের স্থলে নাশরুল মাসাহিব বলে উল্লিখিত হয়েছে)। (২) কিতাবুল মানাসিক হাজ্জ (আল-কারশী, লাখনাবী, হাজ্জী খলীফা, ১২৯৪৩, লিপি ১৮৩০)। (৩) কিতাবুন ফিল ফারাঈদ (আল-কারশী, লাখনাবী)। এটি 'ফারাঈদুল উছমানী' নামে পরিচিত (হাজ্জী খলীফা, ক্রমিক সংখ্যা ৮৯৮৯১)। গ্রন্থখানা মূলতঃ শায়খ উছমানী কর্তৃক রচিত হয়েছিল। আল-মারগীনানী (র) এর সাথে কিছু মূল্যবান বিষয় সংযোজন করেছিলেন (কাশফুয যুনূন, লিপি ১২৫০, ১২৫১)। (৪) ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (র) রচিত আল-জামিউল কাবীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ (হাজ্জী খলীফা, ২খ., ৫৬৭)। উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) উক্ত গ্রন্থখানা আহকামু সিয়ার নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যায় রচনা করেছেন। (৫) আল-মারগীনানী (র) কর্তৃক বৃহত্তম হচ্ছে তাখলীসু কিতাবি বিদায়াতিল মুবতাদী (Brocket mann কর্তৃক সংকলিত পাণ্ডুলিপি সমূহের অন্তর্ভুক্ত)। প্রকৃত পক্ষে উপরিউক্ত গ্রন্থটি আল-কুদরী (র) কর্তৃক রচিত মুখতাসার এবং ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (র) কর্তৃক রচিত আল-জামিউস সগীর গ্রন্থদ্বয়ের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। এতে শেষোক্ত গ্রন্থের বিন্যাস পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। আল-মারগীনানী নিজেই কিফায়াতুল মুনতাহা নামে উক্ত বিদায়াতুল মুবতাদী গ্রন্থের একখানা বিরাট ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থখানা ৮ খন্ডে সমাপ্ত। (৬) মুখতাসারুল ফাতাওয়া চার ক্রমিক সংখ্যায় ও পাঁচ ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় হতে স্বতন্ত্র (হাজ্জী খলীফা, কাশুফুয যুনূন, কিতাব ১৬২২; কাহ্হালা ঃ মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৭খ., ৪৫, আল-কালাম, ৪খ.,

Dhaka University Institutional Repository

৭৩)। (৭) মুনতাকিল ফুরূ (কাশফুয যুনূন, কিতাব ১৮৫২; আল-বাগদাদী, হিদায়াতুল আরিফীন, কিতাব ৭০২)।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানীর সন্তান-সন্ততি ও ছাত্রদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ (১) আবূ বাক্‌র ইমাদুদ্দীন আল-ফারগানী (লাখনাবী ঃ আল-ফাওয়াইদ, পৃ. ১৪৬)। (২) উমার নিযামুদ্দীন আল-ফারগানী। তিনি দু খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে কথিত আছে। যথা ঃ (ক) ফাওয়াঈদ (হাজ্জী খলীফা ঃ ক্রমিক সংখ্যা ৯৩০৫)। (খ) জাওয়াহিরুর ফিক্‌হ। লেখক উক্ত গ্রন্থখানা ইমাম তাহাবী (র) রচিত মুখতাসার নামক গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যে রচনা করেছেন (হাজ্জী খলীফা ঃ ৪২৯১ সংখ্যা)। (গ) মুহাম্মাদ আবুল ফাত্‌হ জালালুদ্দীন আল-ফারগানী (দ্র. কুতলুবুগা, পৃ. ১৩৭)। (ঘ) আবুল ফাত্‌হ যায়নুদ্দীন আবদুর রহীম ইবন আবী বাক্‌র ইমাদুদ্দীন ইবন আলী বুরহানুদ্দীন ইবন আবী বাক্‌র ইবন আবদিল জলীল আল-ফারগানী আল-মারগীনানী। ইনি ইতঃপূর্বে দুই ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত ব্যক্তির পুত্র এবং এক ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত ব্যক্তির পৌত্র ছিলেন। তিনি দেওয়ানী মামলাসমূহে নিয়ম-কানূন বিষয়ে 'কিতাবু ফুসূলিল ইমাদিয়া' নামক একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের রচনা কার্য শা'বান ৬৫১ হিঃ/অক্টোরব ১২৫৩ খ্রিঃ সামারকান্দ শহরে সমাপ্ত হয় (হাজ্জী খলীফা ঃ ৯০৯৪ সংখ্যা; লাখনাবী, পৃ. ৯৩)।

হানাফী ফকীহগণের অপর একটি আল-মারগীনানী পরিবার আবদুল আযীয ইবন আবদুর রায্‌যাক ইবন নাস্‌র ইবন জাফর ইবন সুলায়মান আল-মারগীনানী হতে শুরু হয়। আবদুল আযীয ৬৮ বছর বয়সে মারগীনানে ৪৭৭ হিঃ/১০৮৪-৮৫ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁর ছয়পুত্র মুফতী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবুল হাসান যহীরুদ্দীন আলী (মৃ. ৫০৬ হিঃ/১১১২-১৩ খ্রিঃ)-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর এক পুত্র তথা ছাত্রের নাম ছিল যহীরুদ্দন আল-হাসান ইবন আলী আবুল মাহাসিন। আলোচ্য যহীরুদ্দীন বিখ্যাত ফিক্‌হবিদ ফাখরুদ্দীন কাযী খান (মৃ. ৫৯২ হিঃ/১১৯৬ খ্রিঃ) ও বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানীর উস্তাদ ছিলেন (আস-সামআনী ঃ কিতাবুল আনসাব পৃ. ৫২২ক)।

আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী 'সাহিবে হিদায়া' সমধিক পরিচিত। তিনি স্বীয় গভীর পান্ডিত্য ও ফিক্‌হশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতার কারণে হানাফী মাযহাবের পরবর্তী যুগীয় আলিমগণের মধ্যে 'ইমাম' এর মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রে এরূপ একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিদায়া' তাঁকে এতটুকুন স্মরণীয় করে রেখেছে যে, তিনি গণমানুষের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে নামে যতটা না পরিচিতি তার চেয়ে হিদায়া গ্রন্থের লেখক হিসেবে সমধিক প্রসদ্ধি। আল-মারগীনানী একাধারে কুরআন মাজীদের হাফিয, তাফসীর বিশারদ, মুহাদ্দিছ, ফকীহ, গবেষক, সাহিত্যিক, কবি, উচুঁ স্তরের মূলনীতি শাস্ত্র বিশারদ ও পন্ডিত ছিলেন। তিনি মুত্তাকী ও ইবাদত গুযার ছিলেন। তবে তাঁর বিশ্বব্যাপী খ্যাতির মূলে রয়েছে ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি। 'হিদায়া' গ্রন্থখানা রচিত হবার পর আনুমানিক ৮০০ বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব সভ্যতায় এর আবেদন চির অম্লান রয়েছে এবং থাকবে জগৎবিলয় না হওয়া পর্যন্ত। এটি শত শত বছর ধরে দীনী মাদ্রাসাসমূহের উচ্চ শ্রেণীতে অধিত হয়ে আসছে। এ গ্রন্থখানা রচনার কাজ ৫৭৩ হিঃ/১১৭৭ সনের রোজ বুধবার যুহরের সময় শুরু হয় এবং রচনা কাজ শেষ করতে ১৩ বছর লেগে যায়। এ দীর্ঘ সময় তিনি অবিরাম ভাবে রোয়া রাখেন (হাজ্জী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, কিতাব ২০৩১-২০৩২; আল-লাখনাবী ; মুকাদ্দামাতুল হিদায়া, পৃ. ৩)।

হিদায়া গ্রন্থখানা চারখন্ডে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম দুই খন্ড হিদায়া আওয়ালায়ন নামে এবং শেষে দুই খন্ড হিদায়া আখিরায়ন নামে পরিচিত। এতে ৫৭টি অধ্যায় স্থান পেয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে আবার আলোচ্য বিষয়াবলীর পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ এবং পরিচ্ছেদে বিভক্ত রয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থখানা রচিত হবার পর সর্বপ্রথম শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইবন আবদুস সাত্তার আল-কুরদারী (র) আল-মারগীনানী (র) এর নিকট দারস গ্রহণ করেন (সা'দী ; আল-আনায়া গ্রন্থের টীকা)।

আল-মারগীনানী (র) তাঁর হিদায়া গ্রন্থের মূলপাঠ থেকে প্রতিটি মাসআলার আলোচনা শুরু করেন। অতঃপর ব্যাখ্যায় তিনি বিভিন্ন ইমামের অভিমত ও রায়ের সপক্ষে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আল-মারগীনানী হিদায়া গ্রন্থের সর্বশেষে যে মত ও রায় উল্লেখ করেন তা সাধারণত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এর অভিমত। যদি পরিবর্তিত রূপ দেখা যায় যে, প্রথমে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এর অভিমত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর অভিমত উল্লেখিত হয়েছে তবে বুঝতে হবে, তিনি অধিক বিশুদ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন (আল-নিহায়া ঃ কিতাবু আদাবিল কাযী; কাতহুল কাদীর; কিতাবুস সারফ; কাশফুয যূনূন. কিতাব ২০৩১-২০৩২)।

হিদায়া গ্রন্থের কোথাও কোথাও আল-মারগীনানী (র) (আমাদের শায়খগণ বলেছেন) লিখেছেন। ইনায়া গ্রন্থকারের মতে, 'আমাদের মাশাইখ' দ্বারা আল-মারগীনানী (র) মা ওয়ারাউন নাহার (বর্তমান ট্রান্স অক্সিয়ানা) বুখারা ও সামারকান্দ এর আলিম ও ফকীহগণকে বুঝিয়েছেন। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের লেখকের মতে. (আমাদের অঞ্চলের) শব্দসমষ্টি দ্বারাও একই কথা বুঝিয়েছেন। আল্লামা কাসিম (র) এর

Dhaka University Institutional Repository

মতে, 'মাশাইখ' বলতে আল-মারগীনানী (র) হানাফী মাযহাবে সে সকল আলিম ও ফকীহগণকে বুঝিয়েছেন যারা ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দর্শন লাভ করেননি (মুহাম্মাদ আবদুল হায়্যি ঃ মকাদ্দমাতুল হিদায়া, পৃ. ৩)। আল-মারগীনানী (র) স্বীয় গ্রন্থের কোন স্থানের আয়াতের প্রতি ইংগিত করলে ما تلونا এবং হাদীছের প্রতি ইংগিত করলে بما روينا বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণকে পুনঃ পেশ করতে চাইলে بما ذكرنا বলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যে মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে সেক্ষেত্রে আল-মারগীনানী (র) قالوا (ফকীহগণ বলেছেন) বলে উল্লেখ করেন। পক্ষান্তরে যে সব মাসআলায় সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে সে ক্ষেত্রে বা তদনুরূপ শব্দ ব্যবহার ব্যতিকেই শুধু মাসআলা বিষয়ক অভিমত বর্ণনা করেন (মুকাদ্দমাতুল হিদায়া ঃ পৃ. ৪; আল-নিহায়া কিতাবুল গাস্‌ব)। আল-মারগীনানী (র) কখনও কখনও কোন উহ্য প্রশ্নের ও উত্তর দিয়ে থাকেন। তবে যে স্থানে তিনি "প্রশ্ন ও উত্তর" কথাটি উল্লেখ না করে বরং তিনি শুধু প্রশ্নে উত্তর দিয়ে থাকেন। অবশ্য পাঠক নিজ সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে আল-মারগীনানী (র) এর বর্ণনা ভঙ্গি দ্বারা বুঝে নিতে সক্ষম হন যে, লেখক এস্থানে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন (মুকাদ্দমাতুল হিদায়া:পৃ-৪)।

হিদায়া গ্রন্থে নিম্ন বর্ণিত বিষয় স্থান পেয়েছে। (ক) হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছসমূহ ও সাহাবাগণের বাণী ও কার্যাবলীর বিবরণ হাদীছ গ্রন্থাবলী হতে সনদ বর্ণনা করা, (খ) ব্যাখ্যা, (গ) টীকা, (ঘ) সারসংক্ষেপ রচনা, (ঙ) দলীল-প্রমাণের বর্ণনা ব্যতিরেকে শুধু হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত মাসআলাসমূহের বর্ণনা, (চ) হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত মাসআলাসমূহও দলীল প্রমাণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তি-প্রমাণসমূহের খন্ডন, (ছ) পরিশিষ্টসমূহ, (জ) পরিচয় মূলক ভূমিকাসমূহ, (ঝ) বিভিন্ন অংশের খন্ডিত ব্যাখ্যা রচনা।

হিদায়ার ভাষ্য গ্রন্থাবলীর মধ্য হতে যে সব গ্রন্থের নাম জানা গেছে তার কয়েকটির বিবরণ দেয়া হলো ঃ

(ক) হামীদুদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আদ-দারীর আল-বুখারী (মৃ. ৬৬৭ হিঃ/১২৬৮ সন), আল-ফাওয়াঈদ (গ্রন্থখানা দুই খন্ডে সমাপ্ত)। (খ) তাজুশ শারী'আ ঃ উমার ইবন তাজুশ শারী'আ আল-আওয়াল উবায়দুল্লাহ আল-মাহযূবী আল-হানাফী (মৃ. ৬৭২ হিঃ/ ১৭৩ সন), নিহায়াতুল কিফায়া ফী দিরায়াতিল হিদায়া। (গ) কিওয়ামুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বুখারী আছ-ছাকাফী (মৃ. ৭৪৯ হিঃ/১৩৪৮ সন), মিরাজুদ দিরায়া ইলা শারহিল হিদায়া। এর রচনা কার্য ১১ মুহাররম ৭৪৫ হিঃ/১৩৪৪ সনে সমাপ্ত হয়। (ঘ) আস-সায়্যিদ জালালুদ্দীন আল-কিরমানী (মৃ. ৭৬৭ হিঃ/১৩৬৫ সন), আল-কিফায়া ফী শারহিল হিদায়া। (ঙ) কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ আস-সীওয়াসী আল-হানাফী (মৃ.

Dhaka University Institutional Repository

৮৬১ হিঃ/১৪৫৬ সন)। ইনি 'ইবনুল হুমাম' নামে সমধিক পরিচিত। ফাতহুল কাদীর। এ ভাষ্য গ্রন্থখানা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (র) দুই খন্ডে সমাপ্ত-এ গ্রন্থখানির টীকা রচনা করেছেন। ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ আল-হালাবী (র) (মৃ. ৯৫৬ হিঃ/১৫৪৯ সন) এর সারসংক্ষেপ রচনা করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের শেষ ফকীহগণের মধ্য হতে মাওলানা আহমাদ রিযা খান বেরেলাবী (র) ও উক্ত গ্রন্থের অত্যন্ত গবেষণামূলক ও বিশদ টীকা রচনা করেছেন। (চ) সিরাজুদ্দীন ইবন উমার ইবন ইসহাক আল-গাযনাবী আল-হিন্দী (মৃ. ৭৭৩ হিঃ/১৩৭১ সন), আত-তাওশীহ। (ছ) আলাউদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-খালাতী (মৃ. ৭০৭ হিঃ/১৩০৭ সন) ঃ শারহুল হিদায়া। (জ) কাযী বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবন আহমাদ (মৃ. ৭৫৫ হিঃ/১৩৭৩ সন)। ইনি 'আল-আয়নী' নামে সমধিক পরিচিত ঃ আল-বিনায়া (একাধিক খন্ডে সমাপ্ত)-এর রচনা কার্য ১০ মুহাররম ৭০৫ হিঃ/১৩০৫ সনে সমাপ্ত হয়। (ঝ) শায়খ আলী ইবন মুহাম্মাদ (মৃ. ৮৭৫ হিঃ/১৪৭০ সন) ঃ শারহুল হিদায়া। গ্রন্থখানি নাতিদীর্ঘ। তবে ভূমিকার ব্যাখ্যা বেশ দীর্ঘ। (ঞ) কাযী আবদুর রহীম ইবন আলী আল-আমাদী ঃ যুবদাতুদ দিরায়া। (ত) আস-সায়্যিদ আশ-শারফী আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী (মৃ. ৮১৬ হিঃ/১৪১৩ সন) ঃ শারহুল হিদায়া (থ) সা'দুদ্দীন আত-তাফতাখানী: শারহুল হিদায়া। ইস্তা'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরফুদ্দীন 'কাশফুয যুনূন' গ্রন্থে সংযোজিত তার দামীমায় উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। (দ) নাযমুদ্দীন ইবরাহীম ইবন আলী আত-তারসুসী আল-হানাফী (মৃ.৭৫৭হঃ/১৩৫৬ সন): শারহুল হিদায়া (৫খণ্ডে সমাপ্ত)। (ধ) শায়খ হামীদুদ্দীন মুখরিস ইবন আবদুল্লাহ আল-হিন্দী আদ-দিহ্লাবী ঃ শারহুল হিদায়া (অসামপ্ত)। (ণ) তাজুদ্দীন আহমাদ ইবন উছমান ইবন ইবরাহীম আল-মারুদীনী আত-তুরকুমানী আল-মিসরী আল-হানাফী (মৃ. ৭৪৪-৭৪৫ হিঃ/১৩৪৩ সন) ঃ শারহুল হিদায়। এতে হিদায়া গ্রন্থের টীকাসমূহ, সারসংক্ষেপ গ্রন্থাবলী ও পরিশিষ্টসমূহ স্থান পেয়েছে। (উমার বিয়া কাহ্হালা ঃ মুজামুল মুআল্লিফীন), দিমাশ্ক ১৩৭৮ হিঃ/১৯৬৯ সন ৭খ., পৃ. ৪৫; আবদুল হায়্যি লাখনাবী ঃ আল-ফাওয়াঈদুল বাহিয়্যা ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যা, কায়রো, পৃ. ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৮২, আয-যাহাবী: সিয়ারু 'আলামিন নুবালা, কায়েরো, ১৩খ., পৃ. ৫৩; ইবন কুতলূবুগা ঃ তাজুত তারাজিম, কায়েরো, পৃ. ৩১, ১৩৭৭, হাজ্জী খলীফা: কাশফুয যুনূন, পৃ. ২২৭, ২২৮, ৩৫২, ৩৫৩, ৫৬৭, ৫৬৯, ১২৫০, ১২৫১, ১৬২২, ১৬৬০, ১৮৩০. ১৮৫২, ১৯৫৩, ২০৩২ (৪২৯১ সংখ্যা, ৯৩০৫ সংখ্যা, আস-সামআনী: কিতাবুল আনসাব, কায়রো, পৃ. ৫২)।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) সিরাজুদ্দীন আবূ তাহির ইবন আবদুর রশীদ আস-সাজানদী। তিনি ষষ্ঠ হিজীর শতকের একজন খ্যাতিমান ফিক্হবিদ। তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমুহের মধ্যে 'আল-ফারাদ আস-সিরাজিয়্যা অন্যতম। ১২১৪ হিঃ/১৭৯৯ খ্রিঃ এটি লন্ডন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কোলকাতা থেকে ফার্সী ভাষায় ১২৬০ হিঃ/১৮৪৪ সনে প্রকাশিত হয়েছে। এদেশে মুদ্রিত হয়েছে ১২২৬ হিঃ/১৮১১ খ্রিঃ। এছাড়াও অপরাপর নুসখার সন্ধান পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অনেক মনীষী এ সময়ে অনেক ফিক্হ গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁদের সবার নাম আলোচনায় আনা জরুরী মনে হয়নি বিধায় আমরা কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট ফিক্হবিদের নাম পেশ করলামঃ

সাদরুশ শহীদ, ইমাম যাদাহ, আবূ ইসহাক সীরাজী, আবূ বাক্র আশ-শাশী, ইবনুদ দাহ্হান, সায়ফুদ্দীন আল-আমাদী এবং মাজদুদ্দীন ইবন তাইমিয়া। ইনি হলেন ইমাম তাইমিয়া তকী উদ্দীন (র) এর পিতামহ।

কয়েকজন বিশিষ্ট কারী

ইবনুল আছীর–আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ এর সময়কার কয়েকজন বিশিষ্ট কারীর নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ

(ক) আবুল কাসিম আর-রুয়ায়নী আশ-শাতিবী (র) এবং (খ) ইলমুদ্দীন আস-সাখাবী (র) অন্যতম।

বিশিষ্ট সূফীবৃন্দঃ-

ইবনুল আছীর–আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ এর সময় বেশ কিছু সংখ্যক সূফীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের দশজন অন্যতম। তাঁদের প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তবে এখানে তা উল্লেখের অবকাশ নেই। আমরা এখানে কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে প্রায়াস পাব। যথা ঃ

আবদুল কারীম আল-কুশায়রী, আবদুল্লাহ আল-আনসারী আল-হারবী, তাজুল ইসলাম আল-কা'বী, আদী ইবন মানসূর আল-জীলী, আবদুল কাদির আস-সুহরাওয়ার্দী, আবূ মিহজান আল-আনসারী, আবদুল মুমিন আল-জীলানী, আবুল হাসান আশ-শাযিলী এবং সাদরুদ্দীন আল-কাওনবী ( )।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেয়া হলো ঃ

(১) আর-রিসালাতুল কুশায়রী ফিত তাসাউফ ঃ আল্লামা কুশায়রী (র) প্রণীত। এটি বেশ ক'বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

(২) তারাজিমুস সূফিয়্যা লিল-হারুবী। এটি ৪৫১ হিঃ/১০৫৯ খ্রিঃ কোলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

(৩) কা'বী (র) প্রণীত মানবিরুল আবরার। এর একটি নুসখা দারুল কুতুব মিসরিয়ায় সংরক্ষিত আছে।

আব্বাসীয় যুগে কয়েকজন শিয়াপন্থী যায়দিয়া আলিমের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের অন্যতম হচ্ছে আন-নাতিক বিল হাক্ক (মৃ. ৪২৪ হিঃ/১০৩২ সন)। যায়দ ইবন আহ্মাদ আল-উনসী (মৃ. ৬০০ হিঃ/১২০৩ খ্রিঃ) ও আবদুল্লাহ। শিয়া মাযহাবের উপর লিখিত তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। অনুরূপ আবুল হাসান আর-রাসাস এবং ইমাম আল-মানসূর বিল্লাহ আবদুল্লাহ ইবন হামযা ইবন সুলায়মান (মৃ. ৫১৪ হিঃ/১২১৭ সন) রয়েছেন। তিনি একজন স্বনামধন্য কবিও ছিলেন।

এ ছাড়াও আমরা শিয়া মাযহাবভুক্ত ইমামিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান পাই। তাঁদের অন্যতম হলেন, আবূ জা'ফর আত-তূসী (মৃ. ৪৫৯ হিঃ/১০৬৬ সন) বাগদাদী। তিনি ইমামিয়া মাযহাবের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। যথা–কিতাবুল ইসতিববার (পারস্যে) ইরানে তিন খন্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

রাযিউদ্দীন আত-তিবরিসী (মৃ. ৫৪৮ হিঃ/১১৫৩ সন)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম মাজমাউল বায়ান লি উলূমিল কুরআন ( )। ৭০৪ হিঃ/১৩০৪ খ্রিঃ এটি দুই খন্ডে ইরান থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

জুরজী যায়দান ঃ তারীখু আদাবিল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, (মানসুরাত দারু মাকতাবাল হায়াহ, বৈরূত, লেবানন), ২খ., পৃ. ১০৬-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

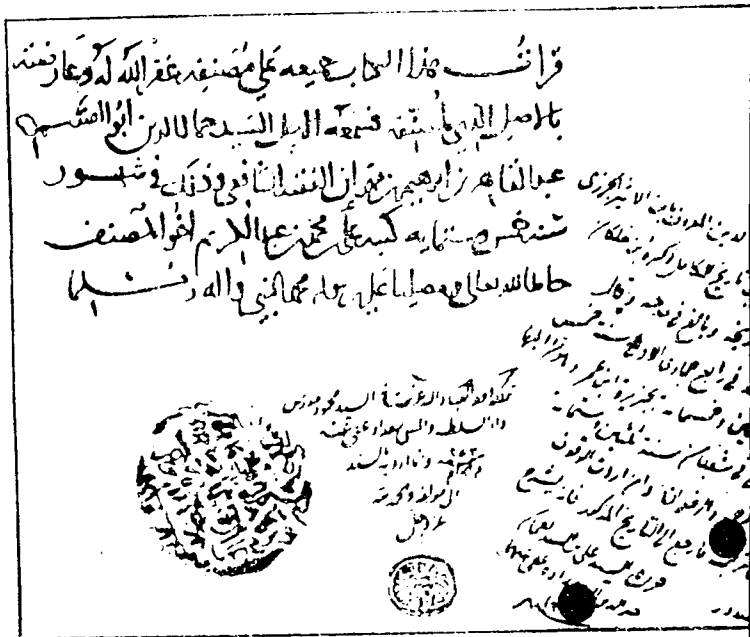

علي بن محمد بن عبد الكريم ، ابن الأثير (المؤرخ)
... الأمير) من مخطوطة « المرصع في الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأذواء والذوات » في خزانة الأوقاف العامة ... ، رقم ٦٦٠٥ ، مما تفضل المجمع العلمي العراقي بتصويره للأعلام . (ويرى إلى اليمين ، بالخط الفارسي ، ... المائل ، نموذج خط علي بن نعمان الآلوسي ، الآتية ترجمته) .

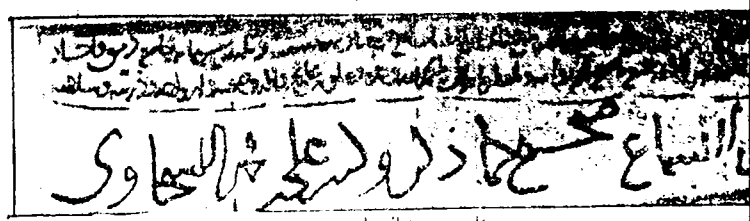

علي بن محمد السخاوي
عن مخطوطة الجزء الرابع من كتابه « شرح المفصل » في دار الكتب المصرية ، ١٩ نحو – ٤٢٧٦٤ عام .

... لم يتمه(١) .

المنداني

(... – ٦٣٠ هـ = ١١٦٤ – ١٢٣٣ م)

... بن محمد بن أحمد بن بختيار ... ، أبو جعفر الواسطي ، المعروف ... مؤرخ ، له علم بالفقه والأدب ... من أهل واسط . وبها وفاته ... ي : ولي القضاء بواسط مدة ... تاريخاً ، (٢) .

سَيْف الدِّين الآمِدي

(٥٥١ – ٦٣١ هـ = ١١٥٦ – ١٢٣٣ م)

علي بن محمد بن سالم التغلبي ، أبو الحسن ، سيف الدين الآمدي : أصولي ، باحث . أصله من آمد (ديار بكر) ولد بها . وتعلم في بغداد والشام . وانتقل إلى القاهرة ، فدرّس فيها واشتهر . وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة ، فخرج مستخفياً إلى « حماة » ومنها إلى « دمشق » فتوفي بها . له نحو عشرين مصنفاً ، منها « الإحكام في أصول الأحكام – ط » أربعة أجزاء ، ومختصره « منتهى السول – ط » و « أبكار الأفكار – خ » في طوبقبو ، الأول والثاني منه ، في علم الكلام ، و « لباب الألباب » و « دقائق الحقائق » و « المبين في شرح

معاني الحكماء والمتكلمين – خ » كراستان . في المكتبة العربية بدمشق (١) .

المُرْبَيْطَري

(... – ٦٣٣ هـ = ... – ١٢٣٦ م)

علي بن محمد بن عبد الودود ، أبو عيسى المربيطري : شاعر مقلّ مجيد . من أهل الأندلس . كان صاحب الصلاة والخطبة والأحكام في بلدته « مربيطر » المسماة الآن (Murviedro-Sagunato) في شمال بلنسية . أخذ عنه ابن الأبار (٢) .

السَّخَاوي

(٥٥٨ – ٦٤٣ هـ = ١١٦٣ – ١٢٤٥ م)

علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي ، أبو الحسن ، علم الدين : عالم بالقراآت والأصول واللغة والتفسير ، وله نظم . أصله من سخا (بمصر) سكن دمشق ، وتوفي فيها ، ودفن بقاسيون . من كتبه « جمال القرّاء وكمال الإقراء – خ » في التجويد ، و « هداية المرتاب – ط » منظومة في متشابه كلمات القرآن ، مرتبة على حروف المعجم ، و « المفضل » شرح المفصل للزمخشري – خ » أربعة أجزاء ، منه نسخة كتبت سنة ٦٣٢ عليها إجازة بخط المؤلف ، مؤرخة سنة ٦٣٨ في دار الكتب ، تصويرا عن أحمد الثالث (٢١٥٨) كما في المخطوطات المصورة (١ : ٣٩٧) ، و « المفاخرة بين دمشق والقاهرة » و « سفر السعادة – خ » و « شرح الشاطبية – خ » وهو أول من شرحها ، وكان سبب شهرتها . و « الكوكب الوقّاد – خ » في أصول الدين . و « القصائد

... ١ : ٣٤١ ... والتكملة ... – خ ... ١ : ٢٠٦ وابن الشحنة : حوادث سنة ٦٣٠ ... السبكي ٥ : ١٢٧ وآداب اللغة ٣ : ٨٠ ... والروض ... ٣٠٣
... – خ ... الرابع والأربعون

(١) ابن خلكان ١ : ٣٢٩ والسبكي ٥ : ١٢٩ وميزان الاعتدال ١ : ٤٣٩ وفيه : « كان يترك الصلاة . ونفي من دمشق لسوء اعتقاده » ولسان الميزان ٣ : ١٣٤ وابن الشحنة : حوادث سنة ٦٣١ وسماه « علي بن أبي علي بن محمد بن سالم » ومفتاح السعادة ٢ : ٤٩ وشذرات الذهب ٦ : ١٤٤ وطوبقبو ٣ : ٤١ وتعليقات عبيد .
(٢) زاد المسافر ٥٦ والتكملة لابن الأبار ٦٨١

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুরআনুল কারীম

আবদুল আযীয, আল-খাওলী ঃ মিফতাহ কুনুযিস সুন্নাহ, ২য় সং মাতবাআতুল আবাবিয়্যাহ, মিসর, ১৩৪৭হি./১৯২৮ সন,

আবদুল ওয়াহ্হাব ইবন তাকিয়্যুদ্দীন আস-সুবকী ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল-কুবরা, ১ম সং, আল-মাতবাতুল হুসাইনিয়া, মিসর।

আবদুল হায়্যি লাখনবী, মাওলানা ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানফিয়্যাহ, ১ম সং. মাতবা'আতুস সা'আদাহ, মিসর, ১৩২৪/১৯০৬।

আহমাদ ইবন আলী আল-খতীব ঃ তারীখু বাগদাদ ১ম সং মাকতাবাতুল খাঞ্জী, কায়রো, ১৩৪৯/১৯৩১।

আহমাদ আমীন ঃ যুহাল ইসলাম ৭ম সং, মাকতাবাতুন নাহয়া ওয়াল মিসরিয়্যাহ কায়রো।

আবদুর রহীম মুহাম্মাদ, মাওলানা ঃ হাদীষ সংকলনের ইতিহাস, ২য় সং, ইসলামকি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৮০ খ্রি.

আমীমুল ইহসান, সায়্যিদ, মুহাম্মাদ ঃ তারীখ-ই-ইসলাম প্রকাশক, সায়্যিদ মুহাম্মাদ নু'মান কলুটোলা, ঢাকা-১৯৬৯ খ্রি.

য়ূসূফ ইবন আবদিল বার্‌র ঃ জামিউ বায়ানিল ইল্‌ম ওয়া ফাদলিহী, ১ম সং, ইদারাতুত তাবা'আহ আল-মুনীরিয়্যহ, মিসর।

ইবন কাছীর ঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দারুল ফিক্‌র, বৈরূত, লেবনান ১৩৯৮/১৯৭৮। ইখতিসারু উলূমিল হাদীছ।

ইবন খাল্লিকান ঃ ওয়াফিয়্যাতুল আইয়ান ওয়া আম্বাই আবনাইয যামান, দারু সাদির, বৈরূত, লেবানন।

ইবন তাগরী বিরদী ঃ আন-নুযূমুয যাহিরাহ ফী মুলূকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ, ওয়াযারাতুছ ছাকাফাহ ঃ মিসর, ৮৫৫ হি./১৪৮০ খ্রি.

ইবন জারীর তাবারী ঃ তারীখুল উমাম ওয়াল মূলূক।

ইবনুন নাদীম ঃ আল ফিহরিস্ত, মাকতাবাতুল খাইয়াত,বৈরূত লেবানন, ১৯৭২ খ্রি.

ইবনুল আছীর ঃ আল-কামিল ফিত তারীখ ১ম সং. মাতবাআতুল আযহারিয়্যাহ, মিসর, ১৩০১/১৮৮৪ খ্রি. উসুদুল গাবাহ

Dhaka University Institutional Repository

জামায়্যাতুল মাআরিফিল মিসরীয়্যাহ, মিসর, ১২৭৮ খ্রি.

ইবনুল ইমাদ আবদুল হাই, আবুল ফালাহ ঃ শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, ১৩৫০ হি./১৯৩২।

য়াকূত আল-হামাভী ঃ মু'জামুল বুলদান ১ম সং মাকতাবাহ খাঞ্জী, কায়রো।

উমার রিদা কাহ্হালাহ ঃ মু'জামুল মুআল্লিফীন, মাকতাবাতুল মাছনা, বৈরূত, লেবনান।

খিদরী বেক, মুহাম্মাদ ঃ মুহাদারাতু তারীখিল উমামিদ দাওয়াতিল আরাবিয়্যাহ, দারুল ফিকরিল আরাবী, মিসর।

জালালুদ্দীন, সুয়ূতী, আল্লামা ঃ হুসনুল মুহাদারাহ ফী আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরাহ মাতবা'আতু ইদারাতিল ওয়াতান, মিসর, ১২৯১ হি./১৮৮২ খ্রি.)।

ব্রোকেলম্যান ঃ তারীখুল আদাবিল আরবী, (আ. অনু.), ৪র্থ সং দারুল মা'আরিফ মিসর,

মালিক ইবন আনাস, ইমাম ঃ মুওয়াত্তা আশরাফী বুক ডিপো, হিন্দুস্তান।

মুহাম্মাদ ইবন আহমদ, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফফায ৩য় সং, দাইরাতুল মাআরিফ, হায়দবরাদ ডিকান, ১৩৭৬ হি./১৯৪৬ খ্রি.। ১ম সং দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, মিসর, ১৩৮২ হি./১৯৬৩ খ্রি.

মুস্তাফা ইবন আবদিল্লাহ, হাজ্জী খলীফা, কাতিব সালাফী ঃ কাশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন। ১ম সং, মাতবাআতুল আলম, মিসর, ১৩১০ হি./১৮৯৩ খ্রি.।

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, বুখারী, ইমাম ঃ আল-জামিউস সহীহুল মুসনাদুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহী ৩য় সং, নূর মুহাম্মাদ আসাহহুল মাতাবি, করাচী ১৩৮১ হি./১৯৬১ খ্রি.।

আত-তিরমিযী, ইমাম ঃ আল-জামিউত তিরমিযী নূর মুহাম্মাদ আসাহহুল মাতাবি, করাচী।

Dhaka University Institutional Repository

সুবহী আস-সালিহ, ডকটর ঃ উলূমুল হাদীছ ওয়া মুস্তালাহুহু ১ম সং, দারুল ইলম, বৈরূত লেবানন, ১৯৮৪ খ্রি.

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশ বাংলাদেশ ১ম সং ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.

হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী ৩য় সং, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রি.।

ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী ঃ ইসলামী শরীয়াহ ওয়াস সুন্নাহ (অনু.) মূল-আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরীঈল ইসলামী। ১ম সং ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৯ খ্রি.

শিবলী নুমানী, আল্লামা ঃ সীরাতুন্নবী (অনু), বাংলা বাজার, ঢাকা

ইমাম মুসলিম, আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশায়রী ঃ আস্-সহীহ লি-মুসলিম আসাহহুল মাতাবী, মাকতাবায়ে রশীদিয়া দিল্লী।

ড. মুহমূদ আত-তাহ্হান ঃ উসূলুত তাখরীজ ওয়া দিরাসাতিল আসানীদ, দারুল কুতুব আস-সালাফিয়্যা, সৌদি আরব।

য়ূসূফ ইলয়ান সারকীস ঃ মুজামুল মাতবূ'আত আল-আরাবিয়্যাহ ওয়াল মুআররারাহ।

জুরজী যায়দান ঃ তারীখু আদাবিল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ মুসতূরাতু দারি মাকতাবাতিল হায়াহ, বৈরূত,

যিরিকলী, খায়রুদ্দীন ঃ আল-আলাম, দারুল ইলম লিল-মালায়্যিন, বৈরূত, লৈবনান।

আল-কাত্তানী, আস-সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ঃ আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ লি বায়নি মাশহুরি কুতুবিস সুন্নাতিল মুশররাফাহ, দারুল বাশায়ির আল ইসলামিয়্যাহ।

আবদুল কারীম, আস-সামআনী ঃ আল-আনসাব, Leyden : E, J. Brill Imprmerie Oriental London : Luzac & Co. 46, Great Russell Street, 1912.

উমার ফাররূখ, ডকটর ঃ তারীখুল আদাব আল-আরবী, দারুল ইলম লিল মালায়্যিন, বৈরূত, লেবানন।

ইবন খালদূন ঃ আল-ইবার মুকাদ্দামা, দারুল কলম, বৈরূত, লেবানন, ১৯৮১, খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আলী ইবনুল হাসান ইবন আসকির ঃ তারীখু দিমাশক ২য় সং, দারুল মাসীরাহ বৈরূত, লেবানন, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.

মুজীবুর রহমান, মুহাম্মাদ মাওলানা, ডক্টর ঃ বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ১ম সং, (ইঃ ফাঃ বাঃ ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.)

ইবন সা'দ, মুহাম্মাদ ঃ আত-তাবাকাত, প্রকাশস্থল লাইডেন, ১৩৩৮ হি./১৯১৯ খ্রি. ৮ম খণ্ডে সমাপ্ত।

বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী আল-ফারগানী আল-মারগীনানী ঃ আল-হিদায়া কুতুব খানা রহীমিয়্যা দেওবন্দ, ভারত। ইংরেজী অনুবাদ চার্লস হ্যামিলটন, নয়াদিল্লী, ১৯৭৯ খ্রি.

আদ-দারিমী আবূ মুহাম্মাদ আবদিল্লাহ ইবন আবদির রহমান সামারকান্দী ঃ আদ-দারিমী

মুহাম্মাদ আহসান উল্লাহ (অনু. মোঃ আবদুল জাব্বার সিদ্দীকী) ঃ খিলাফতের ইতিহাস ইঃ ফাঃ বাঃ প্রকাশনা ১ম সং, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.

প্রফেসর মোঃ হাসান আলী চৌধুরী ঃ ইসলামের ইতিহাস আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা ১ম সং জানু ঃ ১৯৮৬

ইবনুল আছীর, আবুস সাআদাত মাজদুদ্দীন ঃ আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার, ৩য় সং (তেহরান, ইরান, ১২৬৯ হি./১৮৫২ খ্রি.)

আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাজার ঃ তাহযীবুত তাহযীব, ১ম, সং, দাইরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিয়াহ, হায়দরাবাদ ডিকান, ১৩২৬ হি./১৯০৮ খ্রি.

থিসিস

ইমতিয়াজ আহমাদ ঃ Ibn Al-Athir Al-Mohaddith Life and works